Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/235

গৌরকথা

LIBRARY 3/185
No. [illegible]
BANARAS

8

দ্বিতীয় খণ্ড

মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 3/185

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/185
No. ...
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌর কথা

দ্বিতীয় খণ্ড

LIBRARY 3/185
No. ......
Shri Shri ... Ashram
BANARAS

দাস—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

মূল্য—দুই টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
মহানাম সম্প্রদায়
মহাউদ্ধারণ মঠ
৫৯, মানিকতলা মেন রোড,
কলিকাতা-১১

শ্রীশ্রীগৌর পূর্ণিমা
১৩৬৭ সাল হরিপুরুষাব্দ ৯০
প্রথম সংস্করণ ১২০০

মুদ্রাকর—
শ্রীকল্যাণকুমার চট্টোপাধ্যায়
চন্দ্রনাথ প্রেস
১৬৯ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY 3/185

No.......

Shri Shri ... BANARAS

উৎসর্গ

যাঁহার কণ্ঠোৎসারিত "হরি হরি বোল" মহাউচ্চারণ মুখরিত করিত
মহানগরীর বাতাবরণ, জাগাইয়া তুলিত নরনারীর প্রাণে
প্রেমের পুলক স্পন্দন।

বারেন্দ্রকুলের কৌলীন্য-গৌরব, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ ডিগ্রীর সৌরভ,
গৃহে ষোড়শীর টান, স্কুলে প্রধান শিক্ষকতার সম্মান,—এই সর্ব্বস্ব ত্যাগে—
বৈরাগ্যে যাঁহার দাস গোস্বামীর তীব্রতা।

উচ্চকীর্ত্তনে নর্ত্তনে নামভজনে যাঁহার ঠাকুর হরিদাসের একনিষ্ঠতা,
মহাগম্ভীরায় গুপ্ত বন্ধুসুন্দরের সেবায় যাঁহার গোবিন্দদাসের তন্ময়তা,
আদেশ পালনে যাঁহার হনুমানের অনুবর্ত্তিতা।

তপস্যায় যাঁহার ধ্রুবের দৃঢ়তা, ভক্তিতে যাঁহার প্রহ্লাদের সান্দ্রতা, জ্ঞান
বিশালতায় যাঁহার শঙ্করের গভীরতা, চলনে যাঁহার অবধূতের বেশ,
বারুণী-প্রিয়তায় যাঁহার বলদেবের আবেশ।

বারাণসী ধামে যাঁহার পদছায়ায় মাসাধিক বিশ্রামে এই ক্ষুদ্র জীবন ধন্য,
যিনি গুরুর গুরু, ভক্ত-কল্পতরু, সেই

হরিবোল শ্রীশ্রীচম্পটী ঠাকুর

তাঁদেরই গৌর, তাঁদেরই দেওয়া কথা, অর্পণ করিলাম তাঁহারই
শ্রীকরকমলে,—এক কণা করুণা কামনায়—

পদাশ্রিত

দাস—মহানামব্রত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(মনরে) ভজ প্রাণ গৌরাঙ্গসুন্দর।
ভজ হরিদাস শ্রীনিবাস বাসুদেব দামোদর॥

ভজ শচীর নন্দন, জগন্নাথের জীবন,
পতিতপাবন বিষ্ণুপ্রিয়া-প্রাণধন ;
ভজ পুষ্পবন্ত নিত্যানন্দ নব গৌর-গদাধর॥

ভজ শ্রীবাস প্রাঙ্গন, ভজ নামসংকীর্ত্তন,
লোকনাথ নরোত্তম রূপ সনাতন ;
ভজ মুরারি মুকুন্দ মাধবেন্দ্র পুরী যতিবর॥

ভজ তারকব্রহ্মনাম, ভজ নবদ্বীপ ধাম,
যাঁহার স্মরণে পূর্ণ হয় মনস্কাম ;
ভজ অম্বিকা খেতুরী শান্তিপুর অতি মনোহর॥

লহ শ্রীগুরু শরণ, ভজ বৈষ্ণব চরণ,
দিবানিশি কর হরিপ্রেম আস্বাদন ;
বন্ধু সকাতরে, বলে তোরে, বল হরিবোল নিরন্তর॥

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নাম প্রেম মালা গাঁথি পরাইল সংসার"

দুঃখী জীব। দুঃখের পেষণে জর্জ্জরিত জীবনিবহ। দুঃখ যাইবে কী হইলে জানিতে চায় সকলে। ঋষি বলেন, আপনাকে জান, আপনার শাশ্বতী সত্তা অন্তরে অনুভব কর, তবে দুঃখ যাইবে। আত্মানং বিদ্ধি। আত্মসন্ধানেই মিলিবে শান্তির উৎস।

নিজ আত্মাকে জান। আরও গভীর কথা, বিশ্বের আত্মাকে জান। আরও নিগূঢ় কথা, বিশ্বের যিনি আত্মা তিনি যে নিজেকে নিজে জানিতেছেন, তাহা জান। বিশ্বন্তরের আত্মা-স্বাদনের আস্বাদন কর। পরমাত্মার স্বাস্বাদনই লীলা। লীলাসিন্ধুতে ডুবিলেই জীবের পরাশান্তি প্রাপ্তি।

নিজেকে জানার কার্য্যই চলিতেছে সারা বিশ্ব ভরিয়া। ফুল ফুটে, নদী ছুটে, পাখী গায়, বাতাস বয়। নিখিল বিশ্বে যত বেগ, তার মূলে রহিয়াছে নিখিলানন্দের আত্মাস্বাদনের আবেগ। ব্রহ্মাণ্ডের যত বিভূতি, তার মূলে রহিয়াছে রসব্রহ্মের রসের আকুতি।

পরমপুরুষ শ্রীহরিপুরুষ আছেন আত্মধ্যানে। নিজেকে নিজে ভোগ করিতে। ভোগ করিতে হইলে ভালবাসিতে হইবে। একাকী কিন্তু চলে না ভালবাসা। "একাকী নৈব রমতে।" তাই ভালবাসিতে, ভালবাসিয়া নিজ রস-মধু নিজে আস্বাদন করিতে এক হইলেন দুই। "আত্মানং দ্বেধা অপাতয়ৎ ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই হইতেই তিন হইলেন। তিনি সৎ, যাহাকে পৃথক করিলেন তিনি চিৎ। দু'য়ের সম্ভোগ আনন্দ। তিনিই সচ্চিদানন্দ। তিনি বিষয়, যাহাকে পৃথক করিলেন, তিনি আশ্রয়, মিলনে ঘনায়িত রস। তিনি শ্রীকৃষ্ণ, ভিন্ন হইয়াও অভিন্ন যিনি তিনি শ্রীরাধা, আস্বাদনের চমৎকারিতাই মহারাস। এই রস-সম্ভোগের চরম পরিণতিই নদীয়া-বিনোদিয়া শ্রীগৌর বিশ্বম্ভর।

রসব্রহ্মের স্বানুভূতি, আজ প্রকটিত হইয়াছে, এই ধরণীর ধূলিতে। পরমপুরুষের আস্বাদন বিচিত্রতা আজ মূর্ত্তি পাইয়াছে নদীয়ার রাজপথে। ভূমা আসিয়াছেন ভূমিতে। রসের ছন্দে নাচিয়া চলিয়াছেন, নবদ্বীপের বাজারের মধ্য দিয়া। ইহা এক অঘটন। কহিবার কথা নয়। তবু ইহা ঘটিয়াছে ইতিহাসেই।

বিশ্বের যেটি মৌলিক সম্ভোগ, আদি আশ্রয়তত্ত্ব ও বিষয়-তত্ত্বের নিবিড় মিলন, সেটির পূর্ণাঙ্গতা লাভ হইয়াছে শ্রীরাধা-গোবিন্দের একাঙ্গতায় শ্রীগৌরাঙ্গস্নুন্দরে। ইহা ঘটিয়াছিল আজ হইতে চারিশত তিয়াত্তর বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের গৃহাঙ্গনে। সন্ধ্যায় চন্দ্রগ্রহণে, হরিকীর্ত্তনে, পূর্ণিমা লগনে। লীলা নিত্য তাই আজও উহা ঘটিতেছে। এই নিত্যত্ব জানাতেই সৃষ্টি ও সৃষ্টির সার্থকতা।

আজ শুভ সন্ধ্যায় তাই আবার জাগিয়াছে, তাঁহাকে জানিবার প্রবল আগ্রহ। যুগ যুগ ধরিয়া জাগিবে। জানিবার কথা দুইটি মাত্র। একটি তাঁহার নিরুপম বিগ্রহ, অপরটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার অফুরন্ত অনুগ্রহ। বিগ্রহটি সোনার গৌরাঙ্গসুন্দর রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত শ্যামনাগর। অনুগ্রহটি হরিনাম বিতরণে। নামপ্রেমের মালিকা গাঁথিয়া বেদনাহত জীবের কণ্ঠে সমর্পণে।

বস্তুর বহিরভিব্যক্তিই দ্যুতি। প্রাকৃত বস্তুর ভিতর বাহির ভিন্ন। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর নহে। অপ্রাকৃত কান্তি বস্তুর স্বরূপ হইতে পৃথক কিছু নহে। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে শ্যামবর্ণ, তাহা নিরর্থক নহে। শৃঙ্গার রসের বর্ণই হইল শ্যাম। যিনি শৃঙ্গার রসরাজ মূর্ত্তিধর তিনি শ্যামসুন্দরই হইবেন।

অনুরাগের বর্ণটি অরুণ। গাঢ়ানুরাগ বা মহাভাবের বর্ণই হইল গৌর। মহাভাবময়ী ভানুবালা গৌরাঙ্গী। বর্ণটির ব্যক্তি ভাবের প্রগাঢ়তায়। মহাভাববতীর মাদনাখ্য ভাব অন্তরে গ্রহণ করিলে শ্যামের বাহিরের কান্তি স্বতঃই রূপায়িত হইবে। মধুর রসের বর্ণ শ্যাম বটে, কিন্তু যতক্ষণ কাঁচা। রসাল ফলটি কাঁচা যখন শ্যামবর্ণই বটে, কিন্তু পাকিলেই গৌর।

রসের আস্বাদন ভাবে। ভাবের অভিব্যক্তি রসে। নিখিল রসের অধিষ্ঠাতা শ্রীকৃষ্ণ। নিখিল ভাবের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধা। একই রসব্রহ্ম অখণ্ড থাকিয়াই আস্বাদক আস্বাদ্যরূপে দ্বিধা ব্যক্ত। ভাবের পরিপূর্ণতায় রসের পূর্ণ আস্বাদন। মহাভাব ছাড়া রসরাজের সম্ভোগের চরমতা হয় না।

রসের বিষয়কে আজ আশ্রয় হইতে হইবে। শ্রীশ্যাম-সুন্দরকে শ্রীরাধা হইতে হইবে। বিলাসের জন্যই একের দ্বৈত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আজ আবার নবায়মান বৈচিত্র্যভোগের জন্য দ্বৈতের একত্ব। ভেদাভেদের অচিন্ত্যতা, রস সংবেদনে পর্য্যাপ্ত। দ্বৈতের বৈচিত্র্য-সংপুটিত নব রসের অদ্বয় ব্রহ্মই শ্রীবাস-অঙ্গনের নাটুয়া বিষ্ণুপ্রিয়েশ শ্রীগৌরহরি।

শান্তিহারা জীব চায় শান্তিময়কে। ছুটিতে চায় অন্তর দিয়াই, কিন্তু কেহ পারে, কেহ পারে না। পারে না যারা, তাদের তরে নামিয়া আসিয়াছেন পরাৎপর পুরুষ মানবের দুয়ারে। করুণায় গলিয়া বিলাইয়া দিলেন আপনাকে—আপনার অভিন্ন মহানামকে। দিলেন উজ্জ্বল রসের প্রেমের সূতায় গাঁথিয়া নামের মালিকা।

নাম সাধন। প্রেমধন সাধ্য। সাধ্য-সাধন একত্রীভূত করিয়া দোলাইয়া দিলেন ব্যথাহত মানবের বক্ষে। নির্ব্বাপিত হইল অশান্তি। বিশ্রান্তি পাইল আপামর সকলে তাঁর আকাশের মত উদার অঙ্কদেশে। হরিকীর্ত্তনের উন্মাদনায় জাতি জাগিল নবচেতনায়।

সংকীর্ত্তনের পিতা মহাপ্রভু। হরি, কৃষ্ণ, রাম—এ সব নিত্যকালের নাম, নূতন কিছু নহে। কীর্ত্তন কথাটিও নূতন নহে। তবে কী দিলেন জন্মদাতা ? নামও ছিল কীর্ত্তনও ছিল। কিন্তু ছিল না নামে এত মধুরিমা, কীর্ত্তনে এত উন্মাদনা। কীর্ত্তনের পিতা প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন নামের মধ্যে ব্রজমাধুর্য্য। নামাক্ষরের মধ্যে উজ্জ্বলরস সংপুটিত করিয়া তাহাতে আনিয়াছেন নবায়মান প্রেরণা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌরসুন্দর যখন হরিনাম করিয়াছেন উদাত্ত কণ্ঠে, তখন তিনি কেবল মুখেই নাম করেন নাই। তাঁহার সমস্ত অন্তর দিয়া, তাঁহার সমগ্র সত্তা দিয়া নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার অন্তরের মধ্যে যে তিন বাঞ্ছার পরিপূর্ত্তিময় আস্বাদন, উহা কণ্ঠোৎসারিত নামাক্ষরের মধ্যে করিয়াছে অনুপ্রবেশ।

শব্দে যদি বেদনা থাকে, তবে তাহা জাগাইতে পারে চেতনা। গৌর-কণ্ঠের "কৃষ্ণ" শব্দে আছে বিরহিণী রাধার পুঞ্জিত বেদনা। তাই তাহা জীব হৃদয়ে চৈতন্য আনিয়া গৌরের কৃষ্ণ-চৈতন্য নাম সার্থক করিয়াছে। ছিল হরি শব্দ চিরকালই। আজ শ্রীগৌর মুখে ঐ নামে যে অভূতপূর্ব্ব আকর্ষণ জাগিল উহা চিরসন্নিবিষ্ট হইয়া রহিল নামের অভ্যন্তরে। ইহাই দাতা শিরোমণির মহাদান।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর হরিনামকে "রাই ঋণ" কহিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীগৌরের রাই ঋণ শ্রীনামাক্ষরেই মূর্ত্ত। আসুন সকলে মিলিয়া গোরাচাঁদের ঋণ শোধ করি। গোরার ভাবে মজিয়া আর্ত্তকণ্ঠে নাম উচ্চারণে নামীকে ডাকি। ইহাই জীবোদ্ধারণ। নিখিল জীবকুলের ঐ আকুলতার জাগরণেই মহাউদ্ধারণ—মহাশান্তি। জয় জগদ্বন্ধু হরি। জয় প্রাণের গৌর হরি।

—গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাউদ্ধারণ গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীহরিকথা	২৲	গৌরকথা ১ম খণ্ড	১৸০
চন্দ্রপাত	৶০	২য় ৩য় খণ্ড যন্ত্রস্থ	
উদ্ধারণ	১৲	শ্রীশ্রীগৌরস্মরণ মঙ্গল	১৲
সংকীর্ত্তন পদাবলী	৸০	শ্রীশ্রীহরিপুরুষ ধ্যানমঙ্গল	৸০
সংকীর্ত্তন পদামৃত	১৲	শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ মঙ্গল	॥০
চন্দ্রপাত মাধুর্য্যবিন্দু	১৲	বন্ধুগীতি কুসুমাঞ্জলি	৸০
মহামৃত্যু-রঙ্গ	১৲	বন্ধু কে ?	।০
মহাকীর্ত্তন মাধুরী	।৶০	বন্ধুকরুণা কণিকা	॥০
শ্রীশ্রীবন্ধুলীলা তরঙ্গিণী ১মখণ্ড	২॥০	মহানাম মহাকীর্ত্তন আস্বাদন	৶০
,, ,, ২য় খণ্ড	২॥০	ধর্ম্মপ্রসঙ্গে মিশনারী ও	
,, ,, ৩য় ,,	২॥০	ভারতীয় সাধু	॥০
,, ,, ৪র্থ ,,	২॥০	প্রেমের বাণী	।৶০
,, ,, ৫ম ,,	২৸০	ব্রহ্মচর্য্য তত্ত্বজ্যোতিঃ	॥০
,, ,, ৬ষ্ঠ ,,	৩৲	প্রেমের ঠাকুর প্রভু জগদ্বন্ধু	১৲
,, ,, ৭ম ,,	যন্ত্রস্থ	হরিপুরুষ জগদ্বন্ধু	৸০
বন্ধুবার্ত্তা	৩৲	গীতাধ্যান ১ম খণ্ড	১৸০
বাণীবিজয়	১৲	,, ২য় ,,	২৲
ব্রহ্মগায়ত্রী	॥০	,, ৩য় ,,	২৲
উপনিষদ ও শ্রীকৃষ্ণ	২॥০	শ্রীশ্রীকেদারবদ্রী দর্শন	।০
শ্রীশ্রীবন্ধুস্মরণ মঙ্গল	॥৶০	প্রভুর রঙ্গীন শ্রীমূর্ত্তি বড়	।/০
স্মরণ-মঞ্জরী	।৶০	মাঝারী সাদা	৶০

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীধাম শ্রীঅঙ্গন, ফরিদপুর।
মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯ মানিকতলা মেন রোড, কলিকাতা—১১।
শ্রীশ্রীহরিসভা, পোঃ নবদ্বীপ, নদীয়া।
মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, (কলেজ স্কোয়ার) কলিকাতা
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

কথামৃত ভবন, ১৩/১ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা।
খাদি সঙ্ঘ, ৩৬এ, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।
খাদি নিকেতন, ৩৬সি, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রজনাথের প্রাণধন

নাটুয়া গৌর

নবদ্বীপ হরিসভা

LIBRARY
No..........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

গৌর কথা

তিন বাঞ্ছা ও মহাপ্রভু

কর্ম্মমাত্রই লক্ষ্য-মূলক। একটা উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য থাকে কর্ম্মের প্রেরণার মূলে। এই বিরাট বিশ্ব-জগতের সৃষ্টিকর্ম্মটার কি কোন উদ্দেশ্য নাই? কোন কামনা, কোন বাঞ্ছা কি পাওয়া যাইবে না বিশ্ব-প্রেরণার আদিম উৎস অনুসন্ধান করিলে? এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন বৈদিক ঋষিরা, চিন্তাশীল দার্শনিকেরা। শ্রুতি প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। শ্রুতি উত্তর না দিলে আমরা বুদ্ধি খাটাইয়া কস্মিন কালেও উহা জানিতে পারিতাম না।

শ্রুতি বলিয়াছেন—"বহুস্যাম্"—তিনি বহু হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন, তাই এ সৃষ্টি। বহু হইবার ইচ্ছায়, ব্রহ্মের জগদ্রূপে পরিণতিই সৃষ্টি। এই সৃষ্টি-লীলা ছাড়া পরব্রহ্মের আর একটি লীলা আছে। তাহাকে বলে নিত্যলীলা। সৃষ্টিলীলা পরিণামী। নিত্যলীলা অপরিণামী।

জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও জগৎ-কারণ ব্রহ্ম-পরাৎপর পূর্ণভাবেই জগদতীত রহিয়াছেন। জগদতীত পরম স্বরূপই লীলাপুরুষোত্তম। নিত্যলীলা তাঁহার স্বকীয় কর্ম্ম। পরিণামী সৃষ্টিলীলা জন্ম স্থিতি ভঙ্গ এই তিন কক্ষায় বৃত্তাকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া আসে। অপরিণামী নিত্যলীলা নিয়ত ক্রমবর্দ্ধমান

২য়—১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে অনাদি অনন্তকাল ধরিয়া চলে। জন্মও নাই ভঙ্গও নাই—শুধুই স্থিতি, অসীম অনন্ত বিদ্যমানতা।

সৃষ্টিলীলার হেতুটি জানা গেল—বহু হইবার ইচ্ছা। এক্ষণে, নিত্যলীলার হেতুটি জানিতে হইবে। জানিতে হইবে বটে, কিন্তু চেষ্টা করিয়া জানা যাইবে না। লীলা-পুরুষোত্তমের মনস্তত্ত্ব অনুধাবন করিবে কে? একমাত্র যাঁহার খবর তিনি জানেন। আর জানেন কৃপানুগতেরা। তাঁহাদের অনুসরণ করিতে হইবে। অনুসরণ করিতে হইলেই অনুস্মরণ করিতে হইবে। তাঁহাদের আনুগত্যে থাকিয়া স্মরণ করিতে হইবে।

নিত্যলীলায় দুইটি প্রকাশ—অপ্রকট প্রকাশ ও প্রকট প্রকাশ। অপ্রকট প্রকাশের কোন খবর আমরা জানি না। প্রকট প্রকাশ দেখিয়া অনুমান করি মাত্র। প্রকট প্রকাশই আমাদের সর্ব্বস্ব। প্রকট লীলা কেবল মাত্র অপ্রকট লীলার বহিরভিব্যক্তি নহে। উহার নিজস্ব অভিনবত্বও রহিয়াছে।

নিত্যলীলাময় যে এই অনিত্য জগতের মধ্যে আসেন ইহা এক অদ্ভুত ব্যাপার। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রহস্যপূর্ণ। মহাসাগর যদি ভূখণ্ডকে ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া খানিকটা ভিতরে প্রবেশ করে তবে আমরা তাহাকে উপসাগর বলি। সেইরূপ নিত্যলীলার সমুদ্র যদি এই অনিত্য জগৎকে আক্রমণ করিয়া অনেক দূর ভিতরে আসিয়া পড়ে, অসীম সীমার মধ্যে ধরা দেয়, তখন আমরা তাহাকে প্রকট প্রকাশ বলি।

নিত্য অনিত্যের মিশামিশি, অসীম সসীমের গলাগলি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক অসম্ভব ঘটনা। ইহা ঘটিতে পারে না, তবু ঘটে। যে শক্তি ইহা ঘটান তাকে বলে অঘটন-ঘটন-পটীয়সী। এই অঘটন ঘটে কেন, তাহাই আমাদের ধ্যানের বিষয়।

"ঘটনা" বলিতে বুঝায় যাহা দেশ কালের অধীনতায় সংঘটিত হয়। "নিত্য" বলিতে বুঝায় যাহা দেশকালের অতীত অবস্থায় সর্ব্বদা একই প্রকার থাকে। সুতরাং "নিত্য ঘটনা" কথাটা সোনার পাথর-বাটীর মত বাস্তবতা হীন। কিন্তু হইলে কি হইবে, এই বাস্তবতা হীন ঘটনাই বাস্তবে প্রকটিত হয়, যখন প্রপঞ্চে প্রপঞ্চাতীতের প্রকাশ ঘটে। কারণ উহা নিত্য ঘটনা।

ঘটনাটির প্রথম খবর পাইলাম আমরা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে। অর্জ্জুনকে বলিতেছেন শ্রীকৃষ্ণ। "এতক্ষণ তোমাকে যে সকল যোগের কথা বলিলাম—ইহা বহু পূর্ব্বে সূর্য্যকে বলিয়াছিলাম—তিনি মনুকে বলিয়াছিলেন—মনু ইক্ষাকুকে বলিয়াছিলেন। তারপর রাজর্ষি পরম্পরায় চলিয়া আসিতেছিল। এখন সকলে ভুলিয়া গিয়াছে, তাই পুনরায় তোমাকে কহিলাম।"

অর্জ্জুন প্রশ্ন তুলিলেন—"তাহা কেমন করিয়া হইল। তোমার জন্ম হইল সেদিন, আর সূর্য্য মনু ইক্ষাকুদের জন্ম কতকাল পূর্ব্বে। এই যোগ তুমি তাঁহাদিগকে বলিয়াছ ইহা কেমনে মানিব ?"

অর্জ্জুনের জিজ্ঞাসায় শ্রীকৃষ্ণ উত্তর করিলেন—"অর্জ্জুন, তোমার আমার অনেকবার এই জগতে আসা হইয়াছে। সে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব তুমি ভুলিয়া গিয়াছ, আমার সব মনে আছে।" কথায় বোঝা গেল, অর্জ্জুনের চেতনা মায়াবৃত। তিনি নিজে অনাবৃত-চৈতন্য।

তারপর নূতন তথ্যটিকে কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া কহিলেন—কেবল যে পূর্ব্বকালে আসিয়াছি তাহা নহে, একালেও আসি, চিরকালই আসি। আমার আবির্ভাব অসম্ভব মনে করিয়া তার্কিক নানা তর্ক তুলে। কেহ বলে অজ তিনি, জন্মিবেন কি করিয়া ? কেহ বলে অব্যয় অপরিণামী তিনি, পরিণামময় জগতের পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া চলিবেন কি করিয়া ? কেহ বলে জগতের নিয়ন্তা তিনি, নিয়ন্ত্রিত জগৎটার মধ্যে প্রবেশ করিবেন কি করিয়া ?

অর্জ্জুন, এই সকল অসম্ভবতা সত্ত্বেও আমার আবির্ভাব সম্ভব হয়। আমি আমার শুদ্ধ সত্ত্বময় স্বকীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করি এবং নিজ যোগমায়া শক্তির দ্বারে বিচরণ করি। এই দুয়ের সহায়তায় এই জড় জগতের মধ্যেও আমার লীলার অপ্রাকৃতত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

আমি আসি বটে ভূমিতে কিন্তু আমার জন্মকর্ম্ম ভৌম নহে, উহা দিব্যই। আমার দিব্য জন্মকর্ম্মের তত্ত্ব যিনি জানেন তার ভৌম জন্মকর্ম্মের বন্ধন আর থাকে না। এই অনিত্য দেহান্তে নিত্যলীলায় তিনি আমার লীলাসঙ্গী হন।

এই গেল অবতরণের রহস্য ও প্রণালী। কারণটি বলিয়াছেন—"পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।" সাধুর রক্ষণ ও দুষ্কৃতির দলন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে—ধরণী পাপ-ভারাক্রান্তা হইয়া ব্রহ্মার নিকট ক্রন্দন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার প্রার্থনায় পৃথিবীর ভার দূরীকরণার্থ "বিশ্বগুপ্তয়ে" ভগবান আবির্ভূত হইয়াছলেন।

এই সকল কথা জানিয়া শুনিয়াও রসিক আচার্য্যদের তৃপ্তি হয় না। তাঁহারা বলেন, এসব বাহিরের কথা, আরও নিগূঢ় কারণ আছে, তাঁহার আগমনের। ধ্যানে তাহাই অনুধাবন করতঃ আস্বাদন করিতে হইবে।

ভগবদাবির্ভাবের আরও গূঢ়তর কারণ নিরূপণে রসিক ভক্তগণের এই অনুসন্ধিৎসা ভাবনা-বিলাস-মাত্র নহে। ইহার পক্ষে শক্তিশালী যুক্তি আছে। দুইটি যুক্তি উপস্থাপন করা যাইতেছে।

(ক) শিষ্টের পালন, দুষ্টের দলন, ধর্ম্মের স্থাপন ইত্যাদি কার্য্য পালন-কার্য্যের অন্তর্ভুক্ত। পালন-কার্য্যের ভার বিষ্ণুশক্তিতে ন্যস্ত। বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের গুণাবতার। সত্ব রজঃ ও তমোর এই তিন গুণে শ্রীকৃষ্ণের তিন গুণাবতার। রজগুণের অধিষ্ঠাতা রূপে ব্রহ্মার সৃজন কার্য্য, সত্বগুণের অধিষ্ঠাতা রূপে বিষ্ণুর পালন কার্য্য। তমোগুণের আশ্রয় রূপে রুদ্রের সংহার কার্য্য।

দুষ্কৃতির বিনাশ ও যুগধর্ম্ম-স্থাপন প্রভৃতি পালন-কার্য্যের অঙ্গীভূত। ঐ কার্য্যের জন্য বিষ্ণুর আবির্ভাবই যথেষ্ট। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের আগমনের কোন প্রয়োজন নাই। স্বয়ং যখন অবতীর্ণ তখন নিশ্চয়ই কারণান্তর আছে। যে কারণ তাহা স্বকীয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলায় শ্রীকৃষ্ণও অসুরাদি বধ করিয়াছেন। কিন্তু ওটি তাঁর নিজ কার্য্য নহে। অর্থাৎ স্বয়ং-স্বরূপে ঐ কার্য্য করেন নাই। অংশী যখন আসেন, অংশকলা তাঁহার সহিত মিলিতই থাকেন। পূর্ণের মধ্যে যে অংশসত্তা অসুর বধাদি কার্য্য সমুহ তাঁহারই।—

"বিষ্ণু দ্বারে করেন কৃষ্ণ অসুর সংহারে ॥"

পূর্ণের মধ্যে অংশ চিরদিনই আছে। আছে বটে, কিন্তু যখন অপ্রকট লীলায় থাকেন তখন পূর্ণ পূর্ণের কার্য্য করেন, অংশেরা অংশের কার্য্য করেন। পূর্ণ অংশের কার্য্য করেন না। যখন প্রকট লীলায় প্রকাশিত হন, পূর্ণও অংশের আবেশে অংশের কার্য্য করেন।

বস্তুতঃ অখণ্ড বস্তু পরব্রহ্ম স্বরূপের খণ্ড হয় না। সুতরাং যেখানেই অংশের কথা বলা হইয়াছে সেখানেই "অংশ ইব অংশ" বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ অংশতঃ প্রকাশকেই অংশ বলিয়া জানিতে হইবে। পূর্ণ স্বরূপের প্রত্যেকটি অংশ প্রকাশও নিত্য বটে।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। অখণ্ড নিরুপাধি লীলাবিলাসী পুরুষোত্তম। তাঁহার নিজ কার্য্যটি জানিবার জন্য রসিক ভক্তের আগ্রহ। অংশের কার্য্য জানিয়া তাহার তৃপ্তি নাই।

(খ) শ্রুতিতে পরব্রহ্মের দুইটি লক্ষণ কথিত হইতেছে। তটস্থ লক্ষণ ও স্বরূপ লক্ষণ। অন্য বস্তু অবলম্বনে যে লক্ষণ পরিচয় তাহাই তটস্থ লক্ষণ। অর্জ্জুনকে পরিচয় দিতে যদি বলি অভিমন্যুর পিতা। পরব্রহ্মের পরিচয় দিতে ব্রহ্মসূত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিলেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই নিখিল বিশ্বের জন্ম স্থিতি ও লয় যাহা হইতে তিনি ব্রহ্ম। এই লক্ষণটী হইল তটস্থ লক্ষণ। পুত্র দ্বারা পিতৃ পরিচয়। সৃষ্টি বা সৃষ্ট দ্বারা স্রষ্টার পরিচয়। পুত্র ছাড়াও পিতার যেমন একটি নিজস্ব পরিচয় সম্ভব—জগৎ-সম্পর্ক ছাড়াও সেইরূপ পরব্রহ্মের একটি নিজস্ব পরিচয় অবশ্য আছে।

তটস্থ লক্ষণের সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় কার্য্য তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তির বিলাস। ঐ সঙ্গে সম্পর্ক-বিশিষ্ট হেতু সকল বহিরঙ্গ হেতু। জগৎ শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা-শক্তির কার্য্য। এতৎসহ পরিচয় লক্ষণও তটস্থ লক্ষণ। এই জগতের ধর্ম্মের গ্লানি অধর্ম্মের অভ্যুত্থান, সাধুর পরিত্রাণ, অসাধুর বিনাশন, ধর্ম্মের স্থাপন—সকলই বহিরঙ্গ হেতু। এ ছাড়া অপর একটি অন্তরঙ্গ হেতু আছে, যাহা তাঁহার স্বরূপ-লক্ষণের সঙ্গে যুক্ত, অন্তরঙ্গ স্বরূপা-শক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ বিশিষ্ট। রসিক ভক্তেরা সেইটি অনুসন্ধান করেন।

পরব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ হইতেছে "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" "সত্যং শিবং সুন্দরং" অথবা যাহা একই কথা সচ্চিদানন্দং। "সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণের স্বরূপ।" শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দের ঘনীভূত মূর্ত্তি। "ব্রহ্মণোহি প্রতিষ্ঠাহং।" সুতরাং "সচ্চিদানন্দ" এই স্বরূপভূত লক্ষণ হইতে উদ্ভূত হইবে আবির্ভাবের যে কারণ, তাহাই হইবে নিজ প্রয়োজন বা অন্তরঙ্গ হেতু।

সমগ্র সত্তা, সমগ্র চেতনা ও সমগ্র আনন্দের অখণ্ড বিগ্রহই সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ। সচ্চিদানন্দ কথাটিকে সংক্ষেপ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুধু আনন্দ বলা চলে। কেননা, আনন্দের মধ্যেই সত্তা ও চেতনা অন্তর্লীন হইয়া আছে। সত্তা আছে, চেতনা নাই এরূপ বস্তু দৃষ্ট হয়, যেমন ইষ্টক খণ্ড। কিন্তু চেতনা আছে, সত্তা নাই এরূপ কোন বস্তু জগতে নাই। কারণ চেতনার গর্ভেই সত্তা আছে। চৈতন্য-বিশিষ্ট বস্তু অ-সৎ হইতে পারে না। সত্তাবান্ হইবেই।

তদ্রূপ, সত্তা চেতনা আছে, আনন্দ নাই এরূপ বস্তুর বিদ্যমানতা আছে, যেমন জীব। জীবের সত্তা ও চেতনা আছে কিন্তু আনন্দ নাই কিম্বা আনন্দাংশ আবৃত আছে। কিন্তু আনন্দ আছে, সত্তা-চেতনা নাই, এরূপ বস্তুর সদ্ভাব নাই। আনন্দময় বস্তু কুত্রাপি অ-চিৎ নহে। অসৎ নহে। আনন্দময় বস্তু চিন্ময় হইবেই, সত্তাবান তো বটেই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ আনন্দ-ঘন বস্তু একথা বলিলেই, তাহাতে যে সমগ্র সত্তা ও সমগ্র চেতনা আছে, তাহা বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল আনন্দের ঘনীভূত বিগ্রহ। আনন্দের প্রাণ হইল আতিশয্যের উচ্ছলন। উচ্ছলনের বৈশিষ্ট হইল উপছিয়া পড়া। উপছিয়া পড়িলেই সন্নিহিত জন তাহাতে ডুবিয়া আনন্দী হইয়া যায়। সুতরাং আনন্দের আস্বাদন ও আনন্দীকরণ—আনন্দ-শক্তির এই দ্বিবিধা বৃত্তি।

সংবেদন ও সংবেশন, রসের সম্ভোগ ও পরিবেশন। আস্বাদন আর বিতরণ, পাওয়া আর দেওয়া, আনন্দ-রসের রাজ্যে এই দুই অভিন্ন। দানেই প্রাপ্তি, বিসর্জ্জনেই লাভ, ত্যাগেই ভোগ। আত্মোৎসর্গেই আত্মপরিচয়। যখন আস্বাদন করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন রসিক, যখন বিতরণ করেন তখন করুণ। যখন রস-নির্য্যাস আস্বাদন করেন তখন রসিকশেখর। যখন রাগাত্মিকা ভক্তি বিতরণ করেন তখন পরম করুণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে কারণে রসিকশেখর ঠিক সেই কারণেই পরম করুণ। আনন্দ-রসের উত্তাল তরঙ্গোচ্ছ্বাস যখন স্বাভিমুখী হইয়া সম্ভোগময় হয় তখন তাঁহার রসিকশেখরত্ব। উহাই যখন জীবাভিমুখী হইয়া রাগভক্তিময় হয় তখন তাঁহার পরম করুণত্ব। আনন্দ-ঘন-স্বরূপের ইহাই হইবে স্ব-ভাব।

আনন্দঘনত্ব শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ লক্ষণ। সুতরাং রসিকশেখর রূপে রসনির্য্যাস আস্বাদনের বাঞ্ছা ও পরম কারুণ্য-বিগ্রহ-রূপে রাগ ভক্তি বিতরণের বাঞ্ছা তাঁহার স্বরূপভূত অখণ্ড ইচ্ছার দ্বিবিধ অভিব্যক্তি। শ্রীকৃষ্ণের ধরাধামে আবির্ভাবের ইহাই স্বরূপভূত প্রয়োজন বা গূঢ় অন্তরঙ্গ হেতু। এই কথা কয়েকটিই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিচরণ অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।—

“প্রেমরস নির্য্যাস করিতে আস্বাদন।
রাগমার্গ ভক্তি লোকে করিতে প্রচারণ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ পরম করুণ।
এই দুই হেতু হৈতে ইচ্ছার উদ্গম॥”

শ্রীশ্যামসুন্দরের শুভাগমনের গূঢ় কারণ পাওয়া গেল। ক্রমে আমরা শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের গূঢ়তর কারণ আস্বাদন করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন বাঞ্ছা

দুই [খ]

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই সন্ধানের পথে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধক শ্রীল স্বরূপদামোদর। একটী অভিনব শব্দে স্বরূপ গোঁসাই গৌর-হরির আবির্ভাব রহস্যটী কহিয়াছেন। শব্দটী শুনিলে যে কোন ব্যক্তিই চমকিত হইয়া উঠিবে। ইতিপূর্ব্বে ঐ ভাষা আর কেহ কোথাও প্রয়োগ করিয়াছেন বলিয়া জানি না।

প্রসঙ্গটী হইতেছে ভগবানের আবির্ভাবের হেতু, আর শব্দটী প্রয়োগ করিয়াছেন "লোভাৎ।" লোভ বশতঃ ভগবান আসিয়াছেন শচীর ঘরে। কি অদ্ভুত কথা! লোভ লালসা থাকে সাধারণ লোকের চিত্তে। যাঁহারা ভজন পরায়ণ তাঁহা-রাই ঐ সকল বৃত্তির উর্দ্ধে উঠিয়া যান। আর একী! যিনি স্বয়ং ভজনের সামগ্রী সাধ্যবস্তু, সেই গোলোকবিহারী হরি স্বয়ং লোভাতুর! ধ্যানের বিষয় বটে!

লোভের কথাটি প্রথম স্ফুট হইয়াছে স্বরূপদামোদর-পাদের লেখনীতেই। লোভটী কিন্তু বহু প্রাচীন। শ্রীগৌর-হরি যে প্রথম লোভী এমন কিছু নয়। লোভ অনেক কালের। ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদিন ধরা পড়ে নাই। যখন প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে তখনই ধরা পড়িবার কথা।

সরযূ-যমুনাতটেও ঐ লোভের বীজ ও অঙ্কুর ছিল। বুঝি বা স্বরূপের মত বিচক্ষণ দ্রষ্টা কেহ ছিল না, তাই ধরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পড়ে নাই। সুরধুনী তীরে লবণাব্ধি-তীরে নয়নের প্রবল প্রবাহ দ্বারে গুপ্ত লোভ ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে, চতুর ভক্তের প্রেম-তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

লোভটীর বীজ ও অঙ্কুর যে বহুদিন হইতেই প্রকাশশীল, পূর্ব্বাহ্নে তাহাই আমরা প্রতিপাদনের প্রয়াস পাইতেছি। আলোচনায় ক্রমশঃ প্রবলতর লোভের বিকাশ ধারা পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

চরিতার্থতায় লোভ বাড়ে। এই নীতি প্রাকৃত জীবজগতে যেরূপ সত্য, অপ্রাকৃত লীলা-রাজ্যেও বুঝি বা সেইরূপই সত্য। আমরা নরসিংহ অবতার হইতে লোভের ধারাটী খুঁজিব, গৌরসুন্দরের পরিণতি সন্ধানের আশায়।.

নরসিংহ বিগ্রহ দর্শন পাইলেই মহাপ্রভু আনন্দ-উচ্ছ্বলিত হইয়া উঠিতেন। হেমদণ্ড ভুজ তুলিয়া নৃত্য করিতেন আর শ্লোক পড়িতেন,—

উগ্রোঽপ্যনুগ্র এবায়ং স্বভক্তানাং নৃ-কেশরী।
কেশরীব স্ব পোতানামন্যেষামুগ্রবিক্রমঃ ॥

নৃ-কেশরী নরহরি একই কালে উগ্র ও অনুগ্র, ক্রোধোন্মত্ত মূর্ত্তিতে উদ্দণ্ড নৃত্য করিতেছিলেন নৃসিংহদেব। হিরণ্যকশিপু বধকালে তিনি রৌদ্র, বীভৎস ও ভয়ানক এই তিন রসের জীবন্ত প্রতিকৃতি হইয়াছেন। এই অবস্থায় চলিতেছে তাণ্ডব নৃত্য। পদমদভরে ধরণী কম্পমান, দেবতারা আসিয়াছেন শান্ত করিতে। স্তব, স্তুতি, নতি, প্রণতি সকলই ব্যর্থ হইতেছে। এ যে কালান্ত প্রলয়াগ্নি, নিভাইবে কে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেববৃন্দের বিশেষ অনুরোধে শ্রীমান প্রহ্লাদ গিয়া পাশে দাঁড়াইলেন। প্রহ্লাদের দর্শনেই নরহরির বাৎসল্য স্নেহ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল। প্রিয় সন্তান প্রহ্লাদকে পরম সমাদরে কোলের কাছে টানিয়া লইলেন। ভীষণা উগ্রমূর্ত্তি বাৎসল্য অনুরাগে রক্তিম হইয়া উঠিল।

স্নেহ করুণার পরম প্রশান্ত ভাব রৌদ্র-রসের উগ্রতা কিম্বা বীভৎস-রসের জুগুপ্সাকে ঢাকিয়া ফেলিতে পারিল না। পাশে থাকিয়াই অপূর্ব্ব চিত্তাকর্ষী শোভা বিস্তার করিল। নীলাকাশে সাদা মেঘের মত রৌদ্র-রসের পার্শ্বে বাৎসল্য-রস নিরতিশয় সৌন্দর্য্যময় হইয়া উঠিল। ঐ নিরুপম রসে বিমুগ্ধ হইয়াই মহাপ্রভু শ্রীনরহরিকে স্তব করিতেন একই কালে উগ্র ও অনুগ্র বলিয়া।

নরসিংহে পুত্রবাৎসল্য উদয়ের কথা বলিয়াছি। রসটী উদিত হইতেছে নরসিংহে। কিন্তু ভোগ হইতেছে প্রহ্লাদে। পিতৃবাৎসল্যের ভোক্তা পুত্রই। সিংহ শাবকটীর মত প্রহ্লাদ নরসিংহ ক্রোড়ে নিরুপম সুখানুভবে ভরপুর। প্রহ্লাদের আনন্দের অবধি নাই।

নিজ অঙ্কস্থিত প্রহ্লাদের আনন্দোজ্জ্বল বদন দেখিয়া নরসিংহের লোভের উদয় হইল। পিতৃমাতৃ অঙ্ক আরোহণে এতই আনন্দ। কোলে করা অপেক্ষা কোলে চড়ার অধিক সুখ। আমি সে সুখে বঞ্চিত। স্ফটিক স্তম্ভ হইতে ব্যক্ত না হইয়া যদি স্নেহময়ী জনক জননী অবলম্বনে প্রকাশিত হইতাম, তাহা হইলে প্রহ্লাদের মত কোলে চড়ায় আনন্দটা ভোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারিতাম। এই লোভের ফলে পরে পরে যতবার আসিতেছেন প্রত্যেক-বারেই সন্ধিনী-শক্তির মূর্ত্তি পিতৃ মাতৃ-ক্ষেত্র আশ্রয় করিয়াই আসিয়াছেন, স্নেহের পুতলী হইয়া স্নেহরস ভোগ করিতে।

প্রভু রামচন্দ্র আসিয়াছিলেন মুখ্যতঃ রাবণ বধ করিতে। এই প্রয়োজনকে বহিরঙ্গ মনে করিয়া আর একটী অন্তরঙ্গ কারণ অনুসন্ধান করা যায়। শ্রীমদ্ ভাগবত তাহা সঙ্কেত করিয়াছেন।

শ্রীবৈকুণ্ঠবিহারীর চিত্তে জাগিয়াছে যূযুৎসা। যুযুৎসা অর্থাৎ যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা। লড়াই করিবার ইচ্ছা জাগা বিচিত্র কিছু নয়। ষড়বিধ ঐশ্বর্য্য পূর্ণভাবে বিদ্যমান আছে তাহাতে। ঐশ্বর্য্য মধ্যে একটী হইতেছে বীর্য্যবত্তা, অপরিসীম বীর্য্যবত্তা তাহাতে আছে। সুতরাং যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা তাহাতে স্বাভাবিকী।

সকল ইচ্ছাই তাহাতে স্বাভাবিকী। যখন যেটীর বিলাস করিতে ইচ্ছা করেন, সেটি বিলসিত হয়। প্রকাশিত হওয়াই শক্তির বিলাস, শক্তি মাত্রেই প্রকাশের পথ খোঁজে। শক্তির বিলাসই আনন্দের উৎস। পালোয়ানের কুস্তি লড়িতে আনন্দ, না করিলেই শরীর গজ্ গজ্ করে। সুতরাং শক্তিমান শ্রীভগবানের যুযুৎসা আনন্দ আস্বাদনের জন্যই, আজ যুযুৎসার আনন্দ আস্বাদন করিবেন বৈকুণ্ঠের ঠাকুর শ্রীনারায়ণ, লালসা জাগিয়াছে।

লড়াই করিবেন কাহার সঙ্গে ইহাই চিন্তার বিষয়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমকক্ষ না হইলে লড়াইয়ে সুখোদয় হয় না, অসামঞ্জস্যের সমকক্ষ কোথায়? লীলাশক্তি যোগমায়া ভাবিত হইলেন। প্রভুর যুযুৎসার তৃপ্তি সাধন যে ভাবেই হউক যোগমায়াকেই করিতে হইবে। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী একটা বুদ্ধি আঁটিলেন। বৈকুণ্ঠের দুয়ারে দ্বারী ছিল জয় আর বিজয়, দুই মহাশক্তিশালী বীর। সালোক্য মুক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের সেবায় আছে।

সনকাদি মুনিগণ আসিয়াছেন নারায়ণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন। সামান্য কারণে দ্বারপালদের সঙ্গে মুনিদের ঝগড়া বাধিয়া গেল। শেষ পর্য্যন্ত শাপ শাপান্তে পর্য্যবসান। ঘটনাটা আপাত দুঃখকর। কিন্তু মূলে মায়াশক্তির ইচ্ছা অপরের হাতে নাই। ঐ অভিশাপের ফল স্বরূপ লঙ্কায় রাবণ কুম্ভকর্ণ। রাম রাবণের যুদ্ধে বহিরঙ্গ প্রয়োজন। "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" অন্তরঙ্গ প্রয়োজন যুযুৎসায় তৃপ্তি (এই সিদ্ধান্ত নরসিংহ সম্বন্ধেও করা চলে)। দুইটি প্রয়োজন সাধনে শ্রীরাম আসিয়াছেন। আনুসঙ্গিক কতিপয় রসের আস্বাদনও হইয়া গিয়াছে।

বিভীষণ সুগ্রীবাদি সখা সঙ্গে শ্রীরামের সখ্যরস আস্বাদিত হইয়াছে। শ্রীসীতাদেবীর সহিত মধুর রসের আস্বাদন হইয়াছে। এই সকল স্থলে রসের আস্বাদন হইলেও রস নির্য্যাস আস্বাদিত হয় নাই। কেন তাহাই বলিতেছি।

বিভীষণ সুগ্রীবাদি শ্রীরামের সখা বটে। কিন্তু রামচন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন করিতে কাহারও সাহস নাই। শ্রীচরণের ধূলি পাইলেই তাহারা কৃতার্থ হন। তাহারা সখা রামকে মুখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতে পারেন না। নিজেরা অধামৃত প্রসাদ পাইলেই পরম ভাগ্যোদয় হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।

প্রণয়-বিশ্রম্ভে অভিন্ন মননটী হইল সখ্যরসের প্রাণ। আমার নিজ চরণ আমার নিজ গাত্রেই অহরহ লাগিতেছে, তাহাতে কোন সঙ্কোচ বা উদ্বেগ বোধ হয় না। সেইরূপ কোন প্রীতির পাত্রের অঙ্গে চরণ লাগিলেও যদি চিত্ত সঙ্কোচহীন থাকে তাহার দেহ ও আমার দেহের অভিন্নতা মননে, তখন সখ্যমূর্ত্তি লাভ করে। সখ্যরসের গাঢ়তায় নির্য্যাস উঠে। বিভীষণাদির মিত্রতায় শ্রীরামের সখ্যরসের নির্য্যাস আস্বাদিত হয় নাই। অনাস্বাদিত আস্বাদনের লোভ জন্মিল। এই লোভের তৃপ্তি ব্রজবনে।

শ্রীসীতারামে মধুর রসের আস্বাদন হইয়াছে। কিন্তু তাহাতেও নির্য্যাস উঠে নাই। বিরহ মিলনে মধুর রস রসায়িত হয়। সীতারামে বিরহ মিলন অবশ্যই আছে; কিন্তু বিচিত্রতা পূর্ণ নহে। পূর্ব্বরাগ বিরহ, মান-বিরহ, প্রেমবৈচিত্র্য-বিরহ—এই সকল সীতা-প্রেমে অপরিস্ফুট। একমাত্র প্রবাস বিরহই সেখানে আছে। সীতা কখনও অভিসারিকা কলহান্তরিতা হন নাই। সুতরাং প্রাণকান্তকে রসনির্য্যাস ভোগ করাইতে পারেন নাই। তাই তো লোভের উৎপত্তি। তৃপ্তি দিতে ব্রজের বনে অনুসন্ধান।

অযোধ্যার অপূর্ণতার পূর্ত্তি বৃন্দাবনে। এই অপূর্ণতা আশ্রয় বিষয় উভয়নিষ্ঠ। সীতাদেবী স্বকীয়া নায়িকা। তাহাতে মিলন স্বাভাবিক, বিরহ অস্বাভাবিক। বিরহ-বেদনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাভাবিকভাবে স্বতঃ লাগিয়া থাকে না। কোন আগন্তুক উপায়ে উদ্ভাবন করিতে হয়। রাবণ কর্তৃক সীতার অপহরণ, প্রজারঞ্জনতা হেতু সীতার বনবাস প্রভৃতি যে সকল ঘটনা সীতারামের বিরহের জন্য দায়ী, সেগুলি ঘটনার সহজ প্রবাহে ঘটিতে চাহে না।

আগন্তুক ঘটনার দ্বারা ঘটান বিরহ এক জীবনে তুইবার চারিবার ঘটিতে পারে। লাগিয়াই থাকে না। বিরহের কান্নার সুর নিস্তব্ধতায় মিশিতে চায়। প্রিয়বিরহের ব্যথার অন্তঃস্থলে একটি নিবিড় সুখানুভূতি আছে। এই সুখ জীবনের প্রতি পদে প্রতি পলে লাগিয়া থাকিলে নিরুপম মাধুর্য্যের ভোগ হয়। এই মাধুর্য্যের লোভে ঘরের শক্তিকে পরের সাজাইয়া ভগবান ব্রজবিপিনে সমুদিত হন।

প্রীতিরসের নিবিড়তার পরিচয় ত্যাগে। প্রিয়কে পাইবার জন্য ত্যাগ যত গভীর, প্রিয়ের আস্বাদন তত প্রগাঢ়। সীতারাম-প্রীতি অতুলনীয়। রামের জন্য সীতা সকলই ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু একটি বস্তু পারেন না। সেটী হইল পাতিব্রত্য ধর্ম্ম, ঐটী ত্যাগ করিলে কেমন আস্বাদন হয়, তাহা সম্ভোগ করিবার লোভ আছে শ্রীরামচন্দ্রে। ব্রজের নিকুঞ্জে ঐ লোভের পরিতৃপ্তি।

ভালবাসায় কোন উপাধি বা হেতু থাকিলে তাহা গাঢ়তা প্রাপ্ত হয় না। সীতার প্রেম নির্দ্দোষ। কিন্তু একটী হেতু আছে। রামকে ভালবাসিলে সীতার ধর্ম্ম হয়, পুণ্য হয়, ইহকালে গৌরব ও পরকালে কল্যাণ হয়। সীতা কি তবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সকল কারণে শ্রীরামচন্দ্র অনুরক্তা ? হয় তো নয়, কিন্তু জানা যাইবে কি প্রকারে ? এমন কোন ভূমিকায় সীতারামকে লওয়া প্রয়োজন, যে স্থানে ঐ সকল হেতুগুলির অভাব। সেই ভূমিকায় বৃন্দাবনের ব্রজভূমি।

কেবলমাত্র রূপ দেখিয়া যে চিত্তের আকর্ষণ তাহাকে বলা হয় রূপোপাধি-প্রীতি, উহা পরম গাঢ়তায় পেঁাছিবে না। গুণ দেখিয়া যে প্রীতির আকর্ষণ তাহাকে বলে গুণোপাধি-প্রীতি, উহাও নিবিড়তার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে না। সম্বন্ধও তদ্রূপ প্রীতির একটি উপাধি। সম্বন্ধজা-প্রীতি নিবিড়তার চরমতম প্রান্তে উপস্থিত হইতে পারিবে না। সীতাতে রামেতে সম্বন্ধ আছে। সুতরাং প্রীতি সোপাধিক। সোপাধিক প্রীতিতেই এত সুখ, সম্বন্ধ-গন্ধহীন হইলে না জানি কতই মাধুর্য্যের খনি পাওয়া যাইত। নিরুপাধি প্রীতির মাধুর্য্যই রসের নির্য্যাস। ঐ নির্য্যাস-লোভেই রসিকশেখর ব্রজের পথে নাগরালি করেন।

শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে তুইটী বস্তু তত্ত্ব আছে। একটি রামত্ব, অপরটী পতিত্ব। সীতা কাহাকে ভালবাসেন ? রামকে না পতিকে ? যদি পতিকে ভালবাসেন তবে তাহা হৈতুকী ও সম্বন্ধোপাধিক। যদি রামকে ভালবাসেন তবে তাহা নির্দ্দোষ অহৈতুকী নিরুপাধি। সেই ভালবাসা আস্বাদনে শ্রীরামচন্দ্রের লোভ আছে। এই লোভের চরিতার্থতাতেই বৃন্দাবনবিহারী কাননচারী হন।

শ্রীভগবানের একটী নিয়ম আছে, যে তাঁহাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাহাকে সে ভাবে কৃতার্থ করেন। "যে যথামাং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম্।" তাঁহার হ্লাদিনী-শক্তিরও নিয়ম আছে যে, শ্রীভগবান যে যে রূপে যে যে ভাবে বিলাস করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার আনন্দশক্তিও সেই সেই স্বরূপে তৎ তৎ ভাবানুকূলে লীলা-সহায়িকা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পুরাণকার কহিয়াছেন—

"দেবত্বে দেবরূপাসৌ মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দেহানুরূপাং বৈ করোত্যেষাত্মন স্তনুম॥
রাঘবত্বে ভবেৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।"

যখন ভগবান দেবরূপে বিহার করেন তখন হ্লাদিনীশক্তি দেবীরূপে তাঁহার লীলার সহায়তা করেন। যখন মানুষরূপে বিহার করেন, তখন ঐ শক্তি মানুষী-রূপিনী হইয়া লীলার সহায়িকা হন। ঐ শক্তিই ক্ষত্রিয়বেশে ও ক্ষত্রিয়াবেশে বিহারকারী প্রভু রামচন্দ্র-লীলায় সহকারিণী শ্রীসীতারূপে বিরাজ করেন। শ্রীকৃষ্ণ যখন ক্ষত্রিয়বেশে ও আবেশে বিহারকারী হন, তখন ঐ শক্তি রুক্মিণীরূপে লীলা পুষ্টি করেন।

লুব্ধ শ্রীরাম ভাবিলেন, যদি পতিত্বকে বাদ দিয়া শুধু রামত্ব লইয়া আবির্ভূত হই, তাহা হইলে নিরুপাধি-প্রেমের সম্ভোগ হইতে পারে। শ্রীভগবান যখন পতিত্ব-প্রধান, হ্লাদিনীশক্তি তখন সতীত্ব-প্রধান হন। যখনই রাম পতি, তখনই হ্লাদিনী সতী। পতি-ভাবিনীর সতীত্বেই গৌরব।

ভগবান আজ পতিত্ব ত্যাগ করিয়া নাগর সাজিয়াছেন। শুধু রামত্ব লইয়া রমণ হইয়াছেন। রমণ হইতেছেন নিরতিশয় রসের বিলাসে। তখন হ্লাদিনীশক্তিও তাঁহাকে সুখ দিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতীত্ব ছাড়িয়া বিলাসিনী সাজিয়াছেন। প্রাণ-রমণকে সুখ দিতে রাধা হইয়াছেন। রসের লোভই সীতারামকে রাধা-রাধারমণ করিয়াছে।

ভোগ বাড়িলেই লোভ বাড়ে। সীতারামে ছিল বিধি অনুগত নীতি-সম্মত দাম্পত্য। শ্রীরাধারমণে হইয়াছে বিধিলঙ্ঘী নীতি মর্য্যাদাপ্লাবী অনির্ব্বচনীয় প্রিয়-প্রিয়া কান্তা-কান্তময় উদ্দাম ভাবোচ্ছ্বাস। রসবাসনা রসনির্য্যাসের লালসাই এই পরিণতির হেতু।

শ্রীরাধা-রাধারমণের নবতর লোভের প্রকারটি কিরূপ, নির্য্যাস আস্বাদনের পরে আবার তিন বাঞ্ছার মর্ম্মার্থ কি, তাহা আমরা ক্রমে অনুসন্ধান করিব। শ্রীস্বরূপের অমর অক্ষর "লোভাৎ" জয়যুক্ত হউক।

তিন বাঞ্ছা

তিন [গ]

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাবের হেতু নির্দ্ধারণে আমাদের প্রয়াস। এই পথে চলিতে শ্রীস্বরূপ-রঘুনাথের কৃপা-ধন্য কবিরাজ গোস্বামীপাদের পদাঙ্ক অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর দৃষ্টি-গোচর হয় না। তাহাই করিতে চেষ্টা পাইতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীগৌরের আবির্ভাবের হেতু প্রধানতঃ দুইটি। বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। ইহাদিগকে গৌণ মুখ্য ভেদে পুনরায় দুই ভাগ করা চলে। ইহাতে মোট চারিটি হেতু দাঁড়ায়। গৌণ বহিরঙ্গ, মুখ্য বহিরঙ্গ, গৌণ অন্তরঙ্গ, মুখ্য অন্তরঙ্গ।

গৌণ বহিরঙ্গ—যুগধর্ম্ম নাম সংকীর্ত্তন প্রচার।

মুখ্য বহিরঙ্গ—ব্রজপ্রেম দান।

গৌণ অন্তরঙ্গ—শ্রীঅদ্বৈতের কাতর প্রার্থনা।

মুখ্য অন্তরঙ্গ—শ্রীরাধামাধুর্য্যাস্বাদন—তিন বাঞ্ছা।

প্রয়োজনটি অন্যের বলিয়াই হেতুটি বহিরঙ্গ। নামদান ও প্রেমদান দুইই জীবের জন্য। নাম দানটি কলিযুগের যুগাবতারের যুগোচিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রেমদান কার্য্যটি কর্ত্তব্য নহে, তদপেক্ষা বেশী কিছু। ওটি পরম কৃপার অভিব্যক্তি।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে কত কলিযুগে কত যুগাবতার আসিয়া যুগধর্ম্ম নাম-কীর্ত্তন প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই হেতু, ওটি গৌণ। কার্য্যটি অংশ শক্তি দ্বারাই সম্ভব। কিন্তু প্রেমদান কার্য্যটি শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কাহারও দ্বারা সম্ভব হয় না। এই হেতু ওটি মুখ্য। এই কার্য্যটিতে শ্রীকৃষ্ণের করুণাময়ত্বের অভিব্যক্তি।

প্রেমদানের ইচ্ছাটি জাগিয়াছে কৃপা-শক্তির প্রেরণায়। প্রকট লীলার অবসানে, অপ্রকট লীলায়। কি জানি কেন একদা জগজ্জীবের প্রতি পরম কৃপা দৃষ্টিপাত করিয়া ভাবিলেন—জীব-নিবহ এত শান্তিহারা কেন? ঠিক করিলেন—শান্ত নহে বলিয়াই। অশান্তস্য কুতঃ সুখং। জীব শান্ত হয় না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেন ? অশান্ত চঞ্চল জগতে বাস করিয়া শান্ত হইবার উপায় কোথায় ?

একটি মাত্র উপায় আছে। একটি বর্ত্তুলাকার দ্রব্য দ্রুত ঘূর্ণিত হইলে তাহার সকল স্থান সমান বেগে ঘুরে না। পরিধির নিকটবর্ত্তী স্থান যত দ্রুত ঘুরে কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী স্থান তত দ্রুত ঘুরে না। পরিধিতে বেগ সর্ব্বাধিক। মধ্য কেন্দ্রে বেগ শূন্য, গতিহীন শান্ত।

যাঁতার পেষণে শস্যাদি চূর্ণ হয়। মধ্যবর্ত্তী দণ্ডটির আশপাশে কতিপয় শস্য অবিচূর্ণিত থাকে। তদ্রূপ বিশ্বের মধ্যবিন্দু শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করিলে অস্থির অশান্ত জীব সুস্থির সুশান্ত হইতে পারে। শান্ত হইলেই শান্তির আস্বাদন হইতে পারে।

শ্রীকৃষ্ণকে অবলম্বন করা ইচ্ছা করিলেই হয় না। তাঁহার শ্রীচরণের সঙ্গে নিজেকে সংলগ্ন করিয়া রাখিতে "ভক্তি" নামক একটি অপার্থিব বস্তুর প্রয়োজন হয়। ঐ বস্তুটি না হইলে জগজ্জীবের শান্তি লাভের আর কোন উপায় নাই।

"ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

স্থা ধাতুটির অর্থ গতি নিবৃত্তি। গতি শূন্য হইয়া শান্তভাবে থাকার নাম অবস্থান। ভক্তি ব্যতীত আর কোন উপায়েতেই জগজ্জীব জগৎ হইতে অব্যাহতি পাইয়া শান্তিপূর্ণ ভাবে অবস্থান করিতে পারে না।

জগজ্জীব ভক্তি বিমুখ। এজন্য জীবকে দায়ী করা চলে না। শ্রীকৃষ্ণ ভাবিলেন, তিনি নিজেই দায়ী। কারণ ভক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুটি তো আর চেষ্টা করিয়া অর্জ্জন করিতে পারা যায় না। তিনি কৃপা করিয়া দান করিলেই জীব উহা পাইতে পারে।

মনে করিলেন, চিরকাল প্রেমভক্তি দান করি নাই। করি নাই বলিয়াই জীবকুল পায় নাই। এবারে দান করিব। সংকল্প করিলেন। অপার করুণা-শক্তির বিলাসময় প্রেরণা বশতঃই এই সংকল্প জাগিল। শ্রীরূপ গোস্বামিজী তাই ঠিক কথাই বলিয়াছেন—"করুণয়া" অবতীর্ণ কলৌ।

পূর্ব্বে আর কখনও ভক্তিদান করি নাই কথাটী ঠিক হইল না। কোন একটী বিশেষ প্রকারের ভক্তি দান করা হয় নাই, ইহাই যথার্থ কথা। ভক্তি দ্বিবিধা। বৈধীভক্তি ও রাগ-ভক্তি। বৈধীভক্তি বিধিময়। রাগভক্তি ভাবময়। বৈধী-ভক্তির সন্ধান ইতঃপূর্ব্বে বহু অবতার আসিয়া দান করিয়া গিয়াছেন। রাগমার্গীয় ভক্তি দান হয় নাই। রাগভক্তির নামই প্রেমভক্তি।

প্রেমভক্তি বা ব্রজের ভক্তি দান করা হয় নাই। এই ভক্তির চারিটি জাতি—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। এই বস্তু কখনও অর্পিত হয় নাই। তাই অনর্পিত। সংকল্প করিলেন—"চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ত্রিভুবন।"

বিধিভক্তির প্রয়োজন মোক্ষানন্দ। রাগভক্তির প্রয়োজন কৃষ্ণ সেবানন্দ। এই ভক্তিকেই শ্রীরূপ "স্বভক্তি" বলিয়াছেন। 'স্ব' শব্দের অর্থ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি হইতেছেন বিষয় যে ভক্তির। অর্থাৎ ব্রজজাতীয় ভক্তি। এই ভক্তি ছাড়া জীব আর কোন উপায়ে চরম শান্তি লাভ করিতে পারে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্রোতজলে ভাসমান কোন বিপদাপন্ন ব্যক্তি যদি একখণ্ড কাষ্ঠ পায়, সে তাহা ধরে। তাহাতে খানিকটা বিশ্রাম পায়। কিন্তু তাহাই তাহাকে তীরে নিরাপদ স্থানে লইয়া যাইতে পারে না। কেননা সেও ভাসমান, কাষ্ঠখণ্ডও ভাসমান। এক ভাসমান অপর ভাসমানকে কূলে পৌঁছাইবে কিরূপে? এই হেতু জাগতিক কোন বস্তুই জীবের পরম আশ্রয়-ভূমি হইতে পারে না।

যদি ঐ বিপদাপন্ন ব্যক্তি তীর হইতে কোন কৃপাবান ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক ভাসমান রজ্জু পায়, যাহার অপর প্রান্ত তীরস্থ কোন সুদৃঢ় বস্তুর সঙ্গে সংলগ্ন, তাহা হইলে সে তাহা ধরিয়া সত্বর তীরে আসিতে পারে।

ভক্তি বস্তুটি নিত্যকাল শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণের সঙ্গে দৃঢ় সংলগ্ন সুতরাং ভক্তি-রজ্জুটির একপ্রান্ত প্রাকৃত জগতের পরপারে অপ্রাকৃত রাজ্যে শ্রীগোবিন্দের পদে প্রতিষ্ঠিত। তিনি যদি কৃপা করিয়া রজ্জুটির অপর প্রান্ত মজ্জমান জীবের হাতে ছুড়িয়া দেন, তবেই তাহা ধরিয়া জীব অনায়াসে শান্তিময় ভূমিতে পৌঁছিতে পারে।

ঐ রজ্জুখানি ছুড়িয়া জীবের হাতে দেওয়া কার্য্যটি একমাত্র তাঁরই। অন্য কাহারও অধিকার নাই। এবার তিনি ওটি দিবেন এইমত সংকল্প করিয়াছেন। নাম দানটি যুগের কাজ, বার্ষিক কর্ত্তব্য। প্রেমদানটি বিশেষ কাজ, করুণা সম্পুটিত। দুই মিলিয়া নাম-প্রেমের মালা হইবে, জীবের কণ্ঠে দুলিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মালায় মাধুর্য্য হইবে নবতর। সে মাধুর্য্য ক্রমে ভোগ করিব।

বৈধীভক্তি দান করিতে হইলে অংশ শক্তি দ্বারাই কাজ চলিত। স্ব-ভক্তি—প্রেমভক্তি দিতে হইলে তিনি আসা ছাড়া আর কোন বিকল্প নাই। "আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজ-প্রেম দিতে।" সংকল্পকে রূপ দিতে হইলে স্বয়ংএর অবতরণ ছাড়া আর পথ নাই।

বৈধীভক্তি আচরণ-মূলক। ব্রজভক্তি হৃদয়ের ভাব-মূলক। আচরণ শিক্ষা দেওয়া সহজ, উপদেশ দিলেই চলে। ভাব শিক্ষা দেওয়া কঠিন। কথায় হয় না। ভাব বস্তুটির একটি ছোঁয়াচে স্বভাব আছে। কাহারও হৃদয়ে ভাবের উদয় হইলে তৎসান্নিধ্যে সংস্পর্শে দৃষ্টান্তে উহা অন্যে সংক্রমিত হইতে পারে। সুতরাং ভাবভক্তি যখন দিতে সংকল্প করিয়াছেন, তখন শুধু উপদেশে চলিবে না—আপনাকে আচরণ করিয়া বিতরণ করিতে হইবে। গীতায় নিজেই বলিয়াছেন—

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ তত্তদেবেতরো জনঃ।"

কথাটি ভাগবতেও আছে। বিষ্ণুদূত যমকে বলিয়াছেন—শ্রেষ্ঠের আচরণ ইতরে অনুসরণ করে। (৬।২।৪)

একটি জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে হইবে। শ্রীলীলাশুকের উক্তি আছে—"কৃষ্ণাদন্য কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি।" কৃষ্ণ ছাড়া প্রেমদাতা আর কে আছে? কেহই নাই! ভালকথা। শ্রীকৃষ্ণই যদি প্রেমদাতা, তাহা হইলে আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌরের আসা কেন? দানটা তো বৃন্দাবনেই মিটাইতে পারিতেন—নদীয়ায় আনাগোনা কেন?

শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন, ভক্তের ভক্তির বিষয়। ভক্ত হইতেছে ভক্তির আশ্রয়। শ্রীকৃষ্ণে বিষয় জাতীয় ভক্তি আছে। আশ্রয় জাতীয় ভক্তি নাই। বিষয় জাতীয় ভক্তিতে জাতিভেদ নাই। সুতরাং বৈচিত্র্যের অভাব। ব্রজভক্তির প্রধানতঃ চারিটি জাতি—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। এই জাতিভেদ বশতঃই ভক্তির নানা বিচিত্রতাময় মধুরিমা। এই ভেদ সকল আছে ভক্তির আশ্রয়াবলম্বনে—ভক্তে। বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণে আছে সামান্য জাতীয় ভক্তি। উহা ভাবময় ভক্তের সন্নিধানে তদনুকূল ভাবে অভিব্যক্ত হয়।

শ্রীনন্দ মহারাজের কোলে বালগোপাল বাৎসল্য রসময়। যেইমাত্র মেঘাড়ম্বর দেখিয়া "রাধে গৃহং প্রাপয়" বলিয়া তাঁর ক্রোড়ে অর্পিত হইল অমনি শৃঙ্গার রসরাজ হইয়া "যমুনা কূলে রহ কেলয়ঃ" আরম্ভ হইয়া গেল। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেম বস্তুটি আছে তাহা নন্দরাজ সন্নিধানে বাৎসল্যের রূপ ধরে—শ্রীমতীর সন্নিধানে মধুর রসে পরিণত হয়।

অতএব শ্রীকৃষ্ণে যে প্রেমবস্তু আছে, তাহা নির্ব্বিশেষ। দাস্য সখ্যাদি কোন বিশেষণে বিশেষিত নহে। যাহা আছে তাহা ছাড়া অন্য বস্তু দিবেন কোথা হইতে? তিনি নির্ব্বিশেষ প্রেমভক্তি ছাড়া অন্য কিছুরই দাতা হইতে পারেন না। সুতরাং ভক্তের ভাব অঙ্গীকার না করিলে "চারিভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু" এই সংকল্প রক্ষা অচল হইয়া পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকন্তু, শ্রীকৃষ্ণে ভক্তোচিত আচরণ নাই। প্রেমিক ভক্তের সর্ব্ববিধ আচরণের প্রাণ হইল—কৃষ্ণ তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণা শ্রীকৃষ্ণে নাই। সুতরাং ভজনহীনের শিষ্য করার মত, আচরণ-হীনের দানে গৌরব নাই, রসের পুষ্টিও নাই। এই সব বুঝিয়া শুনিয়াই মন স্থির করিয়াছেন—

"আপনি করিমু ভক্তভাব অঙ্গীকারে।"

ব্রজের "প্রেমদ" আর নদীয়ার "প্রেমদাতা"য় পার্থক্য আছে। এক্ষণে কোন্ ভক্তের ভাব অঙ্গীকার করিবেন, তাহা বিবেচ্য। হৃদয়ে ভক্তি থাকিলেই ভক্তভাব থাকে। ধ্রুব প্রহ্লাদ, নারদ উদ্ধব প্রভৃতি সংসারে যত যত ভক্ত আছেন সকলেরই হৃদয়ে ভক্তভাব আছে। কিন্তু ইহাদের সকলের ভক্তিই প্রাপ্ত সম্পদ—পাওয়া-বস্তু। প্রত্যেকেই গুরু-কৃপায় ভক্তি লাভ করে। গুরুরও গুরু আছে,তারও গুরু আছে। গুরু-ধারায় যতদূর যাইবে, দেখিবে ভক্তি সকলেরই করুণা-লব্ধ সম্পত্তি।

একটি শেষ গুরু কি পাওয়া যাইবে না? একটি চরম ভূমি না পাইলে যে অনবস্থা দোষ থাকিয়া যাইবে। চরম গুরু অনুসন্ধানে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সর্ব্বেষামপি গুরু কালেনাব-চ্ছেদাৎ" "তত্র নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞত্ব বীজম্" একটি চরম গুরু আছেই যিনি সকলের আদি গুরু, যাহাতে নিরতিশয় জ্ঞান-ভাণ্ডার রহিয়াছে।

গঙ্গোত্তরী যেমন গঙ্গার জন্ম ভূমি, সেইরূপ ভক্তি-মন্দাকিনীরও একটি চরমতম উৎস ভূমি আছে। ভক্তি বস্তুটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে হ্লাদিনীশক্তির একটি বৃত্তি। সুতরাং তাহার উত্তরণ ভূমি হইল হ্লাদিনীশক্তির মহাভাণ্ডার। এই হ্লাদিনী-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ হইতেছেন—শ্রীরাধা। অতএব ইনিই প্রেম-ভক্তির পরম ভাণ্ডারী। অঙ্গীকার করিতে হইলে ইঁহার ভাব অঙ্গীকার করাই বিধেয়। লুটিত ভাণ্ডার।

পরের দ্রব্য নিজের বলিয়া দাবী করিতে হইলে নানা প্রকারে উহা করা যায়। দুর্ব্বল ব্যক্তি মালিকের নিকট ভিক্ষা করিয়া লয়। সবল ব্যক্তি জোর পূর্ব্বক লয়। চতুর কৌশলী ব্যক্তি চুরি করিয়া লয়। ইনি কিরূপ করিয়াছেন? শ্রীরূপ গোস্বামী খবর দিয়াছেন—"কুতুকী রসস্তোমং হৃত্বা" কৌতুকী ভগবান রসের ভাণ্ড চুরি করিয়া আনিয়াছেন।

"সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।"

শ্রীহরি—শ্রীকৃষ্ণ। "শ্রী-হরি শ্রীরাধার :শ্রী-কে হরি" হরণ করিয়া, গৌর হইয়া বাঞ্ছা মিটাইলেন। ব্রজের ঘরে ঘরে নবনী চুরি, বসন চুরি প্রভৃতি ছোট ছোট চুরি করিয়া হাত পাকাইয়া এবার বড় চুরি করিলেন। দান করিবার জন্য চুরি। "তোমার কৃপা তোমায় করায় নিন্দ্য কর্ম্ম।" চৌর দাতা !!

এই গৌর চৌর অন্য যুগে না আসিয়া কলিযুগেই আসিলেন কেন। অন্যস্থানে না আসিয়া "গৌড়োদয়ে" আসিলেন কেন? অন্য সময়ে না আসিয়া ঠিক এই সময়েই কেন?

এই সকল প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর—"ভক্তের ইচ্ছায় কৃষ্ণের সর্ব্ব অবতার।"

নিজ নিত্যপ্রিয় পরিকরের আহ্বান ছাড়া তিনি কুত্রাপি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানব নেত্রের গোচরীভূত হন না। একজন ব্যক্তির ব্যাকুল আর্ত্তিতে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া দর্শন দেন। সর্ব্বজনের দর্শনের পথে উপস্থিত হন না সহজে, সামান্য কারণে।

সকল ভক্তের ব্যথা সকল জীবের হৃদয়ের বেদনা যদি কোন একজনে মূর্ত্তি লাভ করে, তবে তাঁহার কাতর প্রার্থনায় সকলের জন্য আসিতে পারেন। নিত্য অন্তরঙ্গ পার্ষদ ছাড়া এরূপ ভাবে বিরাট সহানুভূতি সম্পন্ন হৃদয় লইয়া সকলের ব্যথা অনুভব করা সম্ভব নয়। এইরূপ এক বিরাট ব্যক্তিত্ব জন্মিয়াছিল শ্রীহট্ট জেলায় লাউরিয়া পরগণায়। বাস করিতেন গৌড়দেশে গঙ্গাকূলে। কলিহত সকল জীবের বেদনাকে তিনি আপনার মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। ব্যক্তিটির নাম শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

জীবের জন্য শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর অন্তর কাঁদিয়াছে। তিনি শ্রীকৃষ্ণকে মর জগতে আনাইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

"করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব নয়ন গোচর।
তবে সে অদ্বৈত নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর॥"

শ্রীকৃষ্ণকে সবাইকে দেখাইতে না পারিলে আমার নাম ব্যর্থ—এইমত অভিনব অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা কেহ কুত্রাপি শুনে নাই। শ্রীগৌরসুন্দরের আগমনের কারণ সকল হয়ত অনেক-দিন যাবত বিদ্যমান আছে। কিন্তু অন্তরঙ্গ পার্ষদ যোগমায়া শক্তি শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্রের কাতর আহ্বান না আসা পর্য্যন্ত অবতরণ করিবার তাঁহার সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইতে পারে নাই।

"তাঁহার পিরীতে, আইলা তুড়িতে,
উদয় নদীয়া মাঝ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ-লীলাতেও দেখা গিয়াছে। আগমনের হেতু সকল রহিয়াছে তবুও আসিতেছেন না। ব্রহ্মাদি দেবগণের আবেদন ও প্রার্থনাই দৃঢ় সংকল্পের কারণ হয়। অন্তর্দ্ধানের কালেও ঐরূপ। ব্রহ্মাদি দেবগণ দ্বারকায় গিয়া অন্তর্দ্ধানের কথা নিবেদন করিলে অন্তর্দ্ধানের সংকল্প করেন। গৌরসুন্দরের অন্তর্দ্ধান কালেও সীতানাথের প্রহেলিকাপূর্ণ তরজা হেতু-স্বরূপ হইয়াছিল।

হিরণ্যকশিপুর প্রবল অত্যাচার চলিতেছে। দেবতাগণ শ্রীহরির চরণে আবির্ভাবের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। শ্রীহরি প্রার্থনা শুনিয়াছেন। কিন্তু আসিবার সঙ্কল্প করেন নাই। বলিয়াছেন—

প্রহ্লাদায় যদা দ্রুহ্যেৎ হনিষ্যেঽপি বরোর্জিতং (৭।৪।২৮)

হে দেবগণ তোমরা অত্যাচারে জর্জ্জরিত। সে কথা জানিলাম। তথাপি চিত্তে আমার আবির্ভাবের সংকল্প জাগিতেছে না। যখন অসুররাজের অত্যাচারে আমার প্রিয়তম ভক্ত প্রহ্লাদ আর্ত্তস্বরে আবেদন করিবে তখন আবির্ভূত হইয়া তাহার শত্রু বিনাশ করিব। হউক না সে ব্রহ্মার বলে বলীয়ান, ভক্ত দ্রোহী যে, সে আমার হাতে নিষ্কৃতি পাবে না।

সুতরাং প্রিয় পার্ষদের প্রার্থনা আগমনের পক্ষে অপরিহার্য্য হেতু। তাঁহার আগমনটি বহিরঙ্গাশক্তি জীবের জন্য বটে, কিন্তু জীবের দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে অদ্বৈতপ্রভুর মাধ্যমে। সীতানাথ অন্তরঙ্গা-শক্তির প্রকাশ, ইনি জীব ও কৃষ্ণের মধ্যবর্ত্তী গুরুতত্ত্ব—প্রেমমঞ্জরী। তাঁহারই কাতর ক্রন্দনে গৌর ভূমিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামিয়া আসেন। ইহার মধ্যে অন্তরঙ্গা-শক্তির বিলাস আছে অনুভব করিয়া এই অপরিহার্য্য হেতুটিকে অন্তরঙ্গার অন্তর্গত করা হইল। দৃষ্টি কোণ বদলাইয়া কেহ অন্যবিধ পরিভাষা করিলেও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

অতঃপর মুখ্য অন্তরঙ্গ প্রয়োজনটি আলোচনীয়। এই নিগূঢ়তম রহস্য-রত্নটির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জহুরী শ্রীল স্বরূপদামোদর মহাশয়। কড়চার একটি শ্লোক রসের সিদ্ধান্ত-সমুদ্রে মহামহীয়ান আলোকস্তম্ভ। স্বরূপ কেমন করিয়া এত গুপ্ততম তথ্য জানিলেন, তাহার উত্তর দিয়াছেন শ্রীকবিরাজ গোস্বামী।

"স্বরূপ গোসাঞি প্রভুর অতি অন্তরঙ্গ।
তাহাতে জানেন প্রভুর এসব প্রসঙ্গ॥"

স্বরূপ অতি অন্তরঙ্গ নিত্যসিদ্ধা সখী ললিতা। তাঁহার বাস যোগপীঠস্থ পদ্মদলে। রসরাজ রহিয়াছেন কর্ণিকারে। উপদলস্থ গুরুমঞ্জরীর পার্শ্বে রহিয়া আমরা রসিকশেখরের লোভের প্রকারটি ভোগ করিব।

—————

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন বাঞ্ছায় প্রথম বাঞ্ছা

চার [ক]

"শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়-মহিমা কীদৃশঃ"—শ্রীরাধার প্রণয়ের মহিমা কি প্রকার? শ্রীল স্বরূপদামোদরের ভাষায় ইহাই প্রথম বাঞ্ছার রূপ। প্রত্যেকটি বাঞ্ছার সঙ্গেই "ইতি লোভাৎ" পদের সম্বন্ধ। —এই লোভ বশতঃ।

প্রথমেই "শ্রীরাধা" পদটী আছে। দ্বিতীয় বাঞ্ছার মধ্যে শ্রীরাধা শব্দটি "অনয়া" এই তৃতীয়ান্ত সর্ব্বনাম রূপে আছে। তৃতীয় বাঞ্ছার মধ্যে শ্রীরাধা কথাটি "অস্যাঃ" এই ষষ্ঠ্যন্ত সর্ব্বনাম রূপে আছে। তিনটি বাঞ্ছাই শ্রীরাধাকে অবলম্বন করিয়া।

সুতরাং শ্রীরাধার তত্ত্বটি পূর্ব্বাহ্নে অনুভব করা প্রয়োজন। লোভের বিশেষত্ব আস্বাদন করিতে হইলে শ্রীরাধা তত্ত্বটির আলোচনা অপরিহার্য্য। শ্রীস্বরূপদামোদর মহাশয়ও তাহাই করিয়াছেন। "ইতি লোভাৎ" শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীরাধার তত্ত্ব পরিচয় কহিয়াছেন। সেই পদ-চিহ্নই অনুসর্ত্তব্য।

শ্রীস্বরূপদামোদরের মধুর অক্ষরে শ্রীরাধার পরিচয়—"রাধা-কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতিঃ হ্লাদিনীশক্তি" শ্রীরাধার দুইটি পরিচয় দিয়াছেন—"কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি" ও "হ্লাদিনীশক্তি।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ শ্রীরাধার পরিচয় বাক্যটিকে পয়ারে অনুবাদ করিয়াছেন—

"রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী নাম যাঁহার॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বরূপশক্তি কথাটি দ্বারা সাধারণ পরিচয় দিয়াছেন,—কৃষ্ণের প্রণয়-বিকৃতি কথাটি দ্বারা বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। হ্লাদিনী কথাটি দ্বারা সার্থক নাম বা সংজ্ঞাটি জানাইয়াছেন।

স্বরূপশক্তি কথাটির দুইটি অর্থ। স্বরূপশ্চাসৌ শক্তিশ্চেতি—যেই স্বরূপ সেই শক্তি—যে শক্তি স্বরূপ হইতে অভিন্না তাহাই স্বরূপশক্তি। যে শক্তি স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতা প্রাপ্ত তাহাই স্বরূপশক্তি। শক্তি আর শক্তিমানে ভেদ নাই। যেমন অগ্নি আর দাহিকা শক্তি একই বস্তু। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি শ্রীরাধা—এই কথাতেই বুঝিতে হইবে যে শ্রীরাধা আর শ্রীকৃষ্ণ একই বস্তু।

স্বরূপশক্তি পদটির দ্বিতীয় অর্থ বলা যাইতেছে। স্বরূপ হইতে আবির্ভূতা শক্তি স্বরূপশক্তি। ইনি স্বরূপ হইতে পৃথক রূপে প্রকটিভূতা। ইনি মূর্ত্তিমতী শক্তি, আনন্দঘন-বিগ্রহ-বিশিষ্টা। শক্তি রূপে ইনি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্না। শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে ইনি শক্তিমান হইতে ভিন্না।

যিনি স্বরূপগতা শক্তি তিনি আবার পৃথক্ মূর্ত্তিবিশিষ্টা কিরূপে হইতে পারেন শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ভগবৎ সন্দর্ভ গ্রন্থে তাহা বিশদ করিয়াছেন।

> "তত্র তাসাং কেবল শক্তিমাত্রত্বেন অমূর্ত্তানাং ভগবদ্ বিগ্রহাৎ ঐকাত্ম্যেন স্থিতিঃ। অধিষ্ঠাত্রী-রূপত্বেন মূর্ত্তানান্তু তদাবরণ তয়োতি দ্বিরূপত্বমিতি"

শক্তি কখনও অমূর্ত্ত কখনও মূর্ত্ত। অমূর্ত্ত রূপে শক্তির স্থিতি শক্তিমানের সঙ্গে একাত্মভাবে। আর মূর্ত্তরূপে শক্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতি শক্তিমানের আবরণ রূপে বা অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে। শ্রীরাধা অমূর্ত্তরূপে অনাদিকাল শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে একাত্মা হইয়াই আছেন। মূর্ত্তরূপে তিনি বৃষভানুকুমারী স্বরূপে চির বিরাজমানা।

স্বরূপশক্তিকে কখনও চিচ্ছক্তিও বলা হয়। চিচ্ছক্তি ত্রিরূপাত্মিকা। "একই চিচ্ছক্তি তার ধরে তিন রূপ।" শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ সচ্চিদানন্দ-ঘন। সৎ, চিৎ ও আনন্দ চিচ্ছক্তির এই তিনটি অভিব্যক্তি। এই তিনটি অভিব্যক্তির মূলে তিনটি শক্তি—সন্ধিনী, সংবিৎ ও হ্লাদিনী।

তিনি নিজে সত্তাস্বরূপ হইয়াও, যদ্বারা নিজ সত্তা ধারণ করেন ও জীব-জগৎকে নিজ সত্তা ধারণ করান—সেই শক্তির নাম সন্ধিনীশক্তি। সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম শুদ্ধ সত্ত্ব। এই শুদ্ধ সত্ত্ব অমূর্ত্তরূপে শ্রীকৃষ্ণ সত্তার বিশ্রাম স্থল। মূর্ত্তরূপে বসুদেব দেবকী, নন্দ যশোমতী, শয্যাদি ভোজ্যাদি।

"মাতা পিতা স্থান গৃহ শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার ॥"

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ। যদ্বারা তিনি আপনি আপনাকে জানেন ও ভক্তসাধকগণকে জানান সেই শক্তির নাম সংবিৎশক্তি। "কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান" এই উপাসকনিষ্ঠ জ্ঞান সংবিৎশক্তির সারকার্য্য। আত্মবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যা এই শক্তিরই পরিবার। কেনোপনিষদের উমা হৈমবতী, চণ্ডীর মহাসরস্বতী এই সংবিৎশক্তিরই প্রকাশ মূর্ত্তি।

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই পরানন্দ স্বরূপ। যে শক্তি দ্বারে তিনি নিজ স্বরূপানন্দ অনুভব করেন ও প্রিয় ভক্তগণকে করান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই শক্তির নাম হ্লাদিনীশক্তি। এই শক্তিত্রয় মধ্যে সন্ধিনী হইতে সংবিদের গুণের উৎকর্ষ এবং সংবিৎ হইতে হ্লাদিনীর গুণের উৎকর্ষ।

ব্যাপ্য ব্যাপক ভাবেও হ্লাদিনীর উৎকর্ষতা। জ্ঞানের মধ্যেই সত্তা। চেতনা থাকিলে সত্তা থাকিবেই। অচেতন সত্তা হয়, কিন্তু অসৎ জ্ঞান হয় না। তদ্রূপ জ্ঞান আছে আনন্দ নাই, এইরূপ সত্তার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আনন্দ আছে জ্ঞান নাই এরূপ কখনও হয় না। হ্লাদিনীর মধ্যে সংবিৎ ও সন্ধিনী শক্তি লুকাইয়া আছে। অতএব হ্লাদিনীর ব্যাপকতা সর্ব্বাধিক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি হ্লাদিনীশক্তি তাদাত্ম্য রূপে অবস্থান করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বরূপের আনন্দ আস্বাদন বিশিষ্ট করেন। আর, স্বরূপ হইতে আবির্ভূতা হইয়া মূর্ত্তিমতী ভানুনন্দিনী রূপে ইনি শ্যামসুন্দরকে রসময় লীলা বিশেষ দ্বারা তাঁহার নিজ রস-মধুরিমা আস্বাদন করান। "কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধু পানে।"

শ্রীরাধার মূর্ত্তিখানি মহাভাবের ঘনীভূত প্রতিমা। এই কথাটি বলিবার জন্যই "কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি" পরিচয়টি দিয়াছেন। প্রণয় অর্থ প্রেম, বিকৃতি অর্থ চরম পরিণতি বা পরিপাক। দধি, ছানা, ঘৃত, নবনী সকলই দুগ্ধের বিকার বা পরিণতি। তন্মধ্যে ঘৃতই যেমন চরম পরিণতি, তদ্রূপ। প্রেমের চরম পরিণতি মহাভাব।

"প্রেমবৃদ্ধি ক্রমে নাম স্নেহ মান প্রণয়।
রাগ অনুরাগ ভাব মহাভাব হয়॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ্লাদিনীর সারাংশ প্রেম। প্রেমের চরম পরিপাক মহাভাব। শ্রীরাধার মূর্ত্তিখানি সেই মহাভাবের গাঢ় ঘনীভূত অবস্থা।

এস্থলে একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, কৃষ্ণ-প্রেম-বিকৃতি এইরূপ না বলিয়া কৃষ্ণ-প্রণয়-বিকৃতি এইরূপ বলিলেন কেন? প্রেম না বলিয়া প্রণয় বলিবার পক্ষে নিশ্চয়ই কোন হেতু আছে? অবশ্যই আছে।

শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের প্রীতি-প্রকরণে "প্রণয়" বস্তুটি গাঢ়তায় পঞ্চম কক্ষায় স্থিত। রতি—প্রেম—স্নেহ—মান—প্রণয়। এই ক্রমে গাঢ়তর পর্য্যায়। প্রণয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন শ্রীরূপ গোস্বামী—"মানঃ দধানঃ বিশ্রম্ভং প্রণয়ঃ প্রোচ্যতে বধৈঃ।" মান যদি বিশ্রম্ভ ধারণ করে, পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রণয় সংজ্ঞা দিয়া থাকেন।

"বিশ্রম্ভ" কথাটি পারিভাষিক। লোচন রোচনীতে শ্রীজীবপাদ পরিভাষাটির তাৎপর্য্য কহিয়াছেন— "বিশ্রম্ভঃ প্রিয়জনেন তস্য অভেদমননং"—নিজ প্রিয়জনের সহিত অভেদ মননের নাম বিশ্রম্ভ, শ্রীচক্রবর্ত্তীপাদ বলেন—"স্ব প্রাণ মনোদেহ বুদ্ধিপরিচ্ছদাদিভিঃ কান্ত প্রাণমনোবুদ্ধ্যাদেঃ ঐক্যভাবনা জন্যং অভেদমননং।" নিজ প্রাণ মন বুদ্ধি দেহ ও পরিচ্ছদাদির সহিত নিজ কান্তের ঐ ঐ বস্তুর একত্ব ভাবনার জন্য একপ্রকার অভেদ মনন হইয়া থাকে।

এই অভেদ মনন বা ঐক্যানুভূতি কথাই শ্রীল রামরায়ের কণ্ঠে উক্ত হইয়াছে—"ন সো রমণ ন হাম রমণী। দুহু মন মনোভব পেষল জানি॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনোভব পদে মাদনাখ্য মহাভাব। এই মহাভাব কর্ত্তা হইয়া সো—তিনি, হাম—আমি, রমণ, রমণী, দুই জনের মন, সব পিষিয়া এক করিয়া দিয়াছে। এই একত্বেরই ব্যঞ্জনা প্রণয়-বিকৃতি শব্দের মধ্যে লুক্কাইত আছে।

শক্তি ও শক্তিমানের অভিন্নতা স্মরণ করাইবার জন্য "হ্লাদিনী শক্তি" এই পরিচয়টি দিয়াছেন। পুনঃ ভাববিগ্রহ ও রসবিগ্রহের অভেদত্ব বিজ্ঞাপনের জন্য "প্রণয়-বিকৃতি" শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন।

নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ একটী ব্যক্তি, ভানুনন্দিনী শ্রীরাধা অপর একটি ব্যক্তি। (এস্থলে মূর্ত্তি অর্থে ব্যক্তি শব্দ প্রয়োগ করিতেছি)। ইহারা যখন দুইজন ব্যক্তি তখন নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে, তাহাই নিরাস করিতেছেন—দুইটি পরিচয় দিয়া। রাধা কৃষ্ণ দুই ব্যক্তি বটেন কিন্তু ভিন্ন নহেন। তাঁহাদের মধ্যে শক্তিগত ও ভাবগত অভিন্নতা রহিয়াছে।

যদি অভিন্নই, তাহা হইলে আর দুই ব্যক্তি বলিবার সার্থকতা কি? সার্থকতা আছে। তাঁহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াই "দুই" বলা হইয়াছে। অভিন্নতা যেমন দুই প্রকারে, ভিন্নতাও সেইরূপ দুই প্রকারে—দেহগত ও আলম্বন-গত।

দুই জনের দুই দেহ (দেহ ভেদৌ গতৌ তৌ) এই এক বিশেষ ভেদ। অপর ভেদ, আলম্বনগত। রসের আস্বাদনে দুইটি আলম্বন—আশ্রয়ালম্বন ও বিষয়ালম্বন। যিনি প্রীতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন তিনি রসের আশ্রয়ালম্বন। যাঁহাকে প্রীতি করেন তিনি বিষয়ালম্বন। ভক্ত প্রীতির আশ্রয়, ভগবান প্রীতির বিষয়। মধুর রসে গোপীকা প্রীতির আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়। মাদনাখ্য মহাভাবে শ্রীরাধা আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ বিষয়।

শ্রীরাধাকৃষ্ণে শক্তিগত ও ভাবগত অভিন্নতা, দেহগত ও আলম্বনগত ভিন্নতা। ভেদটুকু যেন অভেদের পক্ষে সহনীয় নয়। নদী ও সাগরে যেমন আধারগত ভিন্নতা, আধেয়গত অভিন্নতা। জলাংশে দুই-ই এক। কিন্তু নদীর দুইটা তীর তাহাকে সাগর হইতে পৃথক করে। নদী কেবল তীর দুইটাকে ভাঙ্গিয়া, অথবা দুই তীরে জলের প্লাবন ডাকিয়া, অথবা ছুটিয়া গিয়া সাগরের সঙ্গে এক হইয়া যাইতে চায়। অভেদত্ব যেন তীর দ্বয়ের ভেদকতা সহ্য করিতে পারে না।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের যে অভিন্নতা তাহা যেন দেহগত ও আলম্বনগত তীরদ্বয়ের ভেদকতা সহ্য করিতে চায় না। ভেদকে মুছিয়া ফেলিয়া জয় লাভ করিতে অভেদের যেন প্রবল প্রচেষ্টা। ইহার দৃষ্টান্ত দেখুন, গোপালচম্পূ গ্রন্থে শ্রীজীবপাদের আস্বাদন—

আসনে উপবিষ্ট শ্রীরাধাশ্যামকে দর্শন করিয়া মধুকণ্ঠ কহিতেছেন—"ইমৌ গৌরীশ্যামৌ মনসি বিপরীতৌ বহিরপি।" বাহিরে যিনি গৌরী, তাঁহার ভিতরে শ্যাম। বাহিরে যিনি শ্যাম, তাঁহার ভিতরে গৌরী অনুপ্রবিষ্ট। যদি বলেন, ভিতরের কথা জানিলেন কি প্রকারে? বুধজনেরা বস্ত্রের বর্ণ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারেন।

"স্ফুরত্তত্তৎ বস্ত্রাবিতি বুধজনৈ র্নিশ্চিতমিদম্"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্যামসুন্দরের অঙ্গে পীতবাস, ইহাতে বুঝা যায় তাঁর ভিতরে গৌরাঙ্গী আছেন। শ্রীরাধার অঙ্গ আবরণ করিয়া আছে নীল বসন, ইহাতে বুঝা যায় তাঁহার ভিতরে নীলমণি আছেন। —"কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ যাঁর ভিতরে বাহিরে।"

শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ আস্বাদন করিয়াছেন—শৃঙ্গার-রস-রূপী নিপুণ শিল্পী (শৃঙ্গার কারু কৃতী) শ্রীরাধা কৃষ্ণের চিত্তরূপ জতুকে (চিত্ত জতুনী) প্রেমে দ্রবীভূত করিয়া ভেদ দূর করতঃ (নির্ধূতভেদ ভ্রমং) চিত্রিত করিবার জন্য প্রচুর নবানুরাগ রূপ হিঙ্গুল দ্বারা (নবানুরাগ হিঙ্গুল ভরৈঃ) তাহাকে অনুরঞ্জিত করিয়াছেন।

শ্রীরূপের বাক্যে বুঝা যাইতেছে যে, শৃঙ্গার রসই কর্ত্তা হইয়া ঐ "ভেদভ্রম"কে মুছিতে চাহিতেছে। ঐ ভেদকে দূর করিবার যে প্রবল আকূতি শৃঙ্গার রসরাজ শ্রীশ্যামসুন্দরের অন্তরে, তাহাই তাঁহাকে লোভী করিয়া ত্রিবিধ বাঞ্ছাযুক্ত করিয়াছে। বাঞ্ছাত্রয় পূরণার্থ ব্রজে বহু প্রযত্ন করিয়াও অকৃতকার্য্য হইয়াছেন। বাঞ্ছা তিনটির রূপ এই। লোভ বশতঃ ভোগ করিতে চাহেন—

(১) শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা।

(২) নিজ অসমোর্দ্ধ মধুরিমা।

(৩) শ্রীকৃষ্ণাস্বাদনে রাধা-সুখের পরিসীমা।

এতন্মধ্যে প্রথমটির আলোচনা প্রথমে করা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা জানিতে চাহেন। মহিমা পদে গৌরব বা গুরুত্ব বুঝা যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ ইহা জানিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাহেন কেন ? শ্রীরাধাপ্রেমে তিনটি অনন্যসাধারণ বিশিষ্টতা আছে। (১) কৃষ্ণোন্মাদকত্ব, (২) আস্বাদনে কোটি গুণাধিকত্ব, (৩) বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয়ত্ব।

শ্রীরাধাপ্রেমে কৃষ্ণোন্মাদকত্ব রূপ একটি অপূর্ব্ব ধর্ম্ম আছে যাহা আর কোথাও নাই। থাকিতেই পারে না। শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্ত করা কেবল যে কঠিন কার্য্য তাহা নহে, সম্পূর্ণ অসম্ভব। কেন, বলিতেছি। মানুষ পাগল হয়, তাহার তিন প্রকার কারণ থাকিতে পারে। (১) কোনও বিষয়ে অত্যধিক অভিনিবেশ হইলে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া যায়। (২) যতখানি সুখ তাহার আধারে ধরে, তদপেক্ষা অধিক সুখের উদয় হইলে পাগল হওয়া সম্ভব। (৩) অন্য যে কোনও ঘটনায় জ্ঞান আচ্ছন্নকারী অজ্ঞানতা উপস্থিত হইলে লোক উন্মাদ হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই তিনটি কারণই অসম্ভব। শ্রীকৃষ্ণের অন্যত্র অত্যধিক আবেশ বা অভিনিবেশ সম্ভবে না। কেননা, তিনি সকল রসের নিধান। "কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান।" শ্রীকৃষ্ণ অখিল রসামৃত মূর্ত্তি। তাঁহার মূর্ত্তিখানি নিখিল রস ও পরম আনন্দের নিলয়। পাঁচটি মুখ্য ও সাতটি গৌণ রসের তিনি চরম ও পরম আশ্রয়।

নিখিল ভক্তকুল শ্রীকৃষ্ণের রস আস্বাদনের লালসায় অন্য আবেশ ত্যাগ করিয়া, তাহাতে গাঢ়ভাবে আবিষ্ট হয় ও তদ্ধেতু উন্মত্ত হইয়া থাকে। এহেন শ্রীকৃষ্ণের অন্যাবেশ জনিত উন্মত্ততা নিতান্তই অসম্ভব। দ্বিতীয় প্রকার উন্মত্ততাও শ্রীকৃষ্ণে অসম্ভব। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দময়, সকল আনন্দের পূর্ণতার ঘনীভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপটি অসীম রূপানন্দে, অপরিসীম গন্ধানন্দে, অনন্ত শব্দানন্দে, নিখিল স্পর্শানন্দে ও অখণ্ড রসানন্দে পূর্ণ। সুতরাং অপর কাহারও রূপরসাদির অনুভবের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণের পাগল হওয়া সর্ব্বতোভাবেই অসম্ভব।

তৃতীয় প্রকার উন্মাদ লক্ষণও তাহাতে থাকিতে পারে না। যেহেতু তিনি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব। জীব অনুচৈতন্য, তাহাদের জ্ঞান আচ্ছন্ন হইতে পারে। তিনি পূর্ণ চৈতন্য, তাহা আবৃত হইতে পারে না। চিচ্ছক্তির একটি স্বপরপ্রকাশতা লক্ষণ বৃত্তি আছে। এই জন্য উহা কখনও সমাবৃত হইতে পারে না।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, এবম্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে উন্মত্ত করে শ্রীরাধার প্রেম! এই কথা কয়টি শ্রীকৃষ্ণের কণ্ঠোক্তি—শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদের নিরুপম ভাষায়—

"কৃষ্ণ কহে আমি হই রসের নিধান॥
পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমা করায় উন্মত্ত॥"

শ্রীকৃষ্ণ উন্মাদ হয়েন কথাটি বলা হইয়াছে। কথা কি বাস্তব সত্য না রূপকোক্তি? সত্য সত্যই উন্মত্ত হয়েন। কি প্রকার উন্মাদ—শ্রীকৃষ্ণ মুখে শ্রীল চক্রবর্ত্তীপাদের ভাষায় বলি—

"সর্ব্বশক্তি-সর্ব্বসুখ পরিপূর্ণঃ সত্যস্বরূপঃ নিত্যজ্ঞানাদিময়োঽপ্যহং কদাচিৎ জরতী ভয়াৎ রাধা প্রাঙ্গণকোণ নিহ্নুত্য তিষ্ঠামি, কদাচিৎ রাধাসঙ্গ সুখাশয়া তদাগমন পন্থানং পশ্যামি, কদাচিৎ তদর্থং ছদ্মবেশী ভবামি, কদাচিৎ লতায়াং তদ্‌ভ্রান্তো ভবামীত্যাদিকং তৎ প্রেমৈব কারয়তীতি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি সকল প্রকার শক্তিতে পূর্ণ, সর্ব্ববিধ সুখে পূর্ণ, সত্যস্বরূপ নিত্যজ্ঞানময়। সেই আমি শ্রীরাধার জন্য কি করি আর কি না করি! কোনও সময়ে বুড়ী জটিলার ভয়ে রাধার আঙ্গিনার এক কোণে বদরী বৃক্ষতলে রাত্র অতিবাহিত করি। কোনও সময়ে শ্রীরাধাকে দর্শন করিবার আকুল আগ্রহ লইয়া তাহার গমনাগমনের রাস্তায় চক্ষু দিয়া বসিয়া থাকি।

কোনও সময় বা শ্রীরাধার অঙ্গ স্পর্শ করিবার লালসায় বেদিনী, নাপিতানী, ভিখারিণী, মালিনী ইত্যাদি ছদ্মবেশ ধারণ করি। আবার কখনও স্বর্ণলতাকে শ্রীরাধা মনে করিয়া বুকে জড়াইয়া ধরি। শ্রীকৃষ্ণের এই সকল কার্য্যে উন্মাদের লক্ষণ পরিস্ফুট। তাঁহাকে এইরূপ কার্য্য করাইবার কর্ত্তা শ্রীরাধা-প্রেম। গুরুদেব যেমন শিষ্যকে আদেশ করিয়া যাহা ইচ্ছা করাইতে পারেন, রাধাপ্রেমাও সেইরূপ কৃষ্ণ দ্বারা যাহা খুসী করাইয়া লইতে পারেন, যেমন ইচ্ছা নৃত্য করাইতে পারেন।

"রাধিকার প্রেম গুরু, আমি শিষ্য নট।
সদা আমায় নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥"

সুতরাং রাধাপ্রেমের এমন এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি আছে যাহা কৃষ্ণকে পর্য্যন্ত বিহ্বল করিয়া থাকে। কোনও অঘটন ঘটনকারী আশ্চর্য্য সামর্থ্য না থাকিলে ঐ প্রেম শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিতে সমর্থ হইত না।

"না জানি রাধার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমারে করে সর্ব্বদা বিহ্বল।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না জানি। শ্রীকৃষ্ণ জানেন না। কৃষ্ণোন্মাদকারী কী যে অপূর্ব্ব শক্তি শ্রীরাধাপ্রেমে আছে তাহা তিনি জানেন না। না জানিলে সে কথা বলিতেছেন কি করিয়া? দুই প্রকারের জানা আছে। অনুমানজ ও অনুভবজ। রাধাপ্রেমে আত্মোন্মাদকারী যে সামর্থ্য আছে তাহা শ্রীকৃষ্ণের অনুমানগম্য মাত্র, অনুভববেদ্য নহে।

এই অনুমিতিকে অনুভবের ভূমিকায় আনিয়া ভোগ করিতে শ্রীকৃষ্ণ সতত যত্নশীল। কেবল যত্নশীল নহেন, ঐ জন্য তাঁহার অন্তরে প্রবল সাধ, তীব্র প্রেরণা। শ্রীরাধাপ্রেমের গুরুত্বের একটি হেতুর কথা বলা হইল।

তিন বাঞ্ছা

পাঁচ [খ]

শ্রীরাধাপ্রেমের মহিমা শ্রীকৃষ্ণ জানিতে চাহেন। ইহাতে তিনটি বৈশিষ্ট বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণের বাঞ্ছা। তন্মধ্যে প্রথম বৈশিষ্ট্য "কৃষ্ণোন্মাদকত্ব" ধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে। অপর দুইটির কথা বলা যাইতেছে।

শ্রীরাধাপ্রেমের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য আস্বাদনে আনন্দের অধিকতা। শ্রীরাধার কৃষ্ণ বিষয়ক যে প্রেম তাহার আস্বাদনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয় সেই প্রেম হইতে শ্রীরাধার কোটিগুণ অধিক আহ্লাদ হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নিজ প্রেমাস্বাদে মোর হয় যে আহ্লাদ।
তাহা হইতে কোটিগুণ রাধাপ্রেমাস্বাদ ॥"

শ্রীরাধা রসের আশ্রয় বলিয়াই এমনটি হয়। এই প্রসঙ্গে আমরা আবার আসিতেছি।

শ্রীরাধাপ্রেমের তৃতীয় বিশিষ্টতা বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্ব। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজেও বহু বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় স্থল। পরব্রহ্ম তত্ত্বেও বহু বিরুদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় আছে। ব্রহ্ম-গত, কৃষ্ণ-গত ও রাধাপ্রেমা-গত এই তিনপ্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়ত্বের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে।

পরব্রহ্মের বিরুদ্ধধর্ম্মগুলি তত্ত্বাবগাহী। শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধ-ধর্ম্মগুলি ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যাবগাহী। শ্রীরাধাপ্রেমাশ্রিত বিরুদ্ধ-ধর্ম্মগুলি উজ্জ্বল রসাবগাহী। ব্রহ্ম নির্গুণ, ব্রহ্মগুণী। ব্রহ্ম মহতোমহীয়ান, ব্রহ্ম অনোরণীয়ান। ব্রহ্ম অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ। ব্রহ্ম সর্ব্ব রস, সর্ব্ব গন্ধ। ব্রহ্ম অপানিপাদ, ব্রহ্ম জবন গ্রহীতা। ব্রহ্ম অচক্ষু, অকর্ণ, ব্রহ্ম দ্রষ্টা, শ্রোতা। এই সকল তত্ত্বগত বিরোধিতার সমাধান ব্রহ্মের অচিন্ত্য স্বরূপে।

শ্রীকৃষ্ণের বিরুদ্ধধর্ম্মগুলি ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যাবলম্বনে। শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যে বিভু, মাধুর্য্যে দ্বিভুজ মুরলীধর পরিমিতাঙ্গ বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ ঐশ্বর্য্যে স্বতন্ত্র পুরুষ, মাধুর্য্যে ভক্তাধীন। ঐশ্বর্য্যে তিনি আত্মারাম আত্মকাম, মাধুর্য্যে তিনি রস-লম্পট। ঐশ্বর্য্যে তিনি বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ, মাধুর্য্যে তিনি কামী ক্রোধী চৌর ও মিথ্যাভাষী। ঐশ্বর্য্যে তিনি জ্ঞানঘন মূর্ত্তি, মাধুর্য্যে অজ্ঞ শিশু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধাপ্রেমকে আশ্রয় করিয়া যে বিরোধী ধর্ম্মগুলি আছে, তাহা উজ্জ্বল-রসাবগাহী। শ্রীরাধাপ্রেম বিভূ বস্তু অর্থাৎ তাহা অনন্ত সীমাহীন। যাহা সীমা রহিত তাহা কদাপি বর্দ্ধিত হইতে পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য রাধাপ্রেম নিয়ত বর্দ্ধনশীল। এই বর্দ্ধনশীলতা ধর্ম্মে প্রাণশক্তি আধান করিতেছে মিলন ও বিরহের বিরামহীন দোলন। রাধাকৃষ্ণের লীলা-প্রবাহে পূর্ব্বরাগাদি চতুর্ব্বিধ বিরহ ও সংক্ষিপ্ত সম্পন্ন প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মিলন আছে। বিরহ বেদনা মিলনযুগকে পুষ্ট করে। মিলনের আনন্দ বিরহ ব্যথাকে তীব্রতর করে। এইরূপ বিরহ-মিলনের মাধ্যমে রাধাপ্রেম অনাদিকাল বাড়িয়াই চলিতেছে। শ্রীরূপের মধুর ভাষায় "বিভুরপি কলয়ন্ সদাভিবৃদ্ধিম্।"

শ্রীরাধাপ্রেম সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম বস্তু। শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন জগদ্‌গুরু (কৃষ্ণং বন্দে জগদ্‌গুরুং) শ্রীরাধাপ্রেম হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণেরও গুরু।—"রাধাপ্রেম গুরু আমি শিষ্যনট।" সুতরাং শ্রীরাধাপ্রেম গুরুরও গুরু, মহাগুরু-গুরুতম। গুরু বস্তু গৌরব-যুক্ত থাকিবেই। কিন্তু রাধাপ্রেম গুরুতম বস্তু হইয়াও সর্ব্বতোভাবে গৌরব-বর্জ্জিত।

"দৈন্য নামক সঞ্চারী ভাবের তরঙ্গ শ্রীরাধাপ্রেমে সর্ব্বদাই বিদ্যমান। ঐ হেতু তিনি নিজেকে কৃষ্ণ প্রেমহীনা হতভাগিনী মনে করেন।

"দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ, কপট প্রেমের গন্ধ,
সেহ মোর নাহি কৃষ্ণ পায়।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যত প্রাপ্তি ততই অপ্রাপ্তির অনুভবে বেদনাহত হন। সান্নিপাত বিকারের রোগীর জলতৃষ্ণার মত—যত পায় তত পিপাসা বাড়ে। এই জন্য অতি গুরুতম বস্তু হইয়াও সর্ব্বদা গৌরব-বর্জ্জিত। শ্রীরাধাপ্রেম সর্ব্ববিধ উপাধি বর্জ্জিত— নিরুপাধি, নির্দ্দোষ পরম শুদ্ধ নিরবদ্য। শুদ্ধ বস্তুতে কুটিলতা থাকিতে পারে না। কিন্তু কী আশ্চর্য্য! কৃষ্ণ ইচ্ছা বিরোধী বাম্যতা বা বক্রভাব শ্রীরাধাপ্রেমে সততই বিরাজমান। প্রীতি সুনির্ম্মল কিন্তু ব্যবহার সর্পের মত কুটিল। ইহা এক পরম অদ্ভুত সমাবেশ।

এই সকল উজ্জ্বল রসাবগাহী বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়তা একমাত্র শ্রীরাধাতেই বিদ্যমান আছে। মথুরা দ্বারকা গোলোক বৈকুণ্ঠে কোথাও নাই। স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেও নাই।

শ্রীরাধার এই রসগত বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রয়তার গূঢ় হেতু অনুসন্ধান করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঐ প্রেম মহাভাব হইতে উত্থিত বলিয়া উহা বিভু, গুরুতম ও বিশুদ্ধ। পুনরায় উহা শ্রীকৃষ্ণ প্রতি মদীয়তাময় মধুস্নেহ হইতে উত্থিত বলিয়া উহা বর্দ্ধনশীল, গৌরবহীন ও বক্রিমাযুক্ত।

প্রেমের যে চরম পরিপাক ভূমিকায় ঐ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম সমূহ অনুপম সমন্বয়তা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার নাম মাদনাখ্য মহাভাব। মাদনাখ্য মহাভাবের স্বরূপ বর্ণনে শ্রীরূপ বিশেষণ দিয়াছেন, "সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী" ইহাতে একই কালে সর্ব্ব-ভাবের উদ্গম ও বিলাস হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বাদশ রসের দ্বাদশটি স্থায়ীভাব, আটটি সাত্ত্বিকভাব, তেত্রিশটি সঞ্চারীভাব, ভাবসন্ধি, ভাবশাবল্য, ভাবশান্তি প্রভৃতি সবগুলি সামগ্রিক ভাবে একই কালে সমুদ্গত হইয়া মাদনাখ্য মহাভাবের মহাসমুদ্র উদ্বেলিত করে। ইহা হ্লাদিনীশক্তির পরমতম পরিণতি স্বরূপ। এই মাদনাখ্য মহাভাবে শ্রীরাধা হইতেছেন পরম আশ্রয় আর শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন কেবল বিষয়। আশ্রয়ে যে আনন্দের উপভোগ তাহা বিষয়ের আনন্দ অপেক্ষা কোটিগুণ অধিক। "আমা হইতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ।"

এস্থলে একটি প্রশ্ন আসিতেছে। যিনি প্রীতি করেন তিনি প্রীতির আশ্রয়, যাহাকে প্রীতি করেন তিনি বিষয়, ইহা স্থির আছে। শ্রীকৃষ্ণকে কেবল বিষয় বলা হইতেছে কেন। সকলে কৃষ্ণকে ভালবাসে বলিয়া? কৃষ্ণ কি কাহাকেও ভালবাসেন না? বাসিলে তো তিনিও আশ্রয় হইতে পারেন। একমুখী ভালবাসায় কি কখনও রসনিষ্পত্তি হয়?

এই প্রশ্ন উত্তম। শ্রীকৃষ্ণ সকলের প্রীতিরসের বিষয় তো বটেনই, তিনি আশ্রয়ও বটেন। তিনি বিষয়রূপে আশ্রয়। তাঁহার প্রতিজ্ঞা আছে, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" যে যৈছে ভজে, তাঁকে তৈছে ভজেন। একমুখী প্রীতিতে নিশ্চয়ই রসনিষ্পত্তি হয় না। সুবলাদি সখাগণ শ্রীকৃষ্ণকে যাবৎ পরিমাণ প্রীতি করেন শ্রীকৃষ্ণও ঠিক তাবৎ পরিমাণেই করিয়া থাকেন। বাৎসল্য সখ্য মধুর সকল রসেই শ্রীকৃষ্ণ মুখ্যতঃ বিষয়, ও গৌণতঃ বিষয়রূপে আশ্রয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথাটি সর্ব্বত্র সত্য। কেবল একটি স্থানে ইহা ঠিক নহে। প্রণয়-রসের চরম বিকৃতি বা পরম পরিণতি মাদনাখ্য মহাভাব ভূমিতেই মাত্র ঐ কথাটি খাটিবে না, ঐ সিদ্ধান্ত চলিবে না। শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থের স্থায়িভাব-প্রকরণে শ্রীরূপ গোস্বামি-লিখিত মাদনাখ্য মহাভাবের সমগ্র লক্ষণটির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে।

"সর্ব্বভাবোদগমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥"

"রাধায়ামেব" এই "এব" কারটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। মাদনাখ্য মহাভাবটি একমাত্র শ্রীরাধাতেই আছেন। তদ্ভিন্ন আর কোথাও নাই। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বত্র মূলতঃ বিষয় হইয়াও, বিষয়রূপে আশ্রয় হন। কিন্তু মাদনাখ্য মহাভাবের সম্বন্ধে কেবল বিষয়ই থাকিয়া যান, কোন প্রকারেই আশ্রয় হইতে পারেন না। মাদনাখ্য মহাভাবে তাই শ্রীরাধা "পরম আশ্রয়" আর শ্রীকৃষ্ণ "কেবল বিষয়"।

প্রীতির অনুরূপ প্রীতি করা কৃষ্ণের স্বভাবগত চিরন্তনী নীতি। মাদনাখ্য মহাভাবের মহাভূমিকায় এই শাশ্বতী রীতি ভঙ্গ হইয়া যায়। মাদনাখ্য মহাভাব শ্রীরাধার এমন এক অসাধারণ সম্পত্তি যে, শ্রীকৃষ্ণ কোন মতেই উহার আশ্রয় হইতে পারেন না। যেন কোন এক অভাবনীয় কারণে তাহার প্রীতির অনুরূপ প্রীতিকরা স্বভাবটির ঐ স্থানে অভিব্যক্তি হয় না। বিষয় রূপেও আশ্রয় হইতে পারেন না বলিয়াই আশ্রয়-তত্ত্বের কোটিগুণ আহ্লাদের ভোগের জন্য চিত্ত লোভ-প্রবণ হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠে। বিষয়জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিয়া আশ্রয়জাতীয় আস্বাদনের জন্য অন্তরে চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।

দ্বাপরযুগে বৃন্দাবন ধামে গোপবেশ বেণুকর আবেশে থাকিয়া শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন কোন প্রকারেই ঐ মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হইতে পারেন না। পারিবার জন্য নানাবিধ যত্ন করেন। অকৃতকার্য্য হন। কি করিলে ওটি পাওয়া যায় সেই উপায় অনুসন্ধান করেন, গোপনে অন্তরে ধ্যান করেন। শ্রীল কবিরাজের অমর অক্ষরে—

"আশ্রয় জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়।
যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥"

শ্রীকৃষ্ণ মনে ভাবিয়াছেন, যদি কোন দিন কোন উপায়ে শ্রীরাধাপ্রেমের আশ্রয় হইতে পারি, অর্থাৎ যদি আমার বিষয়জাতীয় ভাব আশ্রয়জাতীয় ভাবের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলিতে পারি তাহা হইলে ঐ কোটিগুণ আনন্দের আস্বাদক হওয়া সম্ভব হইবে। যতই ভাবিয়াছেন ততই লোভ বাড়িয়াছে। বাড়িতে বাড়িতে চরম প্রান্তে আসিয়াছে।

শ্রীরাধাপ্রেম-লম্পট শ্রীশ্যামসুন্দর মনের ঐ লালসাটির কথা কাহারও কাছে ব্যক্ত করেন নাই। গোপনে চুরি করিয়া লোভের চরিতার্থতা করিবেন এই মত অভিসন্ধি করিয়াছেন। অভিসন্ধি টের পাইয়া অভিন্ন রূপমঞ্জরী শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ স্তবমালায় লিখিয়াছেন—"রস স্তোমং হৃত্বা" "রসের ভাণ্ডার অপহরণ করিয়া" বড়লোক হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন শ্রীরাধাবিহারী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লীলার ভঙ্গি দেখিয়া রসিকশেখরকে শ্রীরূপ গোস্বামী "কুতুকী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "কুতুকী" অর্থ কৌতুহল প্রিয় বা কৌতুকী। নিখিল শাস্ত্রে শ্রীভগবানের অগণিত বিশেষণ ও নামকরণ আছে। শ্রীরূপের "কুতুকী" পদের তুলনা নাই। রস-লম্পট, চৌর চূড়ামণি কুতুকী হরি গৌরহরি জয়যুক্ত হউন।

তিন বাঞ্ছায়—দ্বিতীয় বাঞ্ছা

ছয় [ক]

লীলারস কৌতুকী শ্যামসুন্দরের প্রথম লোভের প্রকারটি বলা হইয়াছে। এইবারে দ্বিতীয় লোভের রূপটি বলা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের মধুরিমা অদ্ভুত অনন্ত ও পূর্ণ। "অদ্ভুত অনন্ত পূর্ণ মোর মধুরিমা।" মধুরিমা শব্দে বুঝায় এমন একটি অপূর্ব্ব মনোহারী ধর্ম্ম, যাহা থাকিলে পুরুষ নারী স্থাবর জঙ্গম সকলেই আকৃষ্ট হয়। তাদৃশ মধুরিমা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে অদৃষ্টবর ও অশ্রুতপূর্ব্ব।

শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে রূপমাধুর্য্য, লীলামাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য ও প্রেমমাধুর্য্য এই চারিটি মাধুর্য্য অনন্যসাধারণ, অসমোর্দ্ধ। পরব্রহ্ম স্বরূপে, পরমাত্মা স্বরূপে, অন্য কোন ভগবৎ স্বরূপে বা অবতার স্বরূপে ঐ মাধুর্য্য চতুষ্টয় পরিদৃষ্ট হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ যেমন পূর্ণ, তাঁহার মধুরিমাও তেমনি পূর্ণ। যাহা সর্ব্ব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে, তাহাই পূর্ণ। যে বস্তু লাভ করিলে আর অভাব বোধ থাকে না তাহাই পূর্ণ।

জীবমাত্রেরই অন্তরে অভাব বোধ আছে। উহা বিবিধ ক্ষুধা রূপে ইন্দ্রিয়ে প্রকাশ লাভ করে। চক্ষুতে আছে রূপের ক্ষুধা। অনিত্য লক্ষ লক্ষ বস্তুর রূপ দর্শনে ঐ ক্ষুধা মিটে না। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অপ্রাকৃত রূপমাধুর্য্য দর্শনেই ঐ রূপের ক্ষুধা চিরতরে মিটিয়া যায়। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ রূপ মাধুরিমা স্বয়ং সম্পূর্ণ বস্তু।

জীবের কর্ণে আছে সুরমাধুর্য্য শ্রবণের তৃষ্ণা। সংসারের শত লক্ষ কথা শুনিয়াও সেই তৃষ্ণা মিটে না। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীর ধ্বনি শ্রবণেই ঐ তৃষ্ণার চিরতৃপ্তি ঘটে। প্রতিটি জীবের চিত্তভূমিতে যে প্রবল আকূতি তাহার পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রেমমাধুর্য্যের আস্বাদনে।

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য অফুরন্ত এবং অভূতপূর্ব্ব। ত্রিজগতে কোন বস্তুর সহিত উহার তুলনা হইতে পারে না। সংসারে এমন কেহই নাই যিনি সর্ব্বতোভাবে ঐ মাধুর্য্যকে ভোগ করিতে পারেন। ঐ সর্ব্বাতিশায়ী মাধুর্য্য কাহারও অনুভব গোচর হয় না।

যে-বস্তু আপনি জানিবেন বা ভোগ করিবেন, তাহা আপনার জ্ঞানের বা ভোগের কুক্ষিগত হইবে। তাহা হইলে ঐ জ্ঞেয় বা ভোগ্য জ্ঞাতা অপেক্ষা ছোটবস্তু হইয়া পড়িবে। সুতরাং যে বস্তু ভূমা বা বিভু অর্থাৎ সর্ব্বাপেক্ষা মহীয়ান্,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। তাহাই বলিয়াছেন—"ত্রিজগতে কেহ ইহার নাহি পায় সীমা।"

অসীম বস্তুকে সীমার মধ্যে আনিবে কে? পূর্ণকে সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করিবে কে? অনন্তকে সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে আস্বাদনের আয়ত্তে আনিবে কে? কেহই নাই। থাকিতেই পারে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তবু, একজন আছে। যিনি ঐ মাধুর্য্যামৃত সর্ব্বাঙ্গীন ভাবেই আস্বাদন করিতে পারেন।

"এই প্রেমাদ্বারে নিত্য রাধিকা একলি।
আমার মাধুর্য্যামৃত আস্বাদে সকলি॥"

"একলি"—মাত্র অর্থে ল প্রত্যয়টি দিয়াছেন। ঐ একটি মাত্র ব্যক্তিই আছেন—তিনি শ্রীভানুনন্দিনী রাধা। তিনি নিত্যই ঐ মাধুর্য্য আস্বাদন করেন। আবহমান ধরিয়া করিতেই আছেন। আরও শতলক্ষ জন যুগ যুগ কৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন কিন্তু কেহই উহার সমগ্রতা জানেন না। কিন্তু শ্রীরাধিকা "আস্বাদে সকলি"। সবখানিক মাধুর্য্যামৃত নিঃশেষে উপভোগ করেন। কী আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য বটে। এই আশ্চর্য্যজনক সংবাদটি অনুভব করিতে হইলে দুইটি পরম প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। প্রথম প্রশ্ন এই, যে বস্তু অনন্ত তাহার "সকল" বা সমগ্রতা আস্বাদন হয় কি প্রকারে? সামগ্রীক আস্বাদন সম্ভব হইলে অনন্তত্ব খণ্ডিত হয় না কি?

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, কোন একটি বস্তুকে যদি কেহ সর্ব্বতোভাবে জানে, তাহা হইলে তাহা জানিবার ইচ্ছা তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ হইয়া যাইবে। জানা বিষয় আবার জানিতে গেলে বিতৃষ্ণা আসিবে। বিতৃষ্ণা উদয়ে নিত্য আস্বাদনের আগ্রহ বিলুপ্ত হইবে। সুতরাং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য "নিত্য" আস্বাদন করেন, আবার "সকলি" আস্বাদন করেন—এই দুইটি কথার অন্তরালে একটি গূঢ় অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়। উক্তিটি শ্রীকৃষ্ণের, অক্ষর কয়টি শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর। সুতরাং সমাধান চাই।

সংসারে আমরা কেহই নিজ মুখখানি দেখিতে পাই না। একেবারেই যে দেখিনা তাহা নয়, প্রত্যক্ষতঃ দেখিনা, দর্পণাদিতে প্রতিবিম্বিত দেখি বটে। ভগবানও সেইরূপ নিজমাধুর্য্য নিজে দেখেন না। দর্পণে দেখেন। আমরা দেখি জড়ীয় দর্পণে, তিনি দেখেন ভক্তের হৃদয় দর্পণে। ভক্তের হৃদয়টি চিন্ময় বস্তু। ঐ চিদ্দর্পণে তিনি আপনাকে আপনি দর্শন করেন।

দর্পণ যত স্বচ্ছ, তাহাতে দর্শন তত স্পষ্ট। ভক্তগণ তাই নিত্য ভজন দ্বারা চিত্ত দর্পণখানির মলিনতা দূর করিয়া ফেলেন। যাহার দর্পণ যত উজ্জ্বলতর তাহার চিত্তে শ্রীভগবানের আত্মদর্শন তত মধুরতর!

দর্পণ দৃষ্টান্তে একটু ত্রুটি আছে। সকল দৃষ্টান্তেই ত্রুটি থাকে। দর্পণ গ্রহণ করে প্রতিবিম্ব, ভক্তহৃদয় গ্রহণ করে বিম্ব বা মূল বস্তু। ভক্তহৃদয়ে কেবল ভগবানের ছায়াপাত হয় না, সেথায় তিনি "সতত বিশ্রাম" সুখে বিরাজমান থাকেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত ভক্তের যত হৃদ্দর্পণ আছে স্বচ্ছ, স্বচ্ছতর, স্বচ্ছতম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তন্মধ্যে সর্ব্বাতিশায়ী স্বচ্ছতার পরাকাষ্ঠা রহিয়াছে যে দর্পণটিতে, সেটি হইল শ্রীশ্রীবৃষভানুদুলালীর প্রেমদর্পণ। রসিকেরা এই দর্পণকে "সৎ-প্রেমদর্পণ" কহিয়া থাকেন। প্রেমদর্পণের মালিন্যকে কহে উপাধি। রাধাপ্রেম নিরুপাধি বলিয়াই উহার 'সৎ' এই বিশেষণ যোগ্য।

এই সৎ-প্রেমদর্পণে শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ণাঙ্গে গ্রহণ করেন। ঐ দর্পণে শ্যামসুন্দর আপনাকে সর্ব্বতোভাবে দর্শন লাভ করেন। এই প্রেমদর্পণটি অপর দশজনের দর্পণের মত নহে। ইহার একটি অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ইহার স্বচ্ছতা প্রতিক্ষণেই বর্দ্ধনশীল। মলিনতার লেশমাত্র নাই, তবুও উজ্জ্বলতা নিয়ত বাড়িতেই থাকে। ইহা বুদ্ধির অগোচর।

উজ্জ্বলতা স্বচ্ছতা এই সব শব্দগুলি রূপক বটে। রূপকাংশ বাদ দিলে স্বচ্ছতা কথাটিতে বুঝাইবে আস্বাদনের উৎকণ্ঠা। শ্রীরাধার শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের উৎকণ্ঠা প্রতিক্ষণেই বর্দ্ধনশীল। ঐ উৎকণ্ঠার আর পরিসমাপ্তি নাই। "বাড়িতে নাহি ঠাই", তবু বাড়ে। নিয়ত বর্দ্ধনশীলত্ব অধিরূঢ় মহাভাবের একটি বিশেষ গুণ।

আবার, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যও একটি অপূর্ব্ব বস্তু। উহা প্রতিক্ষণে নবায়মান। শ্রীশুকদেবের নিরুপম ভাষায়—"অনুসবাভিনবং"—পদব্যাখ্যায় শ্রীধর কহিয়াছেন, "নিত্যনবীনং" প্রতিক্ষণেই নূতন। লৌকিক জগতে ইহার দৃষ্টান্ত দেওয়া হয় না। তথাপি কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—সূর্য্যাস্তের কিছু সময় পূর্ব্ব হইতে যেমন পশ্চিমাকাশের বর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈচিত্র্য। চক্ষুর পলক ফিরাইতে ইহার বিচিত্রতা পরিবর্ত্তনশীল প্রতিক্ষণে নূতনতর। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্য কতকটা এই প্রকার। তবে দৃষ্টান্তের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, সূর্য্যাস্তের শোভা পরিবর্ত্তনশীল, শ্রীকৃষ্ণরূপের মত পরিবর্দ্ধনশীল নহে। সূর্য্য অস্ত গেলে সকল শোভা নিভিয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণের মত সতত প্রকাশ-শীল থাকে না।

এখন একটি বিশেষ রহস্য কথা এই যে, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য যে প্রতিক্ষণে নবায়মান, তাহা একমাত্র শ্রীরাধার আস্বাদনেই সুব্যক্ত। ঐ প্রেমময়ীর সৎ-প্রেমদর্পণের "অগ্রে" উপনীত হইলেই কৃষ্ণ-মধুরিমার নিত্য নবীনত্ব প্রকট হইয়া উঠে। অন্যথায় হয় না। কবিরাজ গোস্বামিচরণও কহিয়াছেন—

"এ দর্পণের আগে নব নব রূপে ভাসে।"

আরও একটু গভীরে গিয়া কথাটি আস্বাদন করিতে হইবে। শর্করা বস্তুটি সুমিষ্ট, লোকে বলে, কিন্তু মিষ্টত্ব ধর্ম্মটির স্থান ঠিক কোথায়? শর্করায় না রসনায়? যদি বলি শর্করাতেই, তাহা হইলে শর্করা বস্তা বোঝাই থাকাকালে কোথাও মিষ্টত্বের অনু-ভূতি হয় না কেন? বৈজ্ঞানিক বস্তুতান্ত্রিক (Objective) বিশ্লেষণে উহা ধরা পড়ে না কেন? যদি বলি মিষ্টত্ব আছে রসনায়, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করিব—শুধু রসনা মিষ্টত্বের বোধ জাগায় না কেন? আসল তথ্যটি হইল, মিষ্টত্ব শর্করায়ও নহে, রসনায়ও নহে। উহা রহিয়াছে শর্করা রসনার মিলন ভূমিতে।

অনেকটা তদ্রূপ। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যনবীন মাধুর্য্য সত্যসত্যই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণে নাই। উহা রহিয়াছে শ্রীরাধা সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় সম্মিলনে। শ্রীরাধাঠাকুরাণীর সতত বর্দ্ধমান উৎকণ্ঠাময়ী প্রেমধারায় অবগাহন করিলেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্য নিত্য নব নবায়মান হইতে থাকে। অন্যথায় নহে।

শ্রীরাধার প্রেম যে কেবল শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যরাশি সর্ব্বতো-ভাবে গ্রহণ করে, তাহাই নহে, গ্রহণ দ্বারা মাধুর্য্যকে বিশেষভাবে উজ্জ্বল করে ও অবিরাম উজ্জ্বলতর করিতেই থাকে। শর্করার মিষ্টত্বের প্রকাশ যেমন রসনায়, শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যের নিত্যনবীনত্বের প্রকাশ ভূমি সেইরূপ শ্রীরাধার বর্দ্ধনশীল উৎকণ্ঠায়। রসের প্রকাশ ভূমি ভাব। রসরাজের প্রকাশ ভূমি মহাভাব।

শ্রীরাধার প্রেম বিভু হইয়াও বর্দ্ধমান। শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য নিত্যবস্তু হইয়াও নবায়মান। শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্যেই শ্রীরাধা-প্রেমের বর্দ্ধনশীলতা। শ্রীরাধার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণ-মধুরিমার নিত্য নবায়মানতা। দুই জনের মিলনই দুই বর্দ্ধনের পক্ষে হেতু।

শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য ও রাধাপ্রেম উভয় স্পর্দ্ধা করিয়া বাড়ে। জেদাজেদির পরিসমাপ্তি ঘটে না। অনন্তকাল ধরিয়া চলিতেই থাকে। শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ মধুরিমা ও শ্রীরাধানিষ্ঠ উৎকণ্ঠা এই দুই যে সীমাহীন। সুতরাং শ্রীরাধা যে কৃষ্ণমাধুর্য্য সমগ্রভাবে আস্বাদন করেন ইহাতে ঐ মাধুর্য্যের অনন্তত্বের বাধ হয় না। শ্রীরাধারও বিতৃষ্ণার উপস্থিতি হয় না। বরং নিত্য তৃষ্ণা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাড়িতেই থাকে। চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—“আনন্ত্যেনৈব আনন্ত্যগ্রহণাৎ” নিয়ত বর্দ্ধনশীল অনন্ত প্রেম দ্বারা নিয়ত নবায়মান অনন্ত মাধুর্য্যের আস্বাদনে অনন্তত্বও অক্ষুণ্ণ থাকে, তৃষ্ণাময়ী লালসাও অক্ষুণ্ণ থাকে।

শর্করা, রসনার দৃষ্টান্ত করিয়াছি। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণে—কিঞ্চিৎ বিবেচ্য আছে। শর্করার মিষ্টত্ব রসনা সহযোগেই, একথা ঠিক, তবে শর্করা কোন রসনা বাছে না, যে কোন রসনাতেই তাহা সমান মিষ্ট। পণ্ডিতেরা বলেন, “প্রত্যক্ষঃ কেন বাধ্যতে” প্রত্যক্ষকে কেহই বাধা দিতে পারে না। একটা বস্তু যদি থাকে, সকল দ্রষ্টাই সমান দেখিবে, সকল রসনা বিশিষ্টই সমান ভোগ করিবে—তরতমতা হইবে না। তাহা হইলে প্রশ্ন এই যে, শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য কেবলমাত্র রাধা দ্বারাই আস্বাদ্যমান কেন? কথাটা আপাত যুক্তিসহ বটে, কিন্তু বিচারে টেকসই নহে। কেবল বস্তুর বিদ্যমানতাই তদ্‌গ্রহণে কারণ নহে। বস্তু থাকা সত্ত্বেও অন্ধ দেখে না কেন? সুতরাং দর্শন পক্ষে বস্তুর বিদ্যমানতা ছাড়া আলো ও চক্ষুর সত্তাও অপরিহার্য্য। তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য আস্বাদনের পক্ষে প্রেমের আলো ও তৃষ্ণার্ত্ত নয়ন এই দুই একান্তভাবেই প্রয়োজন।

“শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যস্য প্রেমৈকস্বাদ্যত্বম্” শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্য একমাত্র প্রেমেরই ভোগ্য সামগ্রী। যে ভক্তের যে জাতীয় ও যে পরিমাণ প্রেম সে সেইমত আস্বাদন করে। দাস দাসের মত, সখা সখার মত, জননী জননীর মত কৃষ্ণমাধুর্য্য ভোগ করে। সাধারণ, সমঞ্জসা, সমর্থারতি নিজ নিজ অনুরাগের গভীরতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে কৃষ্ণকে আপন করিয়া লয়। কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্ত আস্বাদয়।"

মথুরাবাসিনী নাগরীরা রাজপথে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছেন—কৃষ্ণরূপের এই যে অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য, ইহা আস্বাদন করিতে মথুরানাগরী আমাদের অধিকার কোথায়? একমাত্র ব্রজললনারাই ঐ পরম বস্তু উপভোগে সমর্থা।

যদি বলেন তাহা কেন হইবে? মাধুর্য্যময় বস্তুটি যখন সম্মুখে, তখন উহা যাহাদেরই নয়ন পথে আসিবে তাহারাই ভোগ করিতে পারিবে না কেন? উত্তরে বলিব, না পারিবে না। অন্য কোন বস্তু বা ব্যক্তি হইলে ওকথা হয়ত চলিত কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে খাটিবে না। শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য নিত্যই নবায়মান। উহা আস্বাদন করিতে হইলে হৃদয় সম্পুটে থাকা চাই নিয়ত বর্দ্ধনশীল প্রেমের ভাণ্ডার। ঐ বস্তু ব্রজগোপীকারই আছে। সুতরাং একমাত্র তাহারাই উহার আস্বাদক। গোপীকার শিরোমণি শ্রীরাধাঠাকুরাণী ভিন্ন প্রতি লবে লবে অভিনব কৃষ্ণমধুরিমা সম্পূর্ণভাবে ভোগ করিবার পাত্র আর কেহই নাই।

মথুরাবাসিনী রমণীরা আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "ব্রজললনারা কী তপস্যা করিয়া ঐ পরম প্রেমসম্পদ লাভ করিয়াছে, কেহ যদি জান তবে আমাদিগকে বলিয়া দাও। আমাদের সাধ হয় সেইরূপ তপস্যা করিয়া ঐ পরিমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমসামর্থ্য লাভ করতঃ শ্যামনাগরের নিরুপম রূপসুধা ভোগ করি।

শ্রীশ্যামসুন্দরের মাধুর্য্যের এমনই এক অনির্ব্বচনীয় শক্তি যে, দর্শন করা দূরের কথা তদ্বিষয়ক বর্ণনা শ্রবণ করিলেও মন চঞ্চল হইয়া উঠে। উহা আস্বাদন করিবার জন্য শ্রবণকারীর হৃদয়ে তীব্র উৎকণ্ঠা জন্মে। উৎকণ্ঠার প্রবলতা চিত্তকে উদ্বেল করিয়া তোলে। অন্যের মুখে শ্রবণেরই যখন এত শক্তি তখন নয়নে উহা দর্শনে যে তীব্রতম লালসার উদ্রেক হইবে ইহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে।

কৃষ্ণমাধুর্য্যের কথা চিত্তে লালসা জাগায়। ভক্ত নরনারীর চিত্তেও জাগায়, যাঁর কথা তাঁর চিত্তেও জাগায়। যখন ভক্তমুখে ঐ মাধুর্য্যের কথা বর্ণিত হয় তখন তাহা শ্রুতিগত করিবার জন্য মাধুর্য্যের ঠাকুর স্বয়ং লুব্ধের মত সেখানে আনা গোনা করেন। "মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ"—শ্রীনারদের প্রতি এই শ্রীমুখের বাণী।

কেবল কি নিজ কথা শ্রবণেই আগ্রহ, নিজরূপ দর্শনেও লোলুপতা অপরিসীম। ইহা এক অভিনব বিস্ময়াবহ সংবাদ। নিজ রূপসম্পত্তির আত্মমোহনতা ধর্ম্ম।

শ্রীভগবানের রূপমাধুর্য্য সর্ব্বকালেই সুন্দর। শ্রীরামচন্দ্রাদি যখন যে-রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন তাহাই জগৎ মুগ্ধ করিয়াছে। যে নয়ন-পথগত করিয়াছে সে-ই আত্মহারা হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে ইহা ঠিক। তথাপি ব্রজরাজ-নন্দনের রূপ লাবণ্যের তুলনা অনন্ত বিশ্বে কোথাও নাই। অন্য কোন অবতারেও না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য সকল রূপে বিশ্বসংসার বিমুগ্ধ, কিন্তু গোপবেশ বেণুকর কিশোরাকৃতি নিজেকে পর্য্যন্ত নিজে মুগ্ধ করিয়া রাখে। শ্যামরূপ "আত্ম পর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্ত হর"। শ্যামনাগরের সৌন্দর্য্য ছটা "পুরুষ যোষিৎ কিম্বা স্থাবর জঙ্গম" সর্ব্বজনের চিত্তকে তো স্বাভিমুখে আকর্ষণ করেই, অধিকন্তু আপনার চিত্তকে পর্য্যন্ত রসাবেশে বিমোহিত করিয়া রাখে। কৃষ্ণমাধুর্য্যে "কৃষ্ণ আদি নরনারী করয় চপল" এই আত্মরূপে আত্ম চপলতা, একটি নিরুপম সন্দেশ। পরাৎপর ব্রহ্মের আত্মরতি স্বরূপতার শ্রীকৃষ্ণরূপেই চরমতম অভিব্যক্তি।

শ্রীকৃষ্ণের নিজ রূপমাধুর্য্য আস্বাদন-লোলুপতা একটি বিচিত্র বার্ত্তা। নিত্য নবায়মান বলিয়া অনেক সময় নিজেকে নিজে চিনিতে পারেন না। মাধুর্য্যের নিরুপমতায় স্তব্ধ হইয়া যান। একদিন মণিময় দেওয়ালে নিজ প্রতিবিম্বিত মাধুর্য্য দর্শন করিয়া চমকিত হইয়া স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া গেলেন। ভাবিলেন ইনি কে?

পরম বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন—এমন চিত্তচমৎকারী মূর্ত্তিতে আমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ব্যক্তিটি ইনি কে হইবেন? ওহো—এত রূপলাবণ্য কাহারও অঙ্গে তো কুত্রাপি দেখি নাই। দেখা দূরের কথা পরিকল্পনাও করি নাই। ইহার অসামান্য মধুরিমা মানস কল্পনাকেও হারাইয়া দিয়াছে। এই বিস্ময়কারী রূপের মানুষটি কে?

চিত্ত আকর্ষণকারী ব্যক্তিটির পার্শ্বের শোভা দর্শন করিবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজ মস্তক হেলাইয়া নীচু করিলেন। প্রতিবিম্বের মস্তকও অনুরূপ কার্য্য করিল। নিজ ভ্রান্তি বুঝিয়া স্মিতমুখে শ্যামসুন্দর কহিয়া উঠিলেন, "অহো, এযে আমিই! আমারই রূপপ্রবাহ এমনি ভাবে বহমান! এত বিস্ময়াবহ মাধুর্য্য যে আমাতে আছে তাহা তো জানিতাম না। এ রূপ আমার চিত্তকেও প্রলুব্ধ করিতেছে। বলাৎকারে উহাকে সর্ব্বতোভাবে সম্ভোগ করিবার তীব্র লালসা জাগিতেছে।

কিন্তু হায়! ঐ প্রতিবিম্বকে তো জড়াইয়া ধরিতে পারিতেছি না। নিজেকেও তো নিজে বক্ষে ধরিয়া বদনমধু ভোগ করিতে পারিতেছি না। ইহা নিখিল বিশ্বে একজনই পারে। আমার আকুল আগ্রহ জাগে হৃদয়ে, তার মত হইয়া ঐ নিরুপম রূপ-সুধা নিত্যকাল ভোগ করি। "কাময়ে রাধিকেব।" এই কামনার মধ্যেই দ্বিতীয় বাঞ্ছার বীজ অন্তর্নিহিত।

দ্বিতীয় বাঞ্ছার রূপটি শ্রীস্বরূপদামোদরপাদের অক্ষরে— "অনয়া আস্বাদ্যঃ যেন অদ্ভুত মধুরিমা কীদৃশঃ বা মদীয়ঃ" পূর্ব্বে যে প্রেমের মহিমার কথা বলা হইয়াছে, সেই মহিমাময় প্রেম দ্বারা (যেন), সেই শ্রীরাধা কর্ত্তৃক (অনয়া) আস্বাদিত আমার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যটি কিরূপ।

একটি গুপ্ত কথা আবারও স্মরণে আনা প্রয়োজন যে, শ্রীকৃষ্ণের লোভ কেবল আপন মাধুর্য্যের প্রতি নহে। শ্রীরাধা কর্ত্তৃক আস্বাদিত নিজ মাধুর্য্যেই লালসা। ঐ মাধুর্য্যটির পূর্ণাঙ্গ অভিব্যক্তি ঐ আস্বাদন তৎপরতাতেই পর্য্যাপ্ত। শ্রীরাধার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ত বর্দ্ধনশীল তৃষ্ণাময় প্রণয়ের বিলাস বৈচিত্র্যে নবায়মান যে শ্যামমাধুরী, তৎপ্রতিই তাঁহার ছুর্দ্দমনীয় লালসা। এই লবে লবে অভিনব লোভনীয় শ্যাম-লাবণ্যের সমগ্র সত্তাটীই পর্য্যাপ্ততা প্রাপ্ত মাদনাখ্য মহাভাবময়ীর আস্বাদন চতুরতায়। ঐ স্বাদটি লইবার সাধ মিটাইতেই একাঙ্গে মিলনরঙ্গ গৌরাঙ্গ শ্রীহরি।

তিন বাঞ্ছায়—তৃতীয় বাঞ্ছা

সাত [ক]

প্রথম ও দ্বিতীয় বাঞ্ছার কথা বলা হইল। এইবার তৃতীয় বাঞ্ছার কথা বলা যাইতেছে। "স্বরূপ গোসাঞির একান্ত মর্ম্ম যাতে"। শ্রীস্বরূপের ভাষায় বাঞ্ছাটির রূপ হইল এই—

"সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বা"

অস্যাঃ শ্রীরাধায়াঃ সৌখ্যং সুখানুভবঃ কীদৃশং কিম্প্রকারঃ; শ্রীরাধার সুখের অনুভবটি কি প্রকার।

যিনি স্বয়ং সুখময়, তাঁহার আবার অপরের সুখানুভবের নিবিড়ত্ব জানিতে লোভ কেন? ইহাতে বোঝা যায় যে, ঐ লোভনীয় বস্তুতে কোন অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্ব্বাহ্নে সেই বৈশিষ্ট্যটি অনুধাবনীয়।

আহারের পূর্ব্বে চাই ক্ষুধা। ক্ষুধা অর্থ খাইবার ইচ্ছা, আহার্য্য বস্তুকে ভোগ করিবার ইচ্ছা। এই ইচ্ছা কেবল মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে দেহমন বিশিষ্ট সমগ্র সজ্ঘাতের (Constitution). এই ভোগেচ্ছাটি জাগিলেই আহারীয় দ্রব্য ভোগ অর্থাৎ আহার করা সুষ্ঠু ও সুন্দর পুষ্টি ও তুষ্টিকর।

ঠিক অনুরূপ ভাবে সুখানুভূতির পূর্ব্বে চাই সুখভোগের বাঞ্ছা। সুখভোগের পক্ষে সুখবাঞ্ছা অপরিহার্য্য হেতু। আমাদের সমস্ত সত্তাটার মধ্যে সুখভোগের লালসা জাগিয়া উঠিলেই, সমাগত বা প্রাপ্ত সুখ বস্তুটির অনুভূতি ও আস্বাদন হইতে পারে। এই নিয়ম বিশ্বের সর্ব্বত্র। কিন্তু একটি স্থানে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হইতেছে।

শ্রীরাধার অন্তরে বিন্দুমাত্র সুখবাঞ্ছা নাই। অথচ তাঁহার হৃদয়ে শ্রীকৃষ্ণানুভব জনিত পরম সুখের উল্লাস হইয়া থাকে। শ্রীরাধাপ্রেমের ইহা এক অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্য। কারণ বিনা কার্য্যোৎপত্তি হইতেছে। যে বাঞ্ছা সুখানুভূতির হেতু, তাহা শ্রীরাধার নাই, তথাপি নিরুপম নির্ম্মল সুখের অনুভব সেখানে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই যে কামনা-রূপ হেতু ছাড়াই সুখানুভব-রূপ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, ইহার মধ্যেই তৃতীয় বাঞ্ছার বীজ অন্তর্নিহিত আছে। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—

"নিজনামপূর্ণতা এব সুখোৎপত্তৌ হেতুঃ। কিন্তু তদ্ বিনৈব শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণানুভবসুখং জায়তে ইত্যেবং তত্র বিচিত্রতা। কারণং বিনা কার্য্যোৎপত্তেঃ। সৈব তৃতীয় বাঞ্ছোৎপত্তেঃ কারণমিতি"।

শ্রীরাধা হইলেন গোপীগণের শিরোমণি। সুতরাং গোপী-প্রেমের আলোচনাতে রাধাপ্রেমার সামান্যস্বরূপটিও পরিব্যক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া পড়িবে। তৎপর তাহার বিশেষ স্বরূপ দর্শন করিব। এই প্রেমার স্বরূপালোচনার মধ্য দিয়াই তৃতীয় লোভটির রূপ ফুটিয়া উঠিবে।

অনুরাগ যখন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া চরমসীমায় পৌঁছে, তখন তাহাকে বলে মহাভাব। চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নিষ্কাম না হইলে অনুরাগ মহাভাব ভূমিতে পোঁছিতে পারে না।

"গোপীকার প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেম কভু নহে কাম॥"

ব্রজগোপীকার ভালবাসায় কামগন্ধ নাই। গোপী প্রসঙ্গে কোথাও কাম শব্দের প্রয়োগ দেখিলে উহা প্রেম অর্থেই গ্রহণীয়, এইমত বুঝিতে হইবে। "কামাৎ গোপ্যঃ" প্রভৃতি স্থলে প্রেম অর্থেই কাম শব্দের প্রয়োগ। চেষ্টাগত সাম্য দেখিয়া যাহারা গোপীপ্রেমকে কামভূমিতে ভাবনা করেন— তাহারা ভ্রান্ত। গোপীকার প্রেম যদি কামই হইত তাহা হইলে উদ্ধবের মত শ্রেষ্ঠ ভাগবত ব্যক্তিগণ গোপীকাদের পাদপদ্ম ধূলিতে অভিষিক্ত হইবার কামনা করিতেন না। শ্রীউদ্ধব মহারাজ নিজমুখে বলিয়াছেন—

"বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভিক্ষ্ণশঃ।"

নন্দ-ব্রজের নারীগণের পাদরেণু নিরন্তর বন্দনা করিতেন না উদ্ধবের মত ব্যক্তি, যদি উহা বিন্দুমাত্র কামগন্ধ দুষ্ট হইত।

কাচখণ্ড হীরকখণ্ড দেখিতে একরূপ হইলেও তাহাদের পার্থক্য বহু। জহুরী জহর চিনে। সুতরাং কাম ও প্রেম এই দুই বস্তুর পার্থক্য বিশেষ ভাবেই জানা প্রয়োজন। 'কম' ধাতু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে কাম শব্দ। 'প্রী' ধাতু হইতে প্রেম শব্দ। উভয় ধাতুর অর্থই তৃপ্তি ইচ্ছা। ধাত্বর্থগত সাম্য থাকিলেও উভয়ের বৈষম্য বহুবিধ।

কামবস্তুটি হইল মায়াশক্তির বৃত্তি, আর প্রেমবস্তুটি হইল স্বরূপাশক্তির বৃত্তি। কাম সংসারবন্ধনের হেতু, প্রেম সংসারবন্ধন মোচনের হেতু। কামে হয় আত্মার অধঃপতন, প্রেমে হয় আত্মার ভগবদানন্দ আস্বাদন। নিজেন্দ্রিয়ের সুখ-সাধনেচ্ছা হইল কাম, কৃষ্ণেন্দ্রিয় সুখ-সাধনেচ্ছা হইল প্রেম।

ভোগ লালসা জীব মাত্রেরই আছে। যার ভোগ লালসা যত কম সে সংসারে তত মহান। সাধারণ মানুষ স্বার্থপর, মহৎ ব্যক্তি পরার্থপর। আত্মসুখ ভোগ বিস্মরণেই মানবের উন্নতি নিহিত। যাহারা সম্পূর্ণভাবে আত্মসুখ ভুলিয়াছে তাহারা অতি মহান। যাঁহারা আত্মসুখ স্থলে কৃষ্ণসুখকে স্থান দিয়াছেন তাঁহারা পরম মহান—তাঁহাদের তুলনা নাই।

বস্তুতঃ হৃদয়ে কৃষ্ণসুখকে আসন না দিলে আত্মসুখ কিছুতেই সরিতে চায় না। যাঁর চিত্তে কৃষ্ণসুখ ছাড়া আত্মসুখ কামনা বিন্দুমাত্র নাই, সে-ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জন।

জীবের জীবনের যাত্রাপথ যেন একখানি সিঁড়ি। ইহার নিম্নতম ভূমিতে আত্মসুখ বাঞ্ছা বা কাম। উচ্চতম সোপানে কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছা বা প্রেম।

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

দু'য়ের মধ্যে ভেদ আকাশ পাতাল। "কাম অন্ধতম"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"প্রেম নির্ম্মল ভাস্কর।" কাম আঁধার, প্রেম ভাস্কর। অন্ধ ব্যক্তি অন্যকে জানে না, নিজেকে জানে। কামান্ধ ব্যক্তি নিজের হিতও দেখে না। তাই কাম অন্ধতম। কামের উদয়ে পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য, বৈরাগীর বৈরাগ্য, তপস্বীর তপস্যা সব ভাসিয়া যায়। কামান্ধের কোনদিকের অনুসন্ধান লইবার অবকাশ থাকে না—নিজের কল্যাণও নষ্ট করে।

কামের দৃষ্টি অধঃ, ইন্দ্রিয় তর্পণের দিকে। প্রেমের দৃষ্টি উর্দ্ধতম, কৃষ্ণানন্দ বিধানের দিকে। সুতরাং ইহারা অত্যন্ত বিরুদ্ধ। একই প্রীতি ইচ্ছা, আত্মকেন্দ্রিক হইলে কাম, কৃষ্ণকেন্দ্রিক হইলে প্রেম।

গোপীকার অনুরাগ যে কাম নহে, তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ হইল এই যে, তাঁহারা বেদধর্ম্ম, দেহধর্ম্ম, লোকধর্ম্ম, লজ্জা ধৈর্য্য দেহসুখ আত্মসুখ এই সকল ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন।

"সর্ব্ব ত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন।"

অন্তরে নিজ সুখ-তাৎপর্য্য বিন্দুমাত্রও থাকিলে দেহসুখ, আত্মসুখ কেহ ত্যাগ করিতে পারে না।

"কৃষ্ণসুখ হেতু সর্ব্বত্যাগ"—এইটি হইল গোপীভাবের বিশেষত্ব। আত্মসুখ হেতু অনেক কিছু ত্যাগ অনেকেই করিতে পারে। কিন্তু কৃষ্ণসুখ হেতু সর্ব্বত্যাগ গোপীকারই অভিনবত্ব।

"কৃষ্ণসুখ হেতু করে প্রেম সেবন।"

কৃষ্ণসুখটি গোপীপ্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। সর্ব্বত্যাগ তটস্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লক্ষণ। এ হেন গোপীকাগণের মধ্যে রূপে গুণে সৌভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা সর্ব্বোত্তমা যে রাধিকা, তাঁহার যে অন্তরে সুখ, যে-সুখের মধ্যে বিন্দুমাত্র সুখ-বাঞ্ছা নাই—সেই সুখের প্রতি শ্যামচাঁদের লোভ। কথাটিকে আরও বিশদ করিতে হইবে।

তিন বাঞ্ছায় তৃতীয় বাঞ্ছা

আট [খ]

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ভালবাসিয়া শ্রীশ্রীরাধাঠাকুরাণীর অন্তরে যে মহাসুখের অতিশয্য তাহা আস্বাদন করিতে তাঁহার লোলুপতা। যিনি স্বয়ং অনন্ত সুখস্বরূপ তাঁহার আবার অপরের সুখের প্রতি লুব্ধ দৃষ্টি কেন? এই প্রসঙ্গ চলিতেছে।

ব্রজদেবীগণের চিত্তে স্বসুখ বাসনা নাই। স্বসুখ লালসা রহিত হৃদয়-ভূমিতে উদিত যে সুখপ্রবাহ তাহার একটা নিরুপম বিচিত্রতা আছে। ঐ বিচিত্রতার জন্যই শ্যামচাঁদ প্রলুব্ধ। গোপীকার অন্তর রাজ্যে যে আত্মসুখ বাসনা এক বিন্দুমাত্রও নাই, তাহাই প্রপঞ্চিত হইতেছে।

"গোপীকার প্রেম রূঢ় মহাভাব নাম।
নির্ম্মল বিশুদ্ধ প্রেম কভু নহে কাম॥"

রূঢ় মহাভাব কথাটি বুঝিয়া লইতে হইবে। প্রেম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া রাগে পরিণত হয়। রাগ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরাগ হয়। অনুরাগের চরম গাঢ়তায় মহাভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠে।

"দুঃখমপ্যধিকং চিত্তে সুখত্বেনৈব ব্যজতে।
যতস্তু প্রণয়োৎকর্ষাৎ স রাগ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥"

ধ্বংস হইবার কারণ স্বত্ত্বেও ধ্বংস হয় না, এমন যে ভাব-বন্ধন তাহা হইতেছে প্রেম। প্রেমাস্পদের দেহমনপ্রাণ যখন নিজের দেহমন প্রাণের সঙ্গে অভিন্ন রূপে মনন হয় তখন সেই বৃদ্ধিমান গাঢ় প্রেমকে প্রণয় বলে। একথা অন্য প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

প্রণয় বাড়িতে বাড়িতে এমন উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয় যে, কৃষ্ণপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় অতীব দুঃখকেও সুখ বলিয়া মনে হয়। আবার অসীম দুঃখের মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়াও যদি কৃষ্ণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দুঃখকে শ্রীকৃষ্ণের প্রাপক বলিয়া অপরিমিত সুখকর রূপে অনুভূত হয়।

কুলবধূর পক্ষে পাতিব্রত্য ধ্বংস অতীব দুঃখদায়ক। অগ্নিতে দগ্ধ হওয়া, বিষ ভক্ষণে জর্জ্জরিত হওয়া ভীষণ দুঃখ বটে, কিন্তু সতীর পাতিব্রত্য নাশ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতম বেদনা-দায়ক। সেই দুঃখও গোপীর কাছে পরমানন্দদায়ক হইয়াছিল—কৃষ্ণার্থ। ইহাতে গোপীপ্রেমে রাগ লক্ষণ পরিস্ফুট হইল।

রাগের পরিপক্ক অবস্থার নাম অনুরাগ। এই অবস্থায় সর্ব্বদা অনুভূত প্রিয়তম প্রতিক্ষণে নব নবরূপে অনুভূত হয়। যখনই কৃষ্ণ নাম কর্ণে প্রবেশ করে তখনই মনে হয় এমন মধুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অক্ষর আর কখনও শুনি নাই। যখনই কৃষ্ণরূপ দর্শন হয় তখনই মনে হয় এমন অপরূপ রূপ আর কখনও দেখি নাই।

যতবার দেখা যায় ও শোনা যায় ততই অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অনুরাগ যত বাড়ে বস্তুর নব-নবরূপতাও তত বাড়ে। অনুরাগের লক্ষণ শ্রীরূপ বলিয়াছেন—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবেন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে॥"

শান্ত রতিতে "প্রেম" পর্য্যন্ত হয়। দাস্যরতি "রাগ" পর্য্যন্ত বাড়ে। সখ্য বাৎসল্য রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

মধুরা রতিতে অনুরাগ আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। বাড়িতে বাড়িতে যখন চরম সীমায় পৌঁছে, তখন তাহার নাম হয় মহাভাব। "মহাভাবস্তু অনুরাগ এব নিঃসীম বৃদ্ধিং প্রাপ্তঃ।"

মহাভাব বস্তুটি সূর্য্যের মত। সূর্য্যের দুইটি স্বভাব। যাহার সঙ্গে সূর্য্যের সম্পর্ক হয়, তাহারই অন্ধকার বিনাশ করে। এবং নিজ কিরণ মালায় তাহাকে পরিস্নাত করিয়া দেয়। মহাভাবও সেইরূপ যাহার হৃদয়ে উদিত হয় তাহার হৃদয়-গুহাগত যে স্বসুখ তাৎপর্য্যরূপ অন্ধকার, তাহা নিঃশেষে বিদূরিত করিয়া দেয় এবং নিজসম্বন্ধিজনেরই অন্তর বাহির অনুরাগময় করিয়া তোলে।

"সূর্য্য ইব সম্বন্ধিজনমাত্র এব স্বভাবসম্পর্কে
যদাভবতি তদা মহাভাবঃ।"

মহাভাবের রূঢ় ও অধিরূঢ় দুইটি অবস্থা। মহাভাবের যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবস্থায় সাত্ত্বিক ভাবসকল উদ্দীপ্ত ভাবে প্রকটিত হয়, (উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাবাঃ) তাহাকে রূঢ় মহাভাব বলে। উদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক ভাব কথাটির তাৎপর্য্য হইল এই যে, একই কালে চারিটি পাঁচটি সাত্ত্বিক ভাব স্পষ্ট ভাবে প্রকটিত হয়।

শ্রীরাধিকার প্রেমের নাম অধিরূঢ় মহাভাব। এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণের মিলন ও বিরহ-জনিত সুখ এবং দুঃখ যুগপৎ অতুলনীয় ভাবে সমুদিত হয়। শ্রীরাধা এই অধিরূঢ় মহাভাবের ঘনীভূত প্রতিমা।

সুতরাং প্রস্তুত বিষয়ে ইহা প্রতিপন্ন হইল যে, মহাভাব-রূপ সূর্য্যের উদয়ে স্বসুখবাঞ্ছা-রূপ অন্ধকার সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। স্বসুখবাঞ্ছা বিশিষ্টতাই হইল কাম। স্বসুখবাঞ্ছা বিহীনতাই হইল প্রেম, অতএব গোপীপ্রেম "কভু নহে কাম।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্বসুখবাঞ্ছাই সুখোৎপত্তির কারণ। শ্রীরাধার প্রেমে কারণ নাই, কার্য্য আছে। বিন্দুমাত্র সুখবাঞ্ছা নাই অথচ কৃষ্ণানুভাবজনিত সুখের তরঙ্গ আছে। ইহা এক অভিনব বৈচিত্র্য।

"নিজ কামপূর্ণতা এব সুখোৎপত্তৌ হেতুঃ। কিন্তু তদ্বিনৈব শ্রীরাধায়াঃ শ্রীকৃষ্ণানুভবসুখং জায়তে ইত্যেব তত্র বিচিত্রতা কারণং বিনা কার্য্যোৎপত্তেঃ ইত্যতঃ তৎসুখাস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণস্য-বাঞ্ছা জাতা।" (বিশ্বনাথ)

গোপীকার কৃষ্ণানুরাগ যে সর্ব্বতোভাবে কাম-গন্ধবর্জ্জিত এই কথা শুধু বলা হইল। কথাটা গোপীকাদের জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস্তব কথা বা ঘটনা দ্বারা প্রমাণীভূত করা প্রয়োজন। ভাগবতের শ্লোক দ্বারা প্রমাণিত করা যাইতেছে।

রাসের দিনে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান করিলে বিরহিণী গোপীকাগণ আকুল ভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে কহিতেছেন (গোপীগীতির শেষ শ্লোক)—

"যত্তে সুজাত চরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয় দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসিতদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কুর্পাদিভি ভ্রমতি ধী র্ভবদায়ুষাং নঃ ॥"

ওগো প্রাণপ্রিয়! তোমার রাঙা চরণ দুটি পদ্ম হইতেও সুন্দর, পদ্মের কোমল-পলাশ হইতেও সুকোমল। ঐ চরণ দুটি যখন আমরা বুকের উপর ধারণ করি তখন আমাদের মনে ভয় হইতে থাকে। মনে ভাবি, চরণ তোমার কত কোমল আর বক্ষ আমাদের কী কঠিন! বোধ হয় তোমার ব্যথা হয় তাই অতি ধীরে ধীরে ধারণ করি।

তুমি প্রিয়, অপরিহার্য্য প্রেমের বিষয়। প্রাণ ত্যাগ করিতে পারি তবু তোমা বিষয়ক প্রেম ছাড়িতে পারি না। ভালবাসার স্বভাবই এইরূপ—যে বুক ভরা ভালবাসা, সেই বুকের অন্তস্থলে সে ভালবাসার ধনকে পুরিয়া রাখিতে চায়। আমরা তো সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারি না। বিধি প্রতিকূল। বক্ষে তোমায় রাখিব তাতে বক্ষোজ বাধা। তাই তদুপরিই ধারণ করিয়া ভাবি তোমার চরণের কষ্ট হইতেছে। আর এখন সেই কোমল চরণে কঠিন ব্রজের মাটিতে হাটিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিতেছ। তাহাতে পথের কাঁকর ও তৃণাঙ্কুরের দ্বারা কি বেদনা প্রাপ্ত হইতেছে না। এই কথা ভাবিয়া আমাদের বিচার বুদ্ধি বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে।

শ্লোকটিতে বুঝিবার বিষয় তিনটি—(১) গোপীগণ নিজেদের বিরহ ব্যথায় যতটা ব্যাকুল, তদপেক্ষা অধিকতর ব্যাকুল প্রিয়ের চরণতলে ব্যথা লাগিতেছে ইহা ভাবিয়া। (২) তাহারা নিজবক্ষে শ্রীকৃষ্ণের চরণস্পর্শে আত্মসুখে জ্ঞান হারা না হইয়া প্রিয়ের সুখের দিকে লক্ষ্য করিয়া সুখের বিরোধী যে ভীতি, সেই ভীতিযুক্ত হৃদয়ে ধীরে ধীরে ধারণ করেন। (৩) গোপীকার বক্ষে চরণ রাখিয়া শ্রীকৃষ্ণের বস্তুতঃ সুখই হইয়া থাকে। সেই সুখেও, বোধ হয় চরণে পীড়া পাইতেছেন—গোপীগণ এইরূপ আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ কারণে গোপীর অন্তরে নিজ সুখ-কামিতার যে অত্যন্তাভাব তাহা রসজ্ঞজন-চিত্তে সুপরিস্ফুট হইল।

মহাভাবস্বরূপা গোপীকাগণের ঐ স্বরূপবশতঃই নিজ সুখদুঃখ অনুসন্ধান করিবার যোগ্যতা নাই। তাহাদের কায়িক বাচিক মানসিক যাবতীয় চেষ্টা ও সংকল্প কৃষ্ণসুখের জন্য। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই রাসরজনীতে গোপীগণকে বলিয়াছেন--

"এবং মদর্থোজ্‌ঝিত লোকবেদ স্বানাং।"

"হে অবলাগণ, তোমরা আমার প্রীতির জন্য ইহলোক পরলোক বেদবিহিত ও সমাজবিহিত ধর্ম্ম এবং স্বজনবৃন্দকে পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছ। কথাটি বিশেষভাবে প্রণিধানের বিষয়। সর্ব্বত্যাগ করা অতীব সুকঠিন। তবুও তাহা করা যায়, যদি তাহাতে ত্যাগকারীর শান্তি হয়। শ্রীগীতায় পাওয়া যায়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরং" অর্থাৎ ত্যাগ হইতে অনবচ্ছিন্ন শান্তি লাভ করা যায়। কিন্তু সেই শান্তি কাহার জন্য? নিশ্চয়ই, ত্যাগকারীর জন্য। সুতরাং ঐ জাতীয় ত্যাগও একটি বিশেষ প্রকার আত্মসুখযুক্ত।

একমাত্র গোপীকার ত্যাগ ভিন্ন আর সর্ব্বত্রই ত্যাগের আড়ালে কোন না কোন প্রকার ভোগ দৃষ্ট হয়। ব্রজদেবীগণের সর্ব্বত্যাগ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ সুখার্থ। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে বলিলেন, তোমরা আমার সুখের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুখাপেক্ষা ত্যাগ করিয়াছ।

এস্থলে আরও একটি আস্বাদনের বিষয় এই যে, গোপীদের সর্ব্বত্যাগে বিচার বুদ্ধিও নাই। আমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলে কৃষ্ণ সুখী হইবেন এবম্প্রকার বিচার করিয়া তাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করেন নাই। কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগেই তাঁহারা সর্ব্বত্যাগ করিয়াছেন। ত্যাগ করাইবার কর্ত্তা বিচার বুদ্ধি নহে, কৃষ্ণানুরাগ। ঐ অনুরাগের স্বভাবই হইল তদ্ভিন্ন বস্তুতে অননুসন্ধান ঘটাইয়া দেওয়া। প্রিয়ের প্রীতি বিধানই মূল লক্ষ্য বলিয়া বিষয়ান্তরে ঔদাসীন্য স্বাভাবিক। সমর্থারতির লক্ষণ বিচারে বলা হইয়াছে—

"যদস্যাং কৃষ্ণসৌখ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ।"

তাঁহাদের সকল উদ্যমের মূলে কৃষ্ণসুখ কামনা। আত্মসুখ-দুঃখের ভাবনা নহে। কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন,—

"আত্ম সুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।"
কৃষ্ণ সুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি "মদর্থ" শব্দটির অর্থ আমার জন্য, আমার আনন্দ সম্পাদনের উদ্দেশ্যে। এই শব্দটির মধ্যে একটি আস্বাদনের সামগ্রী আছে। শ্রীকৃষ্ণ হইলেন স্বয়ং ভগবান। ভগবানের উদ্দেশ্যে ত্যাগ নিতান্ত অসম্ভব বা দুর্লভ নয়। ভগবানের উদ্দেশ্যে ত্যাগে লাভ ভিন্ন অলাভ নাই। ভগবান নিজেই অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার ভজনা করিলে—

"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥"

আমি তোমাকে সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভের যথাযথ ব্যবস্থা করিব। তোমার শোকের কোন হেতু নাই। এ বড় ভরসার কথা। এইরূপ একটি আশ্বাস বাক্য পাইলে ত্যাগকরা নিতান্ত অসম্ভব নয়। ভগবানের জন্য ত্যাগের ফলে নশ্বর ভোগের বদলে চিন্ময় ভোগ লাভ হইবে। কিন্তু ব্রজ-বধূগণের ত্যাগ ঐরূপ কোনও আশ্বাস বা ভরসা বাক্যের উপর নির্ভরশীল নহে। তাহারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানেন না। তাহারা মাত্র জানেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যশোদার দুলাল ও তাহাদের কোটি প্রাণ-নির্ম্মঞ্ছন পরম প্রিয়তম।

শ্রীকৃষ্ণ "মদর্থ" কথাটি বলিয়াছেন, তখন নিজের দিকে তর্জ্জনী অঙ্গুলিটি দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়া কহিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, আমি নন্দসুত, এই আমার জন্য সর্ব্বত্যাগ করিয়াছ। যে আমি ভগবান সে আমার জন্য নহে। গোপীকার ত্যাগটী শ্রীকৃষ্ণ ভগবান এই বিচারের ফলে নহে। কৃষ্ণ তাহাদের প্রাণপ্রেষ্ঠ এই পরম প্রেমের আবেশেই তাহারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বত্যাগী। বিশ্বসাহিত্যে এই পরম ত্যাগের আর জুড়ি নাই।

এতাদৃশ মহামহিমামণ্ডিত প্রেমের দুয়ারে ভগবান পর্য্যন্ত "হার মানিয়া" যান। দেনার দায়ে দেউলিয়া হইয়া পথের ফকীর হইয়া যান। কিরূপে তাহাই বলিতেছি।

গীতায় শ্রীভগবানের একটি প্রতিজ্ঞা বাক্য আছে। "যে যথা মাং" ইত্যাদি শ্লোকে তাহা স্ফুট আছে। বাক্যটির তাৎপর্য্য এই যে, যে জাতীয় ও যে পরিমাণ ফলানুসন্ধান লইয়া ভক্ত তাহাকে ভজনা করিয়া থাকে তিনি তাহাকে তজ্জাতীয় ও তৎ পরিমাণ অভীষ্ট প্রদান করিয়া ভজনা করিয়া থাকেন। ভক্ত স্বর্গসুখ, মুক্তিসুখ, সেবাসুখ, বাৎসল্য সখ্যাদি যে যেভাবে কামনা করে তাহাই তিনি প্রদান করেন। এই পরম প্রতিজ্ঞা বাক্যটি ব্রজদেবীগণের ভজনে মিথ্যা হইয়া গিয়াছে।

মিথ্যা হইবার তিনটি কারণ। (১) গোপীর কোন কামনাই নাই। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের কিছুই দিবার নাই। (২) গোপীর চিত্তে কৃষ্ণসুখ কামনা আছে, তাহা দিতে হইলে নিজেকেই সুখী হইতে হয়। এই সুখ দেবার জন্য দিতে গেলে আরও সুখী হইতে হয়। দিতে গেলেই যে দেনা বাড়ে, তাহা পরিশোধের সম্ভাবনা কোথায়? (৩) গোপীকারা সব ছাড়িয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত অর্পণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজ চিত্তকে বহুস্থানে বহুভক্তে প্রেমযুক্ত করিয়াছেন। সুতরাং গোপীপ্রেম অখণ্ডিত, কৃষ্ণপ্রেম খণ্ডিত। তাই গোপীভজনানুরূপ ভজন শ্রীকৃষ্ণের না হওয়ায় তাঁহার নিজের প্রতিজ্ঞা বাক্য মিথ্যা হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গিয়াছে। মিথ্যা যে হইয়াছে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ শ্রীকৃষ্ণের নিজ মুখের স্বীকৃতি। "ন পারয়েঽহং" (১০।৩২।২১) শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গোপীর নিকট নিজ ঋণের স্বীকারোক্তি দিয়াছেন।

গোপীপ্রেমে কামগন্ধ থাকিলে তৎ পূরণের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা সত্য হইত। প্রতিজ্ঞা সত্য হইলে আর নিজমুখে "দেনা" স্বীকার করিতে হইত না। সুতরাং গোপীকার কৃষ্ণ-প্রীতি যে কত নির্ম্মল নির্দ্দোষ নিরুপাধি তাহা বলা হইল। এইরূপ আত্মসুখ-তাৎপর্য্য-বিহীন চিত্তভূমিতে সুখের উদয়টি যে কিরূপ তাহাই জানিতে শ্যামসুন্দর লুব্ধ।

এখানে অপর একটি বিবেচনার বিষয় আছে। শ্লোকেও কবিরাজ গোস্বামীর অক্ষরে সকল গোপী সম্বন্ধেই শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের কথা বলা হইয়াছে। কথাটি বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া সামান্যতঃ বলা হইয়াছে। বিশেষ অনুসন্ধানে বুঝা যাইবে যে, ঐ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ একমাত্র শ্রীরাধিকার প্রেম সম্বন্ধেই। যদি সকল গোপীকার কাছেই শ্রীকৃষ্ণের ঋণ থাকে তাহা হইলে জগতের যাবতীয় নিষ্কাম ভক্তের কাছেও ঋণ থাকিতে পারে। বস্তুতঃ তাহা থাকে না। শ্রীকৃষ্ণ রসের বিষয় হইলেও বিষয়-রূপে আশ্রয় হইয়া প্রত্যেক গোপীকেই ভজনানুরূপ ভজন করিয়া থাকেন।

অধিরূঢ় মহাভাবের দুইটি বিভাগ। মোদন এবং মাদন। মোদন ভাবটি শ্রীকৃষ্ণে আছে। মাদন মহাভাবটী একমাত্র শ্রীরাধিকারই সম্পত্তি। মাদন লক্ষণে শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—

"সর্ব্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনীসারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ্লাদিনীশক্তির চরমতম পরিণতিই মাদন। ইহা মোদনাখ্য মহাভাব হইতে উৎকৃষ্টতর। ওটি একমাত্র শ্রীরাধাতেই আছে। মোদনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাব পর্য্যন্ত সকল ভাবেরই শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপে আশ্রয় হইয়া থাকেন। অতএব মোদনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাব পর্য্যন্ত যাবতীয় ভাব সম্পদের অনুরূপ ভজন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ নিজ "যে যথা মাং" প্রতিজ্ঞা বাক্য রক্ষা করেন।

অতএব একমাত্র শ্রীরাধা ভিন্ন অন্য কোন গোপীকার কাছে শ্রীকৃষ্ণ ঋণী থাকেন না। মাদনাখ্য অধিরূঢ় মহাভাব সম্বন্ধে "রাধায়াং এব" এইরূপ কথা বলিয়া শ্রীরূপ জানাইলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ ঐ মাদনাখ্য ভাবের কদাপি আশ্রয় হইতে পারেন না। উহার আশ্রয় শ্রীরাধাই। শ্রীকৃষ্ণ উহার কেবল বিষয় বলিয়া ভজনানুরূপ ভজন করিতে পারেন না। সুতরাং প্রতিজ্ঞা বাক্যটী ভঙ্গ হইয়া যায়।

প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া শ্যামসুন্দর যদি মাদনাখ্য মহাভাবের আশ্রয় হইতে একান্ত ইচ্ছা করেন তাহা হইলে যশোদানন্দন আবেশ ছাড়িয়া শচীনন্দনাবেশে স্থিত হইতে হয়। শ্যামকান্তি ঢাকা দিয়া গৌরকান্তি করিতে হয়। মুরলী-বদন না হইয়া হরিকীর্ত্তন-মুখরিত-বদন হইতে হয়, ব্রজকুঞ্জ ছাড়িয়া নদীয়ার রাজপথের ধূলায় গড়াইতে হয়। জয় গৌরহরি বোল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন বাঞ্ছায় তৃতীয় বাঞ্ছা

নয় [গ]

প্রেমের চরম পরম পরিণত অবস্থাটির নাম মহাভাব। একথা বলা হইয়াছে। মহাভাবের একটি অশ্রুতপূর্ব্ব অসাধারণ ধর্ম্ম আছে। সেটি হইল এই যে, যিনি প্রেমের আশ্রয় তাহার অন্তরে বিন্দুমাত্র সুখবাঞ্ছা থাকিবে না অথচ প্রেমের যিনি বিষয়, তাহার আনন্দেই হৃদয়ে অফুরন্ত আনন্দের উদয় হইবে।

গোপীগণ মহাভাববতী বলিয়াই তাঁহাদের হৃদয়ে লবমাত্র সুখবাসনা নাই। তথাপি মহাভাবের স্বভাব বশতঃই শ্রীকৃষ্ণ-সুখে সুখোৎপত্তি হইয়া থাকে। লৌকিকে, সুখাপেক্ষাই সুখোৎ-পত্তির হেতু। গোপীপ্রেমে এই নীতির বৈপরীত্য। এই কারণাভাবে কার্য্যোদয়—বাঞ্ছা রহিত চিত্তে অনির্ব্বচনীয় সুখোদয় একটি অপূর্ব্ব ব্যাপার। এই সুখটি এমনই লোভনীয় সামগ্রী যে, স্বয়ং সুখস্বরূপও তজ্জন্য লালসান্বিত।

রসিকেরা সুখবাঞ্ছাকে প্রীতিরসের "উপাধি" বলিয়া থাকেন। গোপীপ্রেমে ঐ উপাধি নাই বলিয়া উহাতে নিরুপাধি প্রীতি বলা হয়। কবিরাজ গোস্বামীর মধুর অক্ষরে—

"নিরুপাধি প্রেম যাঁহা তাঁহা এই রীতি।
প্রীতি বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের প্রীতি॥"

প্রীতির বিষয় অর্থাৎ প্রিয়জন। প্রিয়জনকে সুখী করা ভিন্ন নিজে সুখী হইবার লালসা থাকে না এমন যে নিরুপাধি প্রীতি, তাহার স্বভাব এই যে, বিষয়ের সুখে আশ্রয়ের সুখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। প্রীতির বিষয় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দে প্রীতির আশ্রয় গোপিকাদের আনন্দ। "প্রীতি বিষয়ানন্দে তদাশ্রয়ানন্দ" গোপীপ্রেমের এই নিরুপাধিত্ব যে কতদূর পরাকাষ্ঠায় পৌঁছিয়াছে তাহা আরও পল্লবিত করা যাইতেছে।

গোপিকাগণ যখন শ্যামসুন্দরকে দর্শন করেন তখন নিশ্চয়ই বিপুল সুখের উদয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষী আপত্তি করিতেছেন —"ননু তদপি সুখং গোপীনাং স্বসুখায় ভবতু। তথাসতি কামদোষ আপতেদিতিচেৎ"—শ্রীকৃষ্ণদর্শনে তাহাদের যে সুখ হয়, সেইটিই তাহাদের স্বসুখ কামনাজন্য হয়, ইহাই বলিব। সুতরাং ঐ প্রেমে যে কামদোষ নাই, তাহা কীভাবে স্থাপন করিবেন ?"

উত্তর দেওয়া যাইতেছে। কৃষ্ণদর্শনজনিত সুখ গোপীর নিশ্চয়ই হয়। তাহারা সুখ চায় না তবু হয়। তাহাদের উচিত সুখকে তাড়াইয়া দেওয়া। তাহাও তাহারা দেয় না। একটু অপেক্ষা করিয়া বিবেচনা করে।

ভক্তের স্বভাব এই, যে-কোন দ্রব্যই সে লাভ করুক না, একবার পরখ করিয়া দেখে, কোন প্রকারে ইষ্টের সেবায় ইহা লাগান যায় কিনা। মুক্তার মালা পাইয়া শ্রীহনুমানজী উহা ছিড়িয়া কামড়াইয়া পরখ করিলেন কোথাও প্রভু রামের সম্বন্ধ গন্ধও আছে কিনা। যখন দেখিলেন একেবারেই নাই, তখন অবশ্য ফেলিয়া দিলেন।

গোপীরা যখন কৃষ্ণ দর্শন করে তখন তাহাদের পরম সুখ হয়। সেই সুখাধিক্যে তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও মুখের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রফুল্লতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তদ্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের পরম সুখোল্লাস হইয়া থাকে। তখন "অহো, আমাকে দর্শন করিয়া কৃষ্ণ এত সুখ পাইলেন"—এই ভাবনায় গোপীগণের সুখোচ্ছ্বাস আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠে। উদ্বেলিত সুখে গোপীকার অঙ্গ মুখ আরও আরও সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করে। গোপীর ঐ আনন্দোজ্জ্বল অঙ্গশ্রীতে নয়ন নিবদ্ধ করিয়া শ্যামসুন্দরের অন্তরের সুখসমুদ্র বিপুলভাবে আনন্দ-তরঙ্গময় হইয়া পড়ে। এই মত পরস্পর "হুড়াহুড়ি" লাগিয়া যায়। পরস্পর বাড়ে, কেহ হারে না।

"গোপীশোভা দেখি কৃষ্ণের শোভা বাঢ়ে যত।
কৃষ্ণশোভা দেখি গোপীর শোভা বাঢ়ে তত॥"

গোপীগণের রূপ ও গুণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের সুখের উদয় হয়; আর শ্রীকৃষ্ণের সুখাতিশয্য দর্শনে গোপীকার সুখ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

শ্রীকৃষ্ণ সুখত্বে গোপী সুখত্বং
তৎ সুখত্বেন পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ সুখত্বং (বিশ্বনাথ)

সুতরাং গোপিকাসুখং শ্রীকৃষ্ণসুখ বৃদ্ধ্যর্থং নতু স্বার্থং অতস্তত্রন-কামদোষ পতনাবকাশঃ। গোপীরা নিজসুখাভিলাষী হইয়া কৃষ্ণদর্শন করেন না। গোপী সুখে কৃষ্ণসুখ। গোপী সুখে শ্রীকৃষ্ণের সুখবৃদ্ধি। কবিরাজ গাস্বামী বলেন, "গোপিকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যবসান।" সুতরাং গোপীপ্রেমে কামদোষ বা স্বসুখ বাঞ্ছারূপ উপাধি উপস্থিত হইবার অবসর কোথায়?

"শ্রীকৃষ্ণ সুখমেব তাসাং সুখং ভবেৎ।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণসুখই গোপীকার সুখ। স্ব-তন্ত্ররূপে সুখানুসন্ধান তাহাদের বিন্দুমাত্র নাই। শ্রীকৃষ্ণ আস্বাদনজনিত সুখটিও তাহাদের স্ব-তন্ত্ররূপে হয় না—কৃষ্ণসুখ পর-তন্ত্ররূপেই হয়।

যদি কদাপি এমন ঘটনা ঘটে যে, শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে করিতে আনন্দের উদয় হয় এবং তাহা হইতে প্রেমের বিকারজ কম্প জড়তা প্রভৃতি ব্যক্ত হইয়া পড়ে, তখন কৃষ্ণ সেবায় বাধা প্রদানকারী ঐ পুলক কম্পাদির প্রতি ভক্তের মহাক্রোধের উদ্রেক হইয়া থাকে।

"নিজ প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ বাধে।
সে আনন্দের প্রতি ভক্তের হয় মহাক্রোধে॥"

কথাটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। আনন্দের প্রতি ক্রোধ। আনন্দই চরম পুরুষার্থ। বিশেষতঃ কৃষ্ণ-সেবাজনিত আনন্দ। যাহা পরম প্রার্থিত বস্তু। তাহার উপরও ক্রোধ। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করাই যে ভক্তের সর্ব্বসাধন ইহা সুস্পষ্ট হইল।

এখানে ক্রোধটি বস্তুতঃ আনন্দের উপর নহে। আনন্দজনিত বিকারের উপর। ঐ বিকার সেবানন্দের বাধক বলিয়া। সেবানন্দই ভক্তের জীবাতু। সে সেবাতেই আবিষ্ট। আবেশে আঘাত লাগিলেই মহাক্রোধ। শ্রীরূপের নিরুপম অক্ষর—

"গোবিন্দপ্রেক্ষণাক্ষেপি-বাষ্পপুরাভিবর্ষিণম্।
উচ্চৈরনিন্দদানন্দ মরবিন্দ বিলোচনা॥"

পদ্মনয়না গোপিকাগণ অশ্রুবর্ষণকারী প্রেমানন্দকে উচ্চৈস্বরে নিন্দা করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা গোপীদের যে স্বসুখবাঞ্ছা থাকিতেই পারে না ইহা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সেবা' কথাটির অর্থ হইল প্রিয়ের মর্ম্ম বুঝিয়া তদানুকূল্যময় কর্ম্ম করা। শ্যামসুন্দরের অন্তরে কখন কি সংকল্প উঠে তাহা সম্যগ্‌রূপে বুঝিবার ও বুঝিয়া অনুকূল কার্য্য করিবার যোগ্যতা সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে গোপিকাতেই বিরাজমান।

পূর্ব্বপক্ষী আর একটি আপত্তি উঠাইতেছেন। বলা হইল যে, গোপীর আত্মসুখাভিলাষ নাই। সবই কৃষ্ণের সুখের জন্য। একথা স্বীকার করিতে পারিতেছি না। রাস রজনীতে শ্রীকৃষ্ণ যখন বংশীবাদন করেন, তখন গোপীগণ উন্মাদিনীবৎ ছুটিয়াছিলেন, যার যে কার্য্য ছিল তাহাই পরিত্যাগ করিয়া। সেই কালে কে কোন্ কার্য্যে ছিলেন, শ্রীশুকদেব তাহার একটি সংক্ষেপ বর্ণনা দিয়াছেন। সেখানে উক্ত আছে—

"লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোঽন্যা
অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চ লোচনে।"

কোনও কোনও গোপী নিজ দেহে চন্দনাদি লেপন করিতেছিল, কেহ বা প্রসাধন দ্রব্যাদি দেহে মার্জ্জন করিতেছিল, কেহ বা চক্ষুতে কাজল পরিতেছিল।

ইহাতে বোঝা যায় গোপীদের দেহাভিনিবেশ ছিল। উহা না থাকিলে কেহ নিজ দেহের মার্জ্জন, অনুলেপন ও ভূষণধারণ করিতে পারে না। সুতরাং গোপীর নিজ দেহেও প্রীতি আছে।

আপত্তিকারীর ভাষা—

"তবে যে দেখিয়ে গোপীর নিজ দেহে প্রীত ?"

উত্তর দেওয়া হইতেছে। গোপীগণ দেহের মার্জ্জন ভূষণ করে না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন কথা বলিব না। পূর্ব্বপক্ষীয় অভিযোগ সত্য, কিন্তু গোপীদের চিত্তের সামগ্রিক অভিনিবেশ যে কৃষ্ণসুখে, নিজ দেহে নয়, ইহাই প্রতিপন্ন করিব। তাহাদের যে দেহপ্রীতি তাহা সর্ব্বতোভাবেই—

"কৃষ্ণের লাগি জানিহ নিশ্চিত।"

ইহা এক অভিনব সংবাদ। সর্ব্বত্র সকল প্রকার সাধন পথেই দেহের সেবা ভজন-রাজ্যে বাধক। সর্ব্বত্রই দেহকে তুচ্ছ করিয়া, দেহের প্রয়োজন ভুলিয়া যাইবার বিধান। একমাত্র গোপীর ভজনেই দেহের প্রসাধন ভজনের অনুকূলতা-আধায়ক।

নিত্য ঠাকুরপূজা করেন যে পূজারী, তিনি প্রত্যহই কোশাকুশী প্রভৃতি পূজার বাসনপত্রগুলি উজ্জ্বল ভাবে মাজ্জর্ন করেন। তাহাতে পূজায় আনন্দ হয়। শ্রীকৃষ্ণ সেবায় যে সকল উপচার লাগে, গোপীরা মনে করেন যে তন্মধ্যে তাহাদের দেহও একটি উপচার। তাহারা তাহাদের দেহরূপ বাসন-খানিকে নিত্য উজ্জ্বলভাবে সুসজ্জিত করেন কৃষ্ণপূজার জন্য।

পূজার উপচার ঠাকুরেরই সম্পদ্, পূজারী তাহার তত্ত্বাবধায়ক মাত্র। গোপীদের দেহ সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পদ্, গোপীর উপর তাঁহার যথোচিত যত্ন করার ভার ন্যস্ত মাত্র।

"এই দেহ কৈলু আমি কৃষ্ণে সমর্পণ।
তাঁর ধন তাঁর এই সম্ভোগ সাধন॥"

ইহাই গোপীগণের অন্তরের ভাবনা। সমর্পিত দেহমনের মালিক তিনিই। এই দেহকে বসন ভূষণে সজ্জিত করিলে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সুখী হন। এই দেহ স্নানাদি দ্বারা সংস্কৃত করিয়া ইহাতে প্রসাধনীয় দ্রব্যাদি মার্জ্জন করিলে, শ্রীকৃষ্ণ ইহা সমাদরে ভোগ করতঃ আনন্দ লাভ করেন—এই প্রকার নিবিড় কৃষ্ণাভিনিবেশ বশতঃই ব্রজদেবীগণ কৃষ্ণের সেবোপচার নিজ নিজ দেহের যত্নাদি করিয়া থাকেন।

"এই দেহ দর্শন স্পর্শে কৃষ্ণ সন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জন ভূষণ॥"

নিজের দেহকে কৃষ্ণের সম্পত্তি মনে করিয়া তাহার সেবাযত্ন গোপীভাব ছাড়া আর জগতে কোথাও নাই। নিজ দেহকে অলঙ্কারে সজ্জিত করিবার কালে "এই আমি শ্রীকৃষ্ণের আদরের দেহকে সাজাইতেছি" এইরূপ অন্তর্ভাবনা নিরুপাধি প্রীতির পরাকাষ্ঠা যেখানে, সেখানেই পরিব্যক্ত হইতে পারে।

গোপীগণের এই স্বভাব সাধনালব্ধ বস্তু নহে। ইহা নিত্যসিদ্ধ ও স্বাভাবিক। এই কামগন্ধহীন স্বাভাবিক কৃষ্ণ-প্রেমবতী গোপীগণের মধ্যে রূপে গুণে ভাগ্যে প্রেমে সর্ব্বাধিকা হইতেছেন ভানুরাজনন্দিনী শ্রীরাধা। শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করিয়া শ্রীরাধার অন্তর্হৃদয়ে যে সুনিবিড় সুখানুভূতি, তাহা ভোগ করিতে রসিকশেখর ব্যাকুলভাবে লালসাপূর্ণ।

তৃতীয় বাঞ্ছা আলোচনায় এই কথাটিই হার্দ্দ। শ্রীরাধার হৃদয়-সমুদ্রে যে মহাসুখের উদ্বেল তরঙ্গ, তাহার নিরুপম বিচিত্রতা কিরূপ, তাহা ভোগ করিবার জন্য আনন্দ-রসের ঘনবিগ্রহ পর্য্যন্ত লোভ-কাতর।

কোন বস্তুর সর্ব্বাঙ্গীন বর্ণনায় আধার-আধেয় উভয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণনাই স্পষ্ঠু। শ্রীরাধায় যে সুখ তাহার আধার শ্রীরাধার হৃদয়, আর আধেয় হইল সুখ। ঐ আধারটি যে সর্ব্বতোভাবে স্ব সুখাভিনিবেশরহিত, ইহা এই পর্য্যন্ত বলা হইল। এক্ষণে আধেয়টি অর্থাৎ অনুভূত ঐ সুখবস্তুটির স্বরূপ কি, গভীরতা কত, তাহা বলা হইবে।

যে গহন গভীরে রসরাজের পর্য্যন্ত প্রবেশ নাই সেকথা আমরা বলিব কি প্রকারে? বলিবার কোন উপায় বস্তুতঃই ছিল না। সম্প্রতি উপায় হইয়াছে। ব্রজনাগর তস্কর সাজিয়া ঐ গুপ্ত রত্ন লুটিয়া আনিয়া নদীয়া-নীলাচলের রাজপথে ছড়াইয়া গিয়াছেন। ঐ ছড়ান রত্ন কুড়াইয়া যাঁহারা কণ্ঠহার করিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্ক ধরিয়াই এ সব কথা বলিবার প্রয়াস সম্ভব। যা বলান গৌর চোর। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

তিন বাঞ্ছায় তৃতীয় বাঞ্ছা

দশ [ঘ]

মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা। মহাভাবের তিনি ঘনীভূত প্রতিমা। মহাভাব-সূর্য্যের আলোক অতি তীব্র। সেই আলোকে শ্রীরাধার আধারে স্বসুখ-বাঞ্ছা সর্ব্বতোভাবে তিরোভূতা। সমগ্র অন্তরটি ভরিয়া আছে শুধু কৃষ্ণসুখৈকবাঞ্ছা। এরূপ একটি অপূর্ব্ব আধার অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর দ্বিতীয়টি নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আধারে যে সুখের উদয় তাহা অতীব মাধুর্য্যাবগাহী। ঐ বস্তুর আস্বাদনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রও লুব্ধচিত।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং পূর্ণ আনন্দরসের বিগ্রহ। "কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ।" শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের পূর্ণতার তুলনায় নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দও ন্যূন। ব্রহ্মপ্রাপ্তিতে অন্তর রাজ্য—মন প্রাণ আত্মা আনন্দে পূর্ণ হয়, কিন্তু চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক অতৃপ্ত থাকে। শ্রীকৃষ্ণে অন্তর বাহির সমভাবে তৃপ্তি লাভ করে।

চক্ষুমাত্রেই আছে রূপ দর্শনের লালসা। কর্ণ মাত্রেই আছে মধুর শব্দ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা। নাসিকায় আছে মনমাতান গন্ধ গ্রহণের প্রবলেচ্ছা, জিহ্বাতে মধুর রস আস্বাদনের লোলুপতা, ত্বকে স্নিগ্ধ কোমল বস্তু স্পর্শের গূঢ় বাসনা। ইন্দ্রিয়বর্গের এই সকল অদম্য ক্ষুধার চিরনির্বৃতি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেই হইয়া থাকে। সর্ব্ববিধ আকূতির পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তি-প্রদায়ক বলিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই পূর্ণতম আনন্দঘন বিগ্রহ।

শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের অংশ হইতেই নিখিল বিশ্বজগৎ আনন্দিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এতস্যৈব আনন্দস্য অন্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" তাঁহার আনন্দের কিঞ্চিন্মাত্র অংশাবলম্বনে বিশ্ব সংসার আনন্দ লাভ করে।

আনন্দের এই ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীনন্দনন্দন শ্রীরাধাঠাকুরাণীকে দেখিয়া বলেন,—হে কল্যাণি, আনন্দদায়িণি, তোমাকে আস্বাদন করিয়া আমার ইন্দ্রিয়কুল পুনঃ পুনঃ মহানন্দে ডুবিতেছে (মুহুর্মোদতে), তোমার বিম্বাধরটি অমৃতের মাধুর্য্যকে পরাভূত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে (নির্ধূতামৃতমাধুরী), তোমার শ্রীবদন পদ্মের শোভাকে ধিক্কার দেয়, তোমার কলকণ্ঠ কোকিলের কুহুতানকে তিরস্কার করে (কুহুরুতশ্লাঘাভিদঃ), তোমার শ্রীঅঙ্গখানি মলয়জ হইতেও সুশীতল, তোমার সমগ্র সত্তাখানি নিখিল বিশ্বের অখিল সৌন্দর্য্যের আধার (সৌন্দর্য্য-সর্ব্বস্বভাক্)। সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বতোভাবে, তোমাকে ভোগ করিবার জন্য আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়বর্গ সতত লালসাযুক্ত।

শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে জানা যায় যে, তিনি সর্ব্বজগতের আনন্দের হেতু হইলেও শ্রীরাধা তাঁহার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আনন্দ-প্রদাত্রী। শ্রীকৃষ্ণের রূপে বিশ্বজীবের চক্ষু জুড়ায়, আর শ্রীরাধার রূপে শ্রীকৃষ্ণের চক্ষু জুড়ায়। বংশীতানে জীবজগতের শ্রবণেন্দ্রিয় বিমোহিত, শ্রীরাধার কলকণ্ঠে শ্রীশ্যামসুন্দরের কর্ণযুগল চিরতৃপ্ত। কৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে নিখিল জীবনিবহের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উল্লাস, শ্রীরাধার শ্রীঅঙ্গসৌরভে শ্যামের চিত্ত চির ব্যাকুল।

শ্রীকৃষ্ণরসে বিশ্বজগৎ সরস। শ্রীরাধার অধররসে শ্রীকৃষ্ণ বশীভূত। শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গস্পর্শ কোটীন্দুশীতল। শ্রীরাধার অঙ্গস্পর্শে শ্রীকৃষ্ণের দেহ চির সুশীতল। এইরূপ বিচারে শ্রীরাধা যে বিশ্বমোহনকারী শ্যামসুন্দরের চিত্ত-বিমোহিনী ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে।

শ্রীকৃষ্ণ হইতে শত শত গুণ অধিক আনন্দের মালিক না হইলে তাহার আনন্দের কারণ হওয়া সম্ভাব্য ব্যাপার নহে। শ্রীকৃষ্ণ হইতে 'গুণী' কিন্তু জগতে নিতান্তই অসম্ভব। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মম অসম্ভবতা নিশ্চিতভাবে সম্ভবতা লাভ করিয়াছে শ্রীরাধাঠাকুরাণীতে।

"আমা হৈতে গুণী বড় জগতে অসম্ভব।
একলি রাধাতে তাহা করি অনুভব॥"

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রিয়াহ্লাদ গুণৈরুদারা।
শ্রীরাধিকা রাজতি রাধিকেব॥

(গোবিন্দলীলামৃত)

শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেন্দ্রিয়ের আনন্দদায়ী মহদ্ গুণ-নিবহে উদার-স্বভাবা শ্রীরাধিকা শ্রীরাধিকার মতই শোভা পাইতেছেন। অনন্ত বিশ্বে কাহারও সঙ্গে তাঁহার আর তুলনা হয় না।

"অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য সমতা নাহি যাঁর।"

সুখময় শ্রীকৃষ্ণ জগতের একমাত্র সুখ-হেতু। আবার শ্রীরাধার রূপাদি সেই শ্রীকৃষ্ণের একমাত্র সুখের কারণ। "মম রূপাদিকং জগতাং সুখৈকহেতুঃ মম তু সুখৈকহেতুঃ শ্রীরাধা-রূপাণি।" বিশ্বের যিনি সুখ-হেতু, তাঁহার জীবাতু শ্রীরাধা।

পুনরায় অন্যরূপ বিচারে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য দৃষ্ট হয়। শ্রীরাধার রূপাদি আস্বাদন করিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে পরিমাণ সুখ হয়, তাহা অপেক্ষা শতগুণাধিক সুখ হয় শ্রীরাধার, শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি আস্বাদন করিয়া। ইহা এক অপূর্ব্ব কথা।

শ্রীরাধার দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের "চক্ষু জুড়ায়," আর শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে শ্রীরাধা "সুখে অগেয়ান" হইয়া পড়েন। আনন্দাধিক্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান হারা হন। শ্রীরাধার মুখের বচন শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণের "হরয়ে শ্রবণ"। আর, সাক্ষাৎ কণ্ঠ শ্রবণের কথা দূরে থাকুক, বংশী-ধ্বনির মাধুর্য্যের কথা পরস্পর বলাবলি করিতে আরম্ভ করিলে শ্রীরাধার শ্রবণেন্দ্রিয় চুরি হইয়া যায়।

"পরস্পর বেণু গীতে হরয়ে শ্রবণ।"

"ন জানে সাক্ষাৎ শব্দ-শ্রবণে কিং ভবেৎ" সাক্ষাৎ কৃষ্ণের কণ্ঠ শ্রবণে যে কী অবস্থা তার আর কে বর্ণনা করিবে। বেণু-ধ্বনির কথা আলাপনেই শ্রীরাধার চিত্ত এমন ভাবে বিভ্রান্ত হয় যে, তমালবৃক্ষকে জড়াইয়া ধরেন কৃষ্ণ মনে করিয়া। কেবল যে জড়াইয়া ধরেন তাহা নহে, উহাতে কৃষ্ণের আলিঙ্গন সুখ অনুভব করেন। "ন কেবলং আলিঙ্গনং তত্রাপি মদালিঙ্গনসুখমনু-ভবতি।" (বিশ্বনাথ)

শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধে শ্রীকৃষ্ণের "চিত্ত প্রাণ হরে"—শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় লুব্ধ হয়। সর্ব্বদাই তিনি ঐ গন্ধ পাইতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু শ্রীরাধা যদি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধ দূর হইতে অনুকূল বায়ুতে প্রাপ্ত হন তাহা হইলে আনন্দে অন্ধ হইয়া যান, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া কৃষ্ণের অভিমুখে উড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করেন।

"অনুকূল বাতে যদি পায় মোর গন্ধ।
উড়িয়া পড়িতে চাহে প্রেমে হঞা অন্ধ।"

সাক্ষাৎ অঙ্গগন্ধে যে কী অবস্থা হয় তাহা আর বলিবার ভাষা নাই।

শ্রীরাধার অধর-রস শ্রীকৃষ্ণকে "বশ" করিয়া থাকে। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাতে আসক্ত হইয়া পড়েন। বদন হইতে বদন তুলিতে সামর্থ্য থাকে না। পক্ষান্তরে শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের চর্ব্বিত তাম্বূলমাত্র আস্বাদন করিয়াই সুখের সাগরে নিমগ্ন হইয়া যান। অন্য রসাদি কিছু জানিতে পারেন না।

"তাম্বুল চর্ব্বিত যদি করে আস্বাদনে।
আনন্দ-সমুদ্রে ডুবে কিছুই না জানে॥"

চর্ব্বিত তাম্বুল প্রাপ্তেই এই অবস্থা। সাক্ষাৎ অধর-রস পানে যে কী হয় তাহা বর্ণনা করিবে কে ?

শ্রীরাধার অঙ্গগন্ধে শ্রীকৃষ্ণ "সুশীতল" হন। আর শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গগন্ধে শ্রীরাধার যে অনন্ত আনন্দ তাহার কথা—

"শত মুখে কহি যদি নাহি পাই অন্ত।"

শ্রীরাধা-প্রাপ্তে শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চেন্দ্রিয়ের যে সুখ, শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তে শ্রীরাধার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখ তদপেক্ষা বহু গুণে সমধিক। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-মাধুর্য্যে শ্রীমতীর চক্ষু দুইটি সতত আকুল তৃষ্ণাযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের বচন শ্রবণে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠিত কর্ণ। অঙ্গ-সৌরভ পাইবার জন্য নাসাপুট অতীব লালায়িত। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অধরামৃত পানের জন্য শ্রীরাধার রসনা নিরন্তর অনুরাগ-লসিতা (আরজ্যদ্ রসনাং), অঙ্গস্পর্শে রোমাঞ্চিতাঙ্গী। শ্রীমুখপদ্ম লজ্জায় সঙ্কুচিত। বাহিরে তিনি মহাধৈর্য্য প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরটি উদ্ভূত ভাববিকারসমূহ দ্বারা আকুল (প্রোদ্যদ্ বিকারাকুলাম্)। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন-স্পর্শনে শ্রীরাধা-স্বরূপে এই সকল মহাভাবের নিবিড়তা প্রকাশ লাভ করে। লীলার দ্রষ্টা শ্রীরূপগোস্বামিপাদের আস্বাদিত শ্লোকাক্ষর হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা সুপরিস্ফুট হইল। "শ্রীকৃষ্ণ দর্শনে শ্রীরাধায়াং মহাভাব-নিবিড়ত্বমিতি ধ্বনিতম্।" (বিশ্বনাথ)

শ্রীকৃষ্ণের রূপাদি পঞ্চগুণে মহাভাবময়ীর চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখ যে কৃষ্ণ হইতেও সমধিক, তাহা কোনরূপে কিঞ্চিৎ বলা হইল। (কথঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বর্ণিতং)। পরস্পরের অঙ্গে অঙ্গে যখন প্রগাঢ় মিলন ঘটে, তখন শ্রীকৃষ্ণের সুখ হইতে যে শ্রীরাধার সুখ কত বেশী তাহার বর্ণনা দিতে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বতোভাবেই অক্ষম। স্বয়ং ভোক্তারই যখন অক্ষমতা, অন্যে আর কী করিবে?

নিবিড় মিলন-সুখে শ্রীরাধায় যে "অঙ্গ-মাধুরী" প্রকাশ পায়, তাহা দর্শন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইয়া যান। বিস্মৃতির জন্য বর্ণনা করিবার সামর্থ্য তিরোহিত হয়। মিলন সুখ হইতে সঞ্জাত যে অঙ্গ-মধুরিমা তদ্বর্ণনেই যখন তিনি অপরাগ, তখন ঐ মাধুর্য্যের কারণীভূত যে মিলনানন্দ তাহার কথা আর কিরূপে কহিতে পারিবেন !!

রসশাস্ত্রের আদি আচার্য্য শ্রীভরত মুনি কহিয়াছেন, অঙ্গাঙ্গিভাবে প্রগাঢ় মিলনে রসের আশ্রয় ও বিষয় উভয়ের আনন্দ সমান হইয়া থাকে। লৌকিকে যেখানে সর্ব্বোত্তম প্রীতির ক্ষেত্র সেখানে বিষয়ের প্রতি আশ্রয়ের ও আশ্রয়ের প্রতি বিষয়ের আকর্ষণ সমান থাকে। ফলে মিলনে উভয়ের আনন্দই সমান হয়। সুতরাং ভরত মুনির কথা ঠিক।

ঠিক বটে। কিন্তু লৌকিকেই ঠিক। তিনি ব্রজের কথা কিছু জানিতেনও না, বলেনও নাই। যদি জানিতেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে ব্রজে যে এই নিয়মের ব্যতিক্রম আছে, তাহা বলিতেন।

শ্রীব্রজে নায়কশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ প্রীতির বিষয়। তাহা হইতে প্রীতির আশ্রয় নায়িকা-শিরোমণি শ্রীরাধায় অনুরাগের আধিক্য আছে। শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণ আরোহণ করিতে অক্ষম। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীরাধার অনুরাগ শ্রীরাধার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের অনুরাগ অপেক্ষা বহুগুণে অধিক।

ফলতঃ উভয়ের নিবিড় মিলনকালে, তজ্জনিত যে সুখ তাহাও শ্রীকৃষ্ণ হইতে শ্রীরাধার সমধিক। প্রেমের গাঢ়তার তারতমতা অনুসারেই মিলনসুখের ব্যাপকতা ও গভীরতার তরতমতা হইবে, রসরাজ্যে ইহাই বিধি। ব্রজ-মাধুর্য্যের সংবাদ ভরতমুনির অপরিজ্ঞাত ছিল বিধায় একথা তিনি বলিতে পারেন নাই। শ্রীকৃষ্ণ-মুখে কবিরাজ গোস্বামীর রসাল ভাষা—

"দোঁহার যে সমরস ভরতমুনি মানে।
আমার ব্রজের রস সেহ নাহি জানে॥"

শ্রীরাধা প্রেমের উচ্চতম শিখরে আরূঢ়া। তিনি মাদনাখ্য-মহাভাববতী। এই জন্যই তাঁহার সুখ শ্রীকৃষ্ণের সুখ হইতে অধিক। স্বসুখ-বাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময় মহাভাবময়ীর হৃদয়ে যে মহাসুখের তরঙ্গ তাহা এমনই এক নিরুপম বস্তু, যাহার আস্বাদন লালসায় রসিকশেখর লোভকাতর।

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল রসের অধিষ্ঠাতা। অখণ্ড রসের মূর্ত্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীরাধা নিখিল ভাবের অধিষ্ঠাত্রী, অখণ্ড ভাবের মূর্ত্তি। পূর্ণতম ভাবেই পূর্ণতম রসের পূর্ণতম আস্বাদন। এক্ষেত্রে সুখানুভূতিতে ভাবময়ী রসময়কে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। রসের ঠাকুর তাই ভাবময়ীর ভাবে ভাবিত হইতে লালসান্বিত হইয়াছেন। তৎ-প্রাপ্তিতে মহাভাবময়ীর যে কোটি গুণ অধিক সুখের আস্বাদন, তাহা আস্বাদন করিবার জন্য রসশেখরের মন উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়াছে।

"আমা হইতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ॥"

আমার অনুভব-জনিত শ্রীরাধার যে সুখাতিশয্য তাহা কিরূপ—"সৌখ্যং চাস্যাঃ মদনুভবতং কীদৃশং বা" ইহাই শ্যাম-সুন্দরের অন্তরের তৃতীয় বাঞ্ছা।

এই বাঞ্ছাত্রয়-পূর্ত্তির জন্য কি করিলেন তাহাই বন্ধুসুন্দরের করুণায় ক্রমে ভোগ করিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন বাঞ্ছার পরিণতি ও মহাপ্রভু

লীলাপুরুষোত্তম রসিকশেখর শ্রীশ্যামসুন্দরের অন্তরে তিনটি বাঞ্ছা। এই বাঞ্ছাত্রয়ের কথা সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ঐ বাঞ্ছা শ্রীকৃষ্ণের অন্তরে বাহিরে সমগ্র সত্তায়। তাঁহার সচ্চিদানন্দময় স্বরূপটির মধ্যে বাঞ্ছাত্রয় নিয়তই সামগ্রিকভাবে ক্রিয়াশীল। বাঞ্ছাত্রয়ের প্রবণতাই শ্যামসুন্দরকে গৌরসুন্দরে রূপায়িত করিয়াছে। রসতত্ত্বের অমোঘ দাবীর এই মহাপরিণতি।

বাঞ্ছা তিনটি, তিনটি বস্তু অবলম্বনে। আশ্রয়, বিষয় ও রস। আশ্রয় রাধা, বিষয় কৃষ্ণ, সুখানুভূতি রস। শ্রীরাধার প্রণয়মহিমা কিরূপ, এই প্রথম বাঞ্ছা আশ্রয়তত্ত্ব-বিষয়ক। শ্রীরাধাকর্তৃক মাদনাখ্য-মহাভাবের দ্বারা আস্বাদ্য আমার অদ্ভুত মধুরিমা কিরূপ, এই দ্বিতীয়বাঞ্ছা বিষয়তত্ত্ব-সম্বন্ধীয়। আমার অনুভব-জনিত শ্রীরাধার আমাপেক্ষা কোটীগুণ সুখাতিশয্য কীদৃশ, এই তৃতীয় বাঞ্ছা রসতত্ত্ব-অবলম্বনে।

একটি মৌলিক বাঞ্ছারই তিনটি রূপ। আশ্রয়ানুবন্ধী, বিষয়ানুবন্ধী ও রসানুবন্ধী। সুতরাং শ্যামসুন্দরের বাঞ্ছাত্রয় তাঁহার সমগ্র স্বরূপসত্তাকে আলোড়ন করে। এই আলোড়নের চরম পরিণতি শ্রীগৌরহরি। রসব্রহ্মের যে মৌলিক আকৃতি তাহার পরম পরিণতি শ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীকৃষ্ণ নিখিল রসের অধিষ্ঠাতা। শ্রীরাধা নিখিল ভাবের অধিষ্ঠাত্রী। একই রসব্রহ্ম অখণ্ড থাকিয়াই আস্বাদ্য আস্বাদক-রূপে দ্বিধা ব্যক্ত। পরিপূর্ণ ভাব না হইলে পরিপূর্ণ রস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আস্বাদন করা সম্ভব হয় না। আশ্রয়, বিষয়, দুই থাকা পর্য্যন্ত রসের দাবী মিটে না। তিন বাঞ্ছা রূপে উদ্‌ঘোষণা করিতে থাকে। তাই অনেক বিচার করিয়া দেখিলেন—

"বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন।"

বিজাতীয় ভাবে কথাটির অর্থ হইল, বিষয়-জাতীয় ভাবে। আশ্রয়-জাতীয় মাদনাখ্য-ভাববতী শ্রীরাধার ভাব অঙ্গীকার বিনা বাঞ্ছাপূর্ত্তির আর উপায়ান্তর নাই। রসের বিষয়কে আজ আশ্রয় হইতেই হইবে। শ্রীশ্যামসুন্দরকে রাধা হইতে হইবে। বিলাসের জন্য একের দ্বৈত। আজ নবায়মান বৈচিত্র্যের জন্য দ্বৈতের একত্ব। দ্বৈতের বৈচিত্র্য সম্পুটিত এই নব অদ্বয়-ব্রহ্ম। অনেক ভাবনায় শ্যামসুন্দর স্থির করিয়াছেন—

"রাধিকার ভাবদ্যুতি অঙ্গীকার বিনে।
এই তিন সুখ কভু নহে আস্বাদনে॥"

এস্থলে একটি প্রশ্ন উপস্থিত হইতে পারে, আস্বাদন-পরায়ণ শ্রোতার নিকট। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমার অবগতি, নিজ মধুরিমার অবগতি, আর শ্রীরাধার সুখাতিশয্যের অনুভূতি—এই তিনটি মনের ধর্ম্ম, ভাবময় স্বরূপের ধর্ম্ম।

ঐ মানস-ধর্ম্মের পরিপূর্ণতা সাধন কেবল মাত্র ভাবাঙ্গীকার দ্বারাই হইতে পারে। দ্যুতি বা কান্তি গ্রহণের উপযোগিতাটি কি। শ্রীস্বরূপের শ্লোকেও "তদ্ভাবাঢ্যঃ" কথাটিই আছে। শ্রীরাধার ভাবের দ্বারা যুক্ত বা ভাবসম্পদে ধনশালী হইয়াই হরীন্দু শচীগর্ভ-সমুদ্রে আবির্ভূত হইয়াছেন। সুতরাং দ্যুতি গ্রহণের কথাটি কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর দেওয়া যাইতেছে। বর্ণ বা কান্তি বস্তুস্বরূপ হইতে ভিন্ন কিছু নয়। বস্তুরই বহিরভিব্যক্তি দ্যুতি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যে শ্যামবর্ণ তাহা নিরর্থক নয়, নিগূঢ় কারণ হেতু। শৃঙ্গার রসের বর্ণই হইল শ্যাম। সুতরাং শৃঙ্গার রসরাজ-মূর্ত্তিধর যিনি, তিনি শ্যামলই হইবেন।

আবার, অনুরাগের বর্ণটি অরুণ। গাঢ়ানুরাগ বা মহাভাবের বর্ণই হইল গৌর। তাই মাদনাখ্য-মহাভাববতী ভানু-দুলালীর গৌরবর্ণটি মহাভাবেরই। সেই ভাবটিকে অন্তরে গ্রহণ করিলে বাহিরের কান্তিই স্বতঃই রূপায়িত হইবে। কেহ কেহ বলেন যে, মধুর রসের বর্ণ শ্যাম বটে, যতক্ষণ কাঁচা। কাঁচা আমটি শ্যামবর্ণ, কিন্তু পাকিলে গৌরই।

অথবা, শ্রীরাধার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করিলে বাহিরে তাহার কান্তি অবশ্যই রহিবে। কিরূপে শ্যামচাঁদ রাধাহৃদি সমুদ্রে প্রবেশ করিলেন, ইহাও এক মাধুর্য্যময় জিজ্ঞাস্য বটে। ইহার অনুশীলন পরবর্ত্তী নিবন্ধে করিবার ইচ্ছা রহিল। এক্ষেত্রে প্রথম বিচার্য্য বিষয় এই যে, গৌরসুন্দর যদি অন্তরে শ্রীরাধার ভাবমাত্র অঙ্গীকার করিয়া কান্তিতে কৃষ্ণবর্ণ ই থাকিতেন তাহা হইলে ক্ষতি কি ছিল ?

হাঁ, ক্ষতি ছিল। গৌরহরি যদি কৃষ্ণবর্ণ হইতেন তাহা হইলে তিন বাঞ্ছার পূর্ণ তৃপ্তি হইত না। যখন তিনি অন্তর্দ্দশায় অন্তর্মনা থাকিতেন, তখনই নিজেকে নিজে রাধা ভাবিতে পারিতেন ও 'কোথায় কৃষ্ণ, কোথায় কৃষ্ণ' বলিয়া কান্দিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিতেন। কিন্তু যেইমাত্র অর্দ্ধবাহ্য ও বাহ্যদশায় নিজের দিকে দৃষ্টি পড়িত, অমনি রাধাবেশ চলিয়া যাইত।

নিজের বর্ণ কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া আমিই কৃষ্ণ এই বিষয়জাতীয় ভাবের উদয় হইলে আশ্রয়জাতীয় ভাবাস্বাদনে ব্যতিক্রম ঘটাইত। অন্তরে যখন রাধাবেশ বাহিরেও তখন তাহার কান্তিই ভাবপুষ্টিকারক, কৃষ্ণরূপ থাকিলে উহা আবেশ ভাঙ্গিয়া আস্বাদনের পুষ্টিবিধানে বাধকতা করিত। সুতরাং ঐ স্বর্ণ-কান্তিই শ্রীগৌরের "আমি রাধা" এই অভিমানের সর্ব্বতোভাবে অনুকূলতা বিধায়ক।

অপর একটি প্রশ্ন এই, দুই তনুর গাঢ়তম মিলনের পরিণতিই যখন শ্রীগৌরসুন্দর, তখন নিরন্তর মিলনানন্দের অনুভবই স্বাভাবিক। কিন্তু তাহা না হইয়া প্রতিক্ষণেই বিরহের তীব্র বেদনা উদ্দীপ্ত কেন? রাত্রিদিনই—

"শ্রীরাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে।
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে॥"

কেন? উদ্ধব দর্শনে তো প্রবল বিপ্রলম্ভ। এতাদৃশ গাঢ়মিলনে দুই তনু একীভূত হইয়া গৌর বিপ্রলম্ভের প্রকট মূর্ত্তি হইলেন কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তরও আমরা ক্রমশঃ আস্বাদন করিব। এক্ষণে পূর্ব্বে যে প্রশ্নটি করা রহিয়াছে, তাহার অনুধাবন করিব। তিন বাঞ্ছা আলোচনার পূর্ব্বে আমরা প্রশ্ন তুলিয়াছি—শ্রীগৌরসুন্দর যে নাম প্রেমের মালা গাথিয়া জগৎকে পরাইলেন তাহা কিরূপে সম্ভব হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাম হইল সাধন। প্রেম হইল সাধ্য। "নাম ফলে কৃষ্ণপদে প্রেম উপজয়।" সেই নাম প্রেমের মালা হইল কি প্রকারে? মহাপ্রভুর দেওয়া প্রেমধন সাধারণ প্রেম নয়। যে প্রেম মুক্তি তুচ্ছ করে, সে প্রেম অতি উচ্চ। তাহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ব্রজজাতীয় প্রেম। তন্মধ্যে উৎকৃষ্টতর গোপীজাতীয় প্রেম। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, উৎকৃষ্টতম উন্নত উজ্জ্বল রাধাপ্রেম। ইহা মহা সম্পদ—পরমসাধ্য শিরোমণি।

পক্ষান্তরে, নাম হইল সাধনভক্তির অঙ্গ। নাম শ্রবণ, নাম কীর্ত্তন হইল ভজন। ভজন করিতে করিতে অনর্থের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইতে জন্মে নিষ্ঠা। নিষ্ঠা হইতে রুচি, তাহা হইতে আসক্তি। আসক্তির পর প্রেম, প্রেমের গাঢ়তায় ভাব। এই ক্রমে প্রেম-ভাবের উৎপত্তি হয়।

নাম ভজন করিতে করিতে এতগুলি স্তর পার হইয়া প্রেমভূমিতে পৌঁছিতে হইবে। এই প্রেম গাঢ়, গাঢ়তর হইয়া স্নেহ মান প্রণয় রাগ অনুরাগ ভাব ভূমি পার হইয়া মহাভাবে পৌঁছিবে। উন্নত উজ্জ্বল রস এই মহাভাব ভূমিকায় অবস্থিত। সাধনভক্তি নামের সঙ্গে এই মহাসাধ্য উজ্জ্বলরসের মালা গাঁথিলেন কি কৌশলে!

অনর্পিতচরীং শ্লোকে শ্রীরূপ কহিয়াছেন, শ্রীগৌরহরি "উন্নত-উজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং" সমর্পণ করিতে আসিয়াছেন। স্বভক্তিশ্রী বলিতে সাধনভক্তি, শ্রবণ কীর্ত্তনময় ভক্তি। মহাপ্রভুকে সংকীর্ত্তনের পিতা বলা হইয়াছে। জগতে নাম সংকীর্ত্তন দান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। এই ভক্তিশ্রী নামসংকীর্ত্তনের বিশেষণ উন্নত উজ্জ্বলরস কী করিয়া হইল ?

'নীলোৎপল' কথাটি সার্থক হয় যদি নীলত্ব আর উৎপলত্বের সমানাধিকরণতা হয়। অর্থাৎ বিশেষ্য বিশেষণ একাধারে থাকা চাই। সুতরাং হরিনাম কীর্ত্তন ও উন্নত উজ্জ্বলরস একাধারে থাকিলে শ্রীরূপের বাক্য সার্থক হয়। ফুলের মধ্যে সূত্র প্রবেশ করিলেই মালা হয়।

"শ্রবণ কীর্ত্তন উপায়, ব্রজপ্রেমধন উপেয়।" মনে করুন, ব্রজে যাইব। ব্রজ উপেয়, গন্তব্য স্থান। উঠিলাম হাওড়া হইতে গাড়ীতে। গাড়ী উপায়। ইহা সহজ কথা। কিন্তু ব্রজবিশিষ্ট গাড়ী কেমন করিয়া হইবে ? গাড়ী দ্বারা ব্রজের মালাগাঁথা কিরূপে হইবে ?

উপায় উপেয়ের সম্মিলন কুত্রাপি সম্ভব হয় নাই। মহাপ্রভু তাহাই করিয়া জীবকে দিয়াছেন। কেমন করিয়া করিলেন ? শ্রীরূপ একটি উত্তর দিয়াছেন, "করুণয়া" অপার করুণাশক্তি-বলে করিলেন। পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দর অপরিমিত করুণা-শক্তির প্রকাশে অসম্ভব সম্ভব করিয়াছেন।

করুণার প্রবাহটি কোন্ প্রণালীতে প্রবাহিত হইল তাহাই বলিতেছি। হরি, কৃষ্ণ, রাম এ'সব নাম নূতন নহে। কীর্ত্তন কথাটিও নূতন নহে। গীতাতে পাই "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং," মহাপ্রভু কীর্ত্তনের পিতা হইয়া কি দিলেন ? নাম ছিল, কীর্ত্তন ছিল। কিন্তু নামে এত মাধুর্য্য ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রভু নামের মধ্যে ব্রজের মাধুর্য্য প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। নামাক্ষরের মধ্যে ব্রজের উজ্জ্বলরস সংপুটিত করিয়া দিয়াছেন। সাধন-নামের মধ্যে সাধ্য প্রেম-ধন লুকাইয়া পুরিয়া জীবের হাতে দিয়াছেন। কিরূপে দিলেন?

মহাপ্রভু যখন উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়াছেন তখন তিনি কেবল মুখেই নাম করেন নাই, তাঁহার সমস্ত অন্তর দিয়া, সমগ্র সত্তা দিয়া নাম উচ্চারণ করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর মধ্যে যে তিন বাঞ্ছার পরিপূর্ত্তিময় আস্বাদন, উহা তাঁহার কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত নামাক্ষরের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছে।

আচার্য্যেরা বলিয়াছেন—"শ্রীচৈতন্য মুখোদ্গীর্ণং হরেকৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ," অক্ষরগুলি শ্রীগৌরসুন্দর উচ্চারণ করেন নাই—উদ্গীরণ করিয়াছেন। উদ্গার পরিপূর্ণ ভোজনের প্রকাশক। উদ্গারে আহার্য্য বস্তুর গন্ধ থাকে। মূলা খাইলে মূলার ঢেকুর উঠে, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। মহাপ্রভুর অন্তর ভরা রহিয়াছে রাধাভাবে কৃষ্ণ-আস্বাদন। সেই আস্বাদনের মধুরিমা তৎকণ্ঠোদ্গীর্ণ নামের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে।

পিষ্টক জাতীয় আহার্য্য দ্রব্যের বাহিরে একটা আবরণ থাকে, অন্তরে একটা স্বাদুতর 'পূর' থাকে। গৌর কণ্ঠোৎসারিত শ্রীনামাক্ষরেরও সেই অবস্থা হইয়াছে। উহার বাহিরে রহিয়াছে সাধনীয় নামাক্ষর। উহার অন্তঃস্তলে রহিয়াছে সাধ্যশিরোমণি উন্নত উজ্জ্বল রস। গৌরসুন্দরের আস্বাদন-বৈচিত্র্য নামের মধ্যে সংপুটিত হইয়া রহিয়াছে। তাই তিনি নাম-প্রেমের মালা গাঁথিয়া জীবের কণ্ঠে পরাইতে পারিয়াছেন। তাই তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ং" জীবজগৎকে সমর্পণ করিতে পারিয়াছেন। সাধ্য-সাধনের মিলন। উপায়-উপেয়ের সম্মিলন—এক অভূতপূর্ব্ব সংঘটন।

আপনি আমি বসিয়া আছি। বলিলাম "আগুন লাগিয়াছে!" আপনি নড়িলেন না, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায়, কিরূপে লাগিল?" সেই সময় পথে কেহ আর্ত্তনাদ করিল—"আগুন! আগুন!!"—আপনি ছুটিয়া গেলেন।

এমন কেন হইল? আমার দেওয়া আগুনের সংবাদটা বুদ্ধি-ভূমিকার। আপনার প্রতি-উত্তরও ঐ ভূমিকার। পথিকের আর্ত্তনাদ হৃদয়ের অনুভূতির—তার উচ্চারিত "আগুন" শব্দটার মধ্যে উদ্বেগ-আশঙ্কা-ত্রাস-ভরা। উহা আপনার হৃদয়ের মধ্যে প্রতিক্রিয়া আনিয়াছে। শব্দের মধ্যে যদি বেদনা থাকে, তবেই চেতনা জাগাইতে পারে।

গৌর-কণ্ঠের "কৃষ্ণ" শব্দের মধ্যে শ্রীরাধার পুঞ্জিত বেদনা আছে। তাই তাহা জীবহৃদয়ে চৈতন্য আনিয়া, গৌরের কৃষ্ণচৈতন্য নাম সার্থক করিয়াছে। হরি শব্দ চিরকালই ছিল। আজ গৌর মুখে—তিন-বাঞ্ছা-আস্বাদনপরায়ণ রাধাভাব-ভাবিত কৃষ্ণ কণ্ঠে—ঐ নামে যে অভূতপূর্ব্ব মধুরিমা হইল, উহা নামের অভ্যন্তরে চির সন্নিবিষ্ট হইয়া রহিল। রুচিমার্গে নিবিড় ভজন সঙ্গে অসীম করুণাশক্তির মিলনে ঐ মাধুর্য্য আস্বাদিত হইতে পারে।

শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর এই হেতু—হরিনামকেই "রাই ঋণ" কহিয়াছেন। শ্রীরাধার ঋণ নামাক্ষরেই মূর্ত্ত। এই সকল কথার মাধুর্য্য ক্রমে আস্বাদনের সাধ। জয় জগদ্বন্ধু। জয় গৌরহরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ ও মহাপ্রভু

বার (ক)

সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম বস্তুর একটি নিরুপম বিশিষ্টতা হইল এই যে, তাহাতে সকল প্রকার বিরোধিতার সমাধান পরিদৃষ্ট হয়। এ বিষয় কিছু আলোচনা পূর্ব্বে করা হইয়াছে। পরব্রহ্মে ঐশ্বর্য্যাবগাহী বিরোধিতার, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রে মাধুর্য্যাবগাহী বিরোধিতার ও শ্রীরাধাঠাকুরাণীতে রসাবগাহী বিরোধিতার সমাধানের কথা বলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তনু প্রেমপুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরে বিলাসাবগাহী একটি বিরোধিতার অভিনব সুসমাধান বিরাজমান। ঐটি আর কোথাও কোনও স্বরূপে বিদ্যমান নাই। সর্ব্বতোভাবে বিপরীত ধর্ম্মী সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভের একাধি-করণে চির অবস্থিতি একমাত্র শ্রীগৌরসুন্দরেই সুপ্রকট হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীবৃন্দাবনের যুগল কিশোরের রসবিলাস একটি গতিমতী প্রবাহিনীর মত। এই প্রবাহের দুইটি তট। মিলন আর বিরহ—সম্ভোগ আর বিপ্রলম্ভ। মিলন-তটে থাকিয়া ব্রজযুগল সম্ভোগ-রস আস্বাদন করেন, বিরহ-তটে থাকিয়া তাঁহারা বিপ্রলম্ভ-রস আস্বাদন করেন। বিরহ-তটের আস্বাদনের ভেদ চতুর্ব্বিধ—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য ও প্রবাস। যথানুক্রমে মিলন-তটের আস্বাদন বিচিত্রতাও চতুর্ব্বিধ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পূর্ণ ও সমৃদ্ধিমান্। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগটি হয় পূর্ব্বরাগের বিরহানন্তর। সংকীর্ণ সম্ভোগটি হয় মান-বিরহের বেদনার পরে। সম্পূর্ণ সম্ভোগটি হয় কিঞ্চিদ্দূর-প্রবাসের বিপ্রলম্ভের পরবর্ত্তী মিলনে। সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগটি আস্বাদিত হয়, সুদূর প্রবাসের বিপ্রলম্ভের অবসানে।

এই চারিটি সম্ভোগ ও চারিটি বিপ্রলম্ভ প্রত্যেকটিতে আট প্রকারের ভেদ থাকায় ব্রজে চতুঃষষ্ঠি রসের আস্বাদন হইয়া থাকে। এই প্রত্যেকটি রস-বিলাসের স্থিতি ও বিস্তৃতি সর্ব্বতোভাবে নির্ভর করে বিরহ-মিলনের বিরুদ্ধতার উপর। এই দুইয়ের সত্তার উপরেই ব্রজের রসপ্রবাহের বিদ্যমানতা। সুতরাং ঐ দুই না থাকিলে ব্রজরসবিলাস থাকে না। এইজন্য ঐ দুইকে অর্থাৎ বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগকে বিলাসাবগাহী বিরোধিতা বলিয়াছি।

বাম-দক্ষিণ দুই পায়ে যেমন মানুষ চলে, দুই পক্ষে যেমন পক্ষী উড়ে, প্রাতঃ ও সন্ধ্যার মধ্যে যেমন দিবসের বিশিষ্টতা ফুটে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা দ্বারা যেমন মাসের বিচিত্রতা ঘটে, সেইরূপ বিরহ ও মিলনের দ্বিবিধতায় ও পৃথকতায় ব্রজের রসবিলাস-স্রোতস্বিনী বহমানা থাকে। এই দুয়ের সমাধান বা একত্রীকরণ বৃন্দাবনে নাই।

ব্রজে মিলন-বিরহের একত্রীকরণ একেবারেই নাই, একথা ঠিক নহে। শ্রীগৌরসুন্দরে যেরূপ মিলন-বিরহের শাশ্বত একত্রীকরণ ঘটিয়াছে—ব্রজে তেমনটী অবশ্য নাই। কিন্তু মাঝে মাঝে আছে। মিলন-বিরহের মিলনে যে একটি অনবদ্য মাধুর্য্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তাহা ব্রজরসিকদের অনুভবে স্থানে স্থানে উপস্থিত হইয়াছে।

"প্রেমবৈচিত্ত্য" আস্বাদনটি মিলনে বিরহ-স্ফূর্ত্তিময়। প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ বলিয়াছেন গোস্বামিপাদ—

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষ স্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥"

প্রেমের উৎকর্ষতাবশতঃ প্রিয়ব্যক্তির সন্নিধানে অবস্থিত হইয়াও তৎসহ বিচ্ছেদজনিত যে পীড়ার অনুভব হয়, তাহার নাম প্রেমবৈচিত্ত্য।

শ্রীবিদগ্ধমাধবের পঞ্চমাঙ্ক হইতে দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে—শ্রীযমুনাতটে রাধাগোবিন্দ বিহার করিতেছেন। বৃন্দাদেবী কর্ণভূষণ যোগ্য দুইটি রক্তপদ্ম—অবতংসোচিতং কোকনদদ্বন্দ্বং, শ্রীগোবিন্দের হস্তে দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ সহর্ষে উহা গ্রহণ করিয়া শ্রীরাধার কর্ণে উহা পরাইয়া দিতে যাইতেছেন, এমন সময় দেখিলেন—"পুণ্ডরীক কোষে চঞ্চরীকো বর্ত্ততে।" শ্বেত-পদ্মটির মধ্যে একটি ভ্রমর।

ভ্রমরটি শ্রীরাধার বদনকে পদ্ম মনে করিয়া সেইদিকে ছুটিল। শ্রীরাধা শ্রীকরদ্বারা তাহাকে তাড়াইতে গেলে ভ্রমর শ্রীকরতলকে আর একটি পদ্ম মনে করিয়া সেই দিকে ছুটিল। ধৃষ্ট নির্লজ্জ ভৃঙ্গটা যাইতেছে না কেন, বলিয়া শ্রীরাধা ত্রাসান্বিত হইয়া বস্ত্রাঞ্চল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

মধুমঙ্গল ভ্রমরটাকে দণ্ডদ্বারা তাড়না করিতে করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুদূরে সরাইয়া দিয়া আসিয়া কহিল—"মহুসুঅনো, তিরহিদো" মধুসূদন (ভ্রমর) তিরোহিত হইয়াছে।

ঐ কথা শুনিবামাত্র শ্রীরাধা "হদ্ধী হদ্ধী কহিং গদো মহুসুঅনো," "হায় হায় মধুসূদন কোথায় গেলেন" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

"যদিহ সহসা মামত্যাক্ষীদ্বনে বনজেক্ষণঃ"

সহসা পদ্মলোচন কেন এই বনমধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিলেন, বলিয়া আর্ত্তনাদ আরম্ভ করিলেন। নিজ সন্নিধানে প্রিয়তমার এই অপূর্ব্ব প্রেমবৈচিত্ত্য বিরহ দর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ "সংজ্ঞয়া সর্ব্বান্ নিবার্য্য স্মিতং করোতি" সঙ্কেত দ্বারা সকলকে নিবারণ করিয়া মধুর হাস্য করিতে লাগিলেন।

প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণে পড়ে না—অথচ মিলন-বিরহের মিলনের অভিনব মাধুর্য্য ঘটিয়াছে, এরূপ আরও দৃষ্টান্ত শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীগোস্বামিপাদগণের শ্রীগ্রন্থে পাওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ঊনত্রিশ অধ্যায়ে, রাস-রজনীতে গোপিকার অভিসার-কালে "অন্তর্গৃহগতা" যে গোপিকা "অলব্ধবিনির্গমা" হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-সন্নিধানে যাইতে অক্ষমা হইলেন—তাহার অবস্থাটির বর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীশুক কহিয়াছেন—

"দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহ তীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষ নির্বৃত্যাক্ষীণমঙ্গলাঃ॥"

প্রিয়তমের দুর্ব্বিষহ বিরহবেদনায় তাহার সকল অশুভ ভোগ কাটিয়া গেল। আবার, ধ্যানে অচ্যুতের আলিঙ্গন প্রাপ্তিহেতু আনন্দে সকল শুভ ভোগ কাটিয়া গেল। এই স্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা যাইতেছে যে, একই সময় সেই গোপীর বিরহের তীব্র বেদনা ও মিলনের নিবিড় আনন্দ উপস্থিত হইয়াছে। ক্ষণেকের জন্য মিলন-বিরহের মিলন ঘটিয়াছে।

শ্রীরূপগোস্বামিচরণ শ্রীললিতমাধবে তিনটি স্থলে মিলন-বিরহের মিলন-আস্বাদন দিয়াছেন।

(১) "চন্দ্রাবলীলাভ" নামক পঞ্চম অঙ্কে—রুক্মিণীরূপিণী চন্দ্রাবলী, যজ্ঞের জ্বলন্ত অগ্নিতে আত্মাহুতি দিতে যাইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে উপেক্ষা করিয়াছেন এই বেদনায়। অগ্নিতে ঝাঁপ দিবার কালে বলিতেছেন—

"হে ভগবান হুতাশন! যিনি কোটি কন্দর্প অপেক্ষাও সুন্দর সেই শ্যামসুন্দরের পদারবিন্দযুগলের পার্শ্বে আমাকে লইয়া যাও। আমি যে তাঁহারই একান্ত আশ্রিতা দাসী।

শ্রীকৃষ্ণ গরুড়কে সঙ্গে করিয়া ভীষ্মক-দুহিতার স্বয়ম্বর সভায় আসিয়াছেন, নর্ত্তক বেশে। গরুড় রুক্মিণীদেবীর রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে একটিবার তাকাইয়া দেখিতে অনুনয় করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ উত্তরে মুখ ফিরাইয়া কহিয়াছেন "পরাঙ্গণা-বিলোকন-দুর্বিলাসান্নিবৃত্তিরেব শ্রেয়সী"—পরস্ত্রী দর্শন-রূপ দুর্লালসা হইতে চিত্তকে নিবৃত্ত করাই শ্রেয়স্করী।

রুক্মিণীদেবী তনুত্যাগে কৃতনিশ্চয়া হইয়া অগ্নির কাছে প্রার্থনা পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করতঃ ঝাঁপ দিতে দিতে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—"হা ভগিনি রাধে। হা প্রিয়সখি পদ্মে! হা অম্বে গোকুলেশ্বরি! হা প্রাণনাথ শিখণ্ডচূড়!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দাবনের ভাষা, বৃন্দাবনের ডাক শুনিয়া বৃন্দাবনচন্দ্র ফিরিয়া চন্দ্রাবলীকে দেখিবামাত্র পিছন হইতে দুই হস্ত দ্বারা তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। রুক্মিণীদেবী মনে করিলেন তাহার সখী মাধবী তাহাকে আত্মত্যাগ করিতে বাধা দিতেছে। "মুঞ্চ মুঞ্চ মাখলু দুঃখমাপয়"—"ছেড়ে দে ছেড়ে দে, আর দুঃখ দিস্ না" বলিয়া দেবী মাধবীর হাত ছাড়াইতে চেষ্টাপরায়ণা হইলেন।

নিজ হস্ত হইতে অঙ্গুরীয়কটি খুলিয়া চন্দ্রাবলী দেবী উহা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া সখী মাধবীর হস্তে পরাইয়া দিতে দিতে অতি বেদনাভরা কণ্ঠে কহিলেন—"মাধবি! এই রত্নখচিত অঙ্গুরীয়কটী যাহাতে, পুরুষোত্তমস্থ দৃষ্টিমার্গং লভতে—পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টিলাভ করে, তাহা তুমি করিও।"

চরম বিরহে প্রাণত্যাগ হইতেছে। অথচ যাঁহার জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন তিনিই বাহুবেষ্টনে নিজ অঙ্কে চাপিয়া ধরিয়াছেন। মিলন-বিরহের ইহা এক অপূর্ব্ব আস্বাদন।

(২) ললিতমাধব গ্রন্থের "নববৃন্দাবনসঙ্গম" নামক সপ্তম অঙ্কে সত্যভামারূপিণী শ্রীরাধা নববৃন্দাবনে আছেন। সঙ্গে নববৃন্দা সখী আছেন। শ্রীরাধার বিরহ-বেদনা দূরীকরণার্থ নববৃন্দা ইন্দ্রশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা দ্বারা ইন্দ্রনীলমণিময়ী গোবিন্দ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়াছেন।

শ্রীমূর্ত্তি পাইয়া শ্রীরাধা "সোঽয়ং জীবিতবন্ধুরিন্দুবদনে ভূয়ঃ সমাসাদিতঃ," সেই জীবনবন্ধুকে আবার পাইলাম—এইরূপ সাক্ষাৎ প্রাপ্তি বুদ্ধিতে নিত্য কুসুম-চন্দন তিলক-মাল্য দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া মধুর সেবা করিতেছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাধাবিরহী শ্রীকৃষ্ণ শোকাপনোদনের জন্য মাঝে মাঝে নববৃন্দাবনে আসেন। নববৃন্দাবন বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত কৃত্রিম বৃন্দাবন। আজ শ্যামসুন্দর মধুমঙ্গলকে সঙ্গে লইয়া নববৃন্দাবনে আসিয়াছেন। বনে প্রবেশ করিয়া নিজ প্রতিমা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন—"সখে মধুমঙ্গল, কথং আরণ্য-বেশধারিণী হারিণীয়ং মদঙ্গ-প্রতিমা" বন্যবেশধারী হৃদয়হারী আমার এই অঙ্গের প্রতিমা কোথা হইতে আসিল—ইহা নিশ্চয়ই শিল্পাচার্য্য বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত। কিন্তু এই প্রতিমাকে এত আদরের সহিত পূজা করে কে? চন্দন অর্পণ-কালে পূজারিণী যে নয়ন জল বৃষ্টি করিয়াছে তাহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণ নিজ প্রতিমার পূজারিণীকে ধরিবার জন্য মধুমঙ্গলকে কহিলেন, "তুমি আমার এই প্রতিমাখানি কুঞ্জান্তরে লইয়া যাও। আমি বেদিকায় অধিষ্ঠান করিয়া থাকি। পূজারিণীর নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা স্বচক্ষে দেখিতে সাধ হইতেছে।"

মধুমঙ্গল প্রতিমা সরাইলেন। শ্যামসুন্দর প্রতিমার মাধুর্য্য অঙ্গীকার করিয়া বেদির উপর অধিষ্ঠিত রহিলেন। পূজারিণী সত্যভামা-রূপিণী শ্রীরাধা নববৃন্দা-সঙ্গে আসিলেন। শ্রীকৃষ্ণ অবাক বিস্ময়ে শ্রীরাধার রূপমাধুর্য্য দর্শন করিতে করিতে আপন মনে বলিয়া উঠিলেন—

"হন্ত হন্ত! কথং সৈবেয়ং মে প্রাণবল্লভা রাধা" অহো! ইনি যে আমার প্রাণবল্লভা শ্রীরাধা! শ্রীকৃষ্ণ জানেন, তাঁহার বিরহে সন্তপ্তা শ্রীরাধা যমুনায় ডুবিয়া দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি ইহ সংসারে নাই তাহাকে সম্মুখে দেখিয়া ভাবিলেন,— বিশ্বকর্ম্মা আমার সুখার্থ এই মনোজ্ঞ কৃত্রিম বৃন্দাবন তৈয়ারী করিয়াছেন। তিনিই এই মানময়ী কৃত্রিম রাধাও নির্ম্মাণ করিয়াছেন। নতুবা দুর্গ বেষ্টিত দ্বারকাস্থ এই অন্তঃপুরে স্বর্গগতা শ্রীরাধার অবস্থিতির কোনই সম্ভাবনা নাই।

শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া ভাবিতেছেন, অহো! আমার কি মুগ্ধতা। গোবিন্দের প্রতিমাকে সাক্ষাৎ গোবিন্দ বলিয়া মনে হইতেছে। শ্রীরাধা তখন অশ্রুজলে ভাসিয়া যুক্ত-করে কহিলেন—"অয়ি প্রতিবিম্ব। তোমার স্বীয় বিম্ব পদ্মলোচনের কুশল তো?"

প্রতিমারূপী শ্রীকৃষ্ণ উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—অয়ি মায়ামন্ত্রময়ি রাধিকে, সত্যই শ্রীকৃষ্ণ এক্ষণে কল্যাণযুক্ত আছেন। যেহেতু তুমি সর্ব্বপ্রকারে ঊর্দ্ধলোকগামিনী শ্রীরাধার অনুকরণে ইহার কল্যাণ জিজ্ঞাসা করিতেছ। (সত্যমিদানীমেব কৃষ্ণঃ ক্ষেমী, যদিয়ং সর্ব্বমুদ্রয়া তাং লোকোত্তরামনুকুর্ব্বতী ত্বমস্য ক্ষেমং পৃচ্ছসি)

শ্রীরাধা চমৎকৃতা হইয়া নববৃন্দাকে কহিলেন, সখী, কি আশ্চর্য্য দেখ "প্রতিমাপি মধুরং ব্যাহরতি।" বিশ্বকর্ম্মার কি অদ্ভুত শিল্প-নৈপুণ্য, প্রতিমাও মধুর কথা বলে।

শ্রীকৃষ্ণ মনে করিলেন—"অহো! গন্ধর্ব্বপুরানুকারিণোঽপি মায়া গন্ধর্ব্বনাট্যস্য কাপি চির চমৎকারিতা"—বিশ্বকর্ম্মার মায়া দ্বারা প্রতারণ-সমর্থ গন্ধর্ব্বনাট্যের কী চমৎকারিতা! যাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা এই কৃত্রিম রাধা আমার প্রিয়তমা প্রকৃত রাধার ন্যায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।”

শ্রীরাধা ব্যাকুলভাবে আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিলেন—“অয়ি কৃষ্ণ-প্রতিমে, এই হতভাগিনী ভিক্ষা মাগিতেছে, তুমি সচেতন হইয়া এই দুঃখিনীর বিরহ-জর্জ্জরিত লোচনদ্বয়ের আনন্দ বিধান কর।”

বিরহী শ্রীকৃষ্ণের নয়নেও জলধারা বহিল। বিরহিণী শ্রীরাধা নিজ বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখপদ্ম মুছাইয়া দিলেন। বিরহমিলনের এই অপূর্ব্ব মিলন গোস্বামি-শাস্ত্রে অনবদ্য।

(৩) ললিতমাধব গ্রন্থের “পূর্ণমনোরথ” নামক দশম অঙ্কে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে চরম বেদনাতুরা সত্যভামা-রূপিণী শ্রীরাধা সর্প-ভীষণ কালিয় হ্রদে জীবন বিসর্জ্জনের জন্য ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শ্রীকৃষ্ণ ছুটিয়া আসিয়া পৃষ্ঠদেশ হইতে দুইবাহু দ্বারা শ্রীরাধার কণ্ঠ ধারণ করিলেন।

শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের বাহুদ্বয়কে কাল-ভুজঙ্গ মনে করিয়া মনে মনে কহিলেন, কি সৌভাগ্য! ভুজঙ্গ-যুগলে বেষ্টিত হইয়াছি। এখনই দংশন করিবে। দংশন করিলেই এই দগ্ধ জীবনের অবসান হইবে। অনুকূল বিধাতা এখনই আমার বাঞ্ছিত মৃত্যু আনিয়া দিবে।

সর্প দংশন করিতেছে না দেখিয়া ও স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া শ্রীরাধা আপন মনে কহিলেন—উপযুক্ত সময়ে অপকারিবস্তু সকলও প্রিয় হইয়া থাকে। সর্প তো দংশন করিতেছে না, বরং স্পর্শ-সুখ দিতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার মণিবন্ধে স্যমন্তকমণি বন্ধন করিয়া দিলেন। মণির জ্যোতি দেখিয়া শ্রীরাধা কহিলেন, কি আশ্চর্য্য! মণিভূষিত মস্তক হইয়াও এই কালসর্প আমাকে দংশন করিতে বিলম্ব করিতেছে। হায়! কতক্ষণে সর্প দংশন করিবে! কতক্ষণে কৃষ্ণহারা জীবনের চির অবসান হইবে!!

শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃসংলগ্না শ্রীমতী রাধা এইরূপ বিরহ-বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতে করিতে মৃত্যুর অপেক্ষায় আছেন। মিলন-বিরহের-মিলনের ইহা এক অপ্রাকৃত অভূতপূর্ব্ব চিত্র।

রাসের গোপী-অভিসারে, বিদগ্ধমাধবের প্রেমবৈচিত্ত্যে, ললিতমাধবের বৈদর্ভী মিলনে, প্রতিমা-মিলনে ও কৃষ্ণভুজরূপী ভুজঙ্গ-মিলনে—মিলন-বিরহের একত্রীকরণ পরম মধুর হইলেও উহা অল্পকাল স্থায়ী। শ্রীগৌরসুন্দরে বিরহ মিলনের দুই শাশ্বতী ধারা চিরসংমিলিত।

শ্রীগৌর রাধাগোবিন্দ-মিলিত বিগ্রহ, একাঙ্গে একীভূত। মিলনের এই পরাকাষ্ঠায় বিরহবেদনা কিন্তু লাগিয়াই আছে। ইহা এক অশ্রুতপূর্ব্ব কথা। উদ্ধব-দর্শনে শ্রীরাধার যে ভাব, যে সুতীব্র বিরহের বেদনোচ্ছ্বাস, আজ শ্রীগৌরাঙ্গে উভয়ে একাঙ্গে একীভূত হইয়াও, সেই বুকফাটা কান্না। মহামিলনের সুখ, আর মাথুর-বিরহের দুঃখ, একই সময় চলিতেছে।

শ্রীরূপের নিরুপম ভাষায়—

"পীড়াভির্নবকালকূটকটুতা গর্ব্বস্য নির্ব্বাসনো
নিঃস্যন্দেন সুধামধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রেমা মুদাং সুন্দরি নন্দনন্দনপরো জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্রমধুরাস্তেনৈব বিক্রান্তয়ঃ ॥”

দেবী পৌর্ণমাসী নান্দীমুখীকে কহিয়াছিলেন—সুন্দরি! শ্রীনন্দনন্দন-বিষয়ক প্রেম যার অন্তরে জাগে, এই প্রেমের বক্রমধুর বিক্রম সেই ব্যক্তিই জানে। এই প্রেমের এমনই পীড়া যে, নূতন কালকূট বিষের যে কটুত্বগর্ব্ব তাহাও বিদূরিত করিয়া দেয়। আবার, যখন এই প্রেমে আনন্দধারা ক্ষরিত হইতে থাকে তখন অমৃতের মাধুর্য্য-জনিত যে অহংকার তাহাকেও সংকুচিত করিয়া দেয়।

শ্রীগৌরসুন্দরে এই বিরহের মর্ম্মন্তুদ পীড়া ও মিলনের অমৃতধারা যুগপৎ বিরাজমান। শ্রীকবিরাজের মধুর অক্ষর—

“এইমত রাত্রিদিনে, স্বরূপ রামানন্দ সনে,
নিজ ভাব করেন বিদিত।
বাহ্যে বিষ জ্বালা হয়, ভিতরে অমৃতময়,
কৃষ্ণ প্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥”

বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগের বিরোধিতাকে বিলাসাবগাহী বিরোধিতা কহিয়াছি। এই বিরোধিতার চরম সমাধান রস-মহাসিন্ধু গৌরসুন্দরে কেমন করিয়া হইল, ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। মিলন-বিরহের এই মহামিলনের মহারহস্যের অর্গল প্রাচীনেরা আর খুলেন নাই। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর একটু খুলিয়াছেন। ক্রমে তাঁহার কৃপা সম্বল করিয়া অগ্রসর হইব। জয় জগদ্বন্ধু। জয় গৌরহরি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভ

ভের [খ]

শ্রীশ্রীরাধা-মাধবের মিলিত বিগ্রহ হইলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। দুই দেহ একীভূত। এমতাবস্থায় সর্ব্বদা মিলনজনিত সম্ভোগরসে ডুবিয়া থাকাই স্বাভাবিক। তাহা কিন্তু দৃষ্ট হয় না। নিরন্তর মগ্ন হইয়া আছেন তিনি বিপ্রলম্ভ-রসে।

বিরহজন্য তীব্র বেদনা ও কোথায় কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ, এই হাহাকার যেন গৌরসুন্দরে নিয়ত লাগিয়াই আছে। নিবিড় মিলনের মধ্যে মাথুর-বিরহের সুতীব্র জ্বালা জ্বলিতেছে। মিলন-হেতু বাঞ্ছাপূর্ত্তির সুখ ও প্রতি মুহূর্ত্তে অপ্রাপ্তি-হেতু মর্ম্মঘাতী দুঃখ যুগপৎ চলিতেছে। নিত্য অনাদিকাল ধরিয়াই চলিতেছে।

ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার। কী করিয়া এই আশ্চর্য্য ব্যাপার ঘটিল তাহা দুরধিগম্য। শ্রীগৌরসুন্দরে মিলন-বিরহের চিরপ্রকট রহস্যের মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া ভোগ করিয়াছেন শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর। তাঁহার সঙ্কেত অবলম্বনে দিগ্‌দর্শনে প্রয়াসী হইতেছি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে তিনটি বাঞ্ছা জাগিল। ব্রজে তাহা পূরণ হইল না। "এই তিন বাঞ্ছা মোর নহিল পূরণ।" পূরণ না হইবার কারণ এই যে, তিনি প্রেমের "বিষয়" থাকিতে উহা হইবার নহে। "বিজাতীয় ভাবে নহে তাহা আস্বাদন।" বিজাতীয় ভাব অর্থ "বিষয়" জাতীয় ভাব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঠিক বুঝিলেন, আশ্রয় জাতীয় ভাববতী শ্রীরাধিকার ভাবকান্তি অঙ্গীকার না করিলে "এই তিন বাঞ্ছা কভু নহিবে পূরণে।" সুতরাং করণীয় স্থির হইয়া গেল।

"রাধিকার ভাবকান্তি ধরি তার বর্ণ।
তিনসুখ আস্বাদিতে হব অবতীর্ণ॥"

কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার উপায়টি কী? এক জনের ভাব ও কান্তি অপর কর্ত্তৃক গ্রহণ ব্যাপারটি সামান্য কথা নহে। শ্রীশ্যামচাঁদ রহিয়াছেন কান্তার বাহিরে, তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইবে অন্তরে। সুতরাং,

"অতএব সেই ভাব অঙ্গীকার করি।
সাধিলেন নিজ বাঞ্ছা গৌরাঙ্গ শ্রীহরি॥"

বলিবার পূর্ব্বে অন্তরে প্রবেশ করিবার উপায়টি কী তাহা বলিতে হইবে।

শ্রীরূপ গোস্বামিচরণ একটি সঙ্কেত করিয়াছেন। তিনি শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকে "জতু" অর্থাৎ লাক্ষার সহিত তুলনা করিয়াছেন। শ্রীরূপ লিখিয়াছেন—শ্রীরাধাগোবিন্দের দুইয়ের মধ্যে যে ভেদ উহা একরূপ ভ্রম মাত্র। ঐ "ভেদভ্রম" ঘুচাইতে চেষ্টা করিয়াছেন শৃঙ্গার-শাস্ত্র-বিশারদ্ (শৃঙ্গার-কারুঃকৃতী) বিধাতা। উহা করা সম্ভব হইয়াছে উভয়কে গলাইয়া। গলাইয়াছেন 'স্বেদ' নামক সাত্ত্বিক বিকার দ্বারা। শ্লোকটি রহিয়াছে উজ্জ্বল-নীলমণিগ্রন্থে অন্য প্রকরণে। শ্রীকবিরাজ গোস্বামী উহা তুলিয়াছেন শ্রীরামানন্দ সংবাদে। শ্রীল রামানন্দ

২য়—৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রভুর জিজ্ঞাস্য "প্রেমবিলাস বিবর্ত্ত" বুঝাইতে গিয়া উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজকৃত গীত গাহিয়াছেন, গীতের মধ্যস্থিত,

"না সো রমণ না হাম রমণী।
দুঁহুমন মনোভব পেষল জানি॥"

এই পদটিকে দৃঢ়ীভূত করণের জন্য কবিরাজ গোস্বামী ঐ উজ্জ্বলের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ঐ "না সো রমণ" পদ শুনিয়াই প্রভু স্বহস্তে রামানন্দের মুখ ঢাকিয়াছেন। উজ্জ্বলনীলমণির এই শ্লোকের সঙ্গে সঙ্গেই সাধ্যাবধি বলা শেষ হইয়া গেল। প্রভু কহিয়া উঠিলেন— "সাধ্যবস্তু অবধি এই হয়"; ঐ "না সো রমণ" বাক্যে মহাপ্রভু নিজে ব্যক্ত হইয়া পড়িতেছেন বলিয়াই মুখ ঢাকাঢাকি ও সাধ্যবস্তুর অবধি শুনিলাম বলিয়া স্বীকারোক্তি। সাধ্য-জিজ্ঞাসা শেষ করিয়া সাধন-জিজ্ঞাসা আরম্ভ।

সুতরাং, শ্রীরূপের উজ্জ্বলনীলমনির ঐ শ্লোকে দুই বস্তুর ভেদ ঘুচাইয়া একীভূত করিবার একটি কৌশল জানা গেল। কৌশলটি হইল তাপ দিয়া গলাইয়া লওয়া। উভয়ে দ্রবীভূত হইলে ভেদভ্রম দূর হয়, এই সঙ্কেতটি পাওয়া গেল।

আলোচ্য ক্ষেত্রে, অর্থাৎ রাধাগোবিন্দের এক হইয়া শ্রীগৌরাঙ্গ হওয়ার ব্যাপারে কিন্তু ভেদভ্রম সর্ব্বতোভাবে দূর হইলে চলিবে না। এক দেহে অন্য প্রবেশ করিয়াও ভেদ রক্ষা পাইবে। অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন থাকিবেন। সুতরাং দুইজনে গলিয়া গেলে চলিবে না। একজনকে দ্রবীভূত করিয়া তাহার অন্তরে অন্যকে প্রবেশ করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্রবীভূত করা যায় তাপ দিয়া। সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র তাপ হইতেছে মাথুর বিরহের তাপ। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দর তাহাই লিখিয়াছেন—

"মহাযোগ বিরহ প্রতাপে"

বিরহের সুতীব্র তাপ দিয়া হৃদয় একেবারে গলাইয়া পথ করিয়া শ্যামসুন্দর শ্রীরাধাঠাকুরাণীর অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। বিরহে সন্তপ্তা দিব্যোন্মাদিনী, এমন কি মরণ-দশাপন্না ভানুনন্দিনীর মর্ম্মের অভ্যন্তরে স্থান গ্রহণ করিলেন।

বিপ্রলম্ভের স্বভাবই হইল অন্তরে পাওয়া, বাহিরে হারান। যখন বাহিরে পাই ভিতরে হারাই তখন সম্ভোগ। সম্ভোগকালে সাধ জাগে বাহিরের প্রিয়তমকে অন্তর মধ্যে প্রবেশ করাই। বিপ্রলম্ভ কালে আকুল আগ্রহ হয়, অন্তরের প্রিয়তমকে বাহিরে আনিয়া বদন দেখি। বিশেষভাবে রহঃস্থানে অর্থাৎ অন্তরের নিগূঢ়তম স্থানে আস্বাদিত হয় বলিয়াই বি-রহ শব্দটি অন্বর্থ।

এই বিরহের পথ দিয়া, বা বিরহ দিয়া পথ করিয়া শ্যাম-নাগর ধীরে ধীরে রাই বিধুমুখীর অন্তর গহনে প্রবিষ্ট হইলেন। বিরহ দশার পূর্ণতায়, দশমী দশায়—শ্রীরাধার মৃত্যু তুল্য অবস্থায়, প্রবেশটি পূর্ণ হওয়ায়, শ্যামসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর হইলেন। বিরহদশা গাঢ়তায় পৌঁছিয়া দশমীতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে, পূর্ণাঙ্গ গৌরাঙ্গ মূর্ত্তিতে প্রকট হইলেন—প্রকট রহস্যে বন্ধুসুন্দর তাহাই লিখিয়াছেন—

(বড় দুঃখে এক রে)

(দশমা কি মনে নাই)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিরহের ব্যথা যত তীব্র, অন্তরের প্রাপ্তি তত নিবিড়। অপ্রাপ্তি জন্য আর্ত্তনাদ যখন চরমে পোঁছে, অন্তর রাজ্যে ছু'য়ের পরম মিলন তখন গাঢ়তম হইয়া অভ্যন্তরে লুক্কায়িত শ্যামসুন্দর, বাহিরে হা হা প্রাণপ্রেষ্ঠ বলিয়া রোরুদ্যমানা শ্রীরাধার কেবল মূর্ত্তিখানি—ইহাই শ্রীগৌরসুন্দরের বিগ্রহ। নিভৃতকুঞ্জে বিপ্রলম্ভের পরাকাষ্ঠায় শ্রীগৌর প্রতিমা ফুটিয়া উঠে। এইজন্য অন্তঃকৃষ্ণ হইয়াও বিপ্রলম্ভের প্রবল আর্ত্তিভরা, নদীয়া-নাগর শ্রীগোরাশশী। যুগপৎ মিলন বিরহের ঘনীভূত বিগ্রহ।

নূতন কথা গ্রহণে বাধা ঠেকে। নবীন মাধুর্য্য আস্বাদনের পথে বহু প্রশ্নের প্রাচীর দাঁড়ায়। তন্মধ্যে একটি বড় জিজ্ঞাসার সমাধানে প্রয়াস পাইতেছি।

মাথুর বিরহে তো শ্রীকৃষ্ণ রহিলেন মথুরায় এবং দ্বারকায়। শ্রীরাধার অন্তরে প্রবেশ করিলেন কিরূপে? লীলাময় বিগ্রহ মথুরা দ্বারকাতেই লীলাপরায়ণ, শ্রীরাধার অন্তরে কেবল তাঁর মানসপ্রতিমা! এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যাইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রূপগোস্বামীকে কহিলেন—

"কৃষ্ণকে বাহির না করিহ ব্রজ হৈতে।
ব্রজ ছাড়ি কৃষ্ণ কভু না যান কাঁহাতে॥"

এই আদেশ পাইবার পরেই গ্রন্থ লেখা হয়। বিদগ্ধমাধবে সবই ব্রজের লীলা বটে। কিন্তু ললিতমাধবে মাত্র দ্বিতীয় অঙ্ক পর্য্যন্তই ব্রজের কথা।

দ্বিতীয় অঙ্কে শঙ্খচূড় বধ। তৃতীয় অঙ্কেই অক্রুরের আগমন। ব্রজজনের ভাবী বিরহ আরম্ভ হইয়া গেল। যাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালের ভবন্ বিরহের বর্ণনাও রহিয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ রথে উঠিবার সময় বলিয়া গেলেন—

"এতাস্তূর্ণং নয়ত কীয়তীরার্ত্তিমিশ্রতমিস্রা
ভাবী ভব্যাঃ পুনরপি ময়া মঙ্গলঃ সঙ্গমো বঃ"।

তোমরা কোন ক্রমে এই দুঃখময়ী রজনী যাপন কর। ভবিষ্যতে পুনরায় আমার সহিত মঙ্গল জনক সঙ্গ লাভ করিবে। পৌর্ণমাসী দেবী রথচক্রের চিহ্ন দেখিতে দেখিতে গমন করতঃ অতি খেদে কহিলেন—

"যেন স্যন্দন নেমি নির্ম্মিত মহাসীমন্তদন্তাদিদং
হা সর্ব্বং সহয়াপি নির্ভরমভূদ্দূরাদ্বিদীর্ণং ভুবা।"

হায় কষ্ট! কৃষ্ণবিরহ বেদনায় সর্ব্বংসহা পৃথিবীও রথচক্রাগ্র নির্ম্মিত খাতছলে বহুদূর ব্যাপিয়া বিদীর্ণ হইয়া গেল।

ইহার পরই প্রবল বিরহ-জ্বালায় শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ উদ্‌ঘূর্ণা অবস্থা। ললিতমাধবের তৃতীয় অঙ্কটির নাম "উন্মত্ত রাধিক।" শ্যাম বিরহে উন্মাদিনী রাই প্রাণসখী বিশাখার সহিত কালিন্দীর গভীর প্রবাহে নিমজ্জিতা হইলেন। "ণউণ ইদো উত্থিদা (ন পুনরিত উত্থিতা)" আর উঠিলেন না।

ইহার পর দশমাঙ্ক পর্য্যন্ত সমস্তই পুরলীলা। এখানে প্রশ্ন উঠে এই যে, শ্রীরূপকে প্রভু স্বয়ং নিষেধ করিলেন—কৃষ্ণকে ব্রজের বাহির করিতে, আর শ্রীরূপ কিরূপ অকুণ্ঠিত ভাবে কৃষ্ণকে অক্রূরের রথে মধুপুরে পাঠাইয়া দিয়া, পরবর্ত্তী সাতটি অঙ্ক ভরিয়া মথুরা দ্বারকার লীলা বর্ণনা করিলেন! শ্রীরূপ কি তবে আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলেন!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আপাততঃ তাহাই মনে হয়। দশমাঙ্কের পূর্ণ মনোরথ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া শেষ পংক্তিটি পর্য্যন্ত পাঠ করিলে একটি অদ্ভুত সংবাদ শোনা যায়। তখন বুঝা যায় যে, শ্রীরূপ আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন নাই।

শ্রীরাধা কালিন্দীতে প্রাণত্যাগার্থ প্রবেশ করেন। কালিন্দী তাঁহাকে লইয়া পিতা সূর্য্যদেবকে অর্পণ করেন। সূর্য্যদেব তাঁহার ভক্ত সত্রাজিতকে শ্রীরাধা প্রদান করেন। সত্যভামা-রূপে শ্রীরাধা প্রসিদ্ধা হন। বহু ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতের পর সত্যভামা নাম্নী শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণ পুনরায় প্রাপ্ত হন ;- ললিতমাধবের পূর্ণ মনোরথ নামক শেষ অঙ্কে।

ব্রজের সকল প্রিয় পরিকরগণই আবার দ্বারকায় একত্রিত হইলেন। পরম আনন্দের উদয় হইল। তখন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধাকে কহিলেন—"প্রাণেশ্বরি রাধে ! প্রার্থয়স্ব কিমতঃপরং করবানি। প্রার্থনা কর, তোমার কি প্রিয় কার্য্য করিব ?" শ্রীরাধা কহিলেন—

"যা তে লীলাপদ পরিমলোদ্গারিবন্যা পরীতা
ধন্যা ক্ষৌণী বিলসতি বৃতা মাথুরী মাধুরীভিঃ।
তত্রাস্মাভিশ্চটুলপশুপী-ভাব মুগ্ধান্তরাভিঃ
সন্ধীতস্ত্বং কলয় বদনোল্লাসি বেণুর্বিহারম্ ॥"

হে চটুল, চঞ্চলস্বভাব-কৃষ্ণ ! আমার এই প্রার্থনা যে, এখন একটিবার তুমি সেই মথুরামণ্ডলের মধ্যগত ব্রজভূমিতে আগমন কর। বৃন্দাবন এখনও তোমার লীলা খেলার স্থান সমূহের সৌরভ বিকীর্ণ করিতেছে। বৃন্দাবনের বন-সকলের কত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শোভা! মাধুর্য্যভরা ব্রজের সৌন্দর্য্যের তুলনা নাই। একবার সেখানে চল। আমরাও যাই। গিয়া গোপবধূ ভাবে বিভাবিত হইয়া তোমায় ঘিরিয়া দাঁড়াই। আর তুমি অধরেতে মুরলীটি লইয়া মধুর মধুর বাদন কর।

শ্রীরাধার প্রার্থনাটি হইল—কবিরাজ গোস্বামীর ভাষায়—

"তোমার চরণ মোর ব্রজপুর ঘরে।
উদয় করাহ যদি তবে বাঞ্ছা পুরে॥"

শ্রীরাধার অন্তরের সাধ—

"সেই ভাব সেই কৃষ্ণ সেই বৃন্দাবন।
যবে পাই তবে হয় বাঞ্ছিত পূরণ॥"

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন "তথাস্তু।" শ্রীরাধা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কথম্বিয়" কিরূপে তাহা এখন সম্ভব হইবে? শ্রীকৃষ্ণ আর কোন উত্তর না দিয়া দক্ষিণ দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন।

ঠিক সেই সময় গর্গ-মুনি-সুতা গার্গী ও যশোদা গর্ভসম্ভূতা বিন্ধ্য-বাসিনী একানংশা অর্থাৎ যোগমায়া দেবী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যোগমায়া-দেবী কহিলেন—"সখি রাধে! মাত্রসংশয়ং কৃথাঃ। যতো ভবত্যঃ শ্রীমদ্গোকুলে তত্রৈব বর্ত্তন্তে। কিন্তু ময়ৈব কালক্ষেপার্থং অন্যথা প্রপঞ্চিতং। তদেতন্মনসি অনুভূয়তাং কৃষ্ণোঽপ্যেষ তত্র গত এব প্রতীয়তাম্।"

সখি রাধে! সংশয় করিও না। তোমরা সকলেই সেই গোকুলেই বিরাজ করিতেছ। আমি কালক্ষেপণের নিমিত্ত অন্যপ্রকারে বিস্তার করিয়াছি। ইহা নিশ্চয় জানিও যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণও সেই স্থানে গমন করিয়াই রহিয়াছেন। এই কথায় বিশ্বাস কর।”

কথা শুনিয়া শ্রীরাধা বিস্ময়াপন্না হইলেন। বিন্ধ্যবাসিনী যাহা বলিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, যুগল কিশোর শ্রীবৃন্দাবনেই আছেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজ ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। তবে এই যে পূরলীলা হইল ইহা কী? ইহা স্বপ্নবৎ প্রতীতি মাত্র। ব্রজে থাকিয়াই যেন মথুরা দ্বারকা স্বপ্নে দেখিয়াছেন। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে শ্রীসনাতন গোস্বামিচরণও এইরূপ কথা লিখিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, “আমি দীর্ঘ স্বপ্ন দেখিলাম যেন দ্বারকায় গিয়া রাজা হইয়াছি, বহু বিবাহ করিয়াছি ইত্যাদি”। তবে, চিন্ময় বস্তুর স্বপ্নও চিন্ময়।

সুতরাং মহাপ্রভুর হার্দ্দ শ্রীরূপ-সনাতন জানিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন যে, মাথুর-বিরহ কালে শ্রীকৃষ্ণ ব্রজেই ছিলেন। মথুরালীলা ও দ্বারকালীলা ব্রজলীলার অভ্যন্তরেই বিরাজমান।

ঠিক সেইরূপই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের আস্বাদনে মথুরা দ্বারকা-লীলার মত নদীয়ালীলাও ব্রজলীলার অন্তরে প্রবিষ্ট। ব্রজ-ধামের নিভৃতকুঞ্জের একটি নিভৃততম প্রকোষ্ঠই নবদ্বীপ ধাম। যে প্রকোষ্ঠে রসরাজ শ্রীশ্যামসুন্দর তীব্র বিরহের সন্তাপে মহাভাবময়ীকে দ্রবীভূত করিয়া তাহার বক্ষপঞ্জরের অভ্যন্তরে আপনি সংগুপ্ত হইয়াছেন, সেই নিগূঢ়তম বৃন্দাবনই নবদ্বীপ।

বাহ্য দৃষ্টিতে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন বহু ব্যবধান, কিন্তু অন্তর দৃষ্টিতে তাহারা এক অন্যে অনুপ্রবিষ্ট। লীলাতত্ত্বের গভীরতম দৃষ্টিকোণ হইতে কুঞ্জকানন ও শ্রীবাস-অঙ্গন এক অন্যে ওতপ্রোত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্নিবিষ্ট। নদীয়া হইতে ব্রজবনে ঘন ঘন আনাগোনা না করিলে গৌড়ীয় সাধকের ভজনাঙ্গ পূর্ণ হয় না। শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের আস্বাদনে ঐ তত্ত্বই সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত।

প্রতিক্ষণেই কিশোর কিশোরী একবার এক একবার দুই হইতেছেন, দোলনের মত দুলিতেছেন। দুই হইয়া ব্রজমাধুর্য্য আস্বাদন, আবার বিরহ মিলনে এক হইয়া নদীয়ামাধুরী প্রকটন করিতেছেন। লীলার সঙ্গে আস্বাদক ভক্তও দোলে। ব্রজ-নদীয়ার মধ্যে ডুবে, ভাসে, খেলে। এই নিগূঢ় তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ দর্শক শ্রীল রামানন্দ রায়।

> "পহিলে দেখিনু তোমা সন্ন্যাসী-স্বরূপ।
> এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
> তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
> তাঁর গৌরকান্ত্যে তোমার শ্যাম-অঙ্গ ঢাকা॥"

রামরায়ের দর্শনে বোঝা যায় যে, ক্ষণে ক্ষণেই ওরা দুই হইয়া যুগলকিশোর হইতেছেন ও এক হইয়া গৌরকিশোর হইতেছেন। রায় মহাশয় শ্যাম গোপরূপ ও কাঞ্চন পঞ্চালিকা এই দুই বিগ্রহকে ভালই চিনেন। কারণ, তাঁহারা তাঁর হৃদয়ের ধন। আবার একতনু যে গৌরকিশোর তাহাকেও রামরায় দেখিয়া শুনিয়াই চিনিয়া লইয়াছেন। সবই যখন চেনা শুনা তখন আবার মূর্চ্ছিত হইলেন কেন?

> "তবে হাসি প্রভু তারে দেখাল স্বরূপ।
> রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কী দেখাইলেন, কী দেখিলেন, কী দেখিয়া মূর্চ্ছাদশা প্রাপ্ত হইলেন ?

যুগলও পূর্ব্ব পরিচিত। গৌরও পূর্ব্ব পরিচিত। দুই মিলিয়া যে গৌর হইয়াছেন এ কথাও পূর্ব্ব পরিজ্ঞাত। পরিজ্ঞাত না হইলে মূর্চ্ছিত হইবার আগেই বলিলেন কী করিয়া—

"রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজ রস আস্বাদিতে করিয়াছ অবতার ॥"

এ তত্ত্বও যখন জ্ঞাত তখন মূর্চ্ছিত হইবার মত আশ্চর্য্যজনক অদ্ভুত ঘটনা কী দর্শন করিলেন! রহস্যটি আলোচনা করা যাইতেছে।

ভাবী, ভূত ও ভবন্, বিরহের এই তিনটি ভেদ আছে। মিলন সম্বন্ধেও ঐরূপ তিনটি ভেদ ভাবনা করা চলে। বিরহের ভেদগুলি আগে বলা যাইতেছে। অক্রুর আসিয়াছেন কৃষ্ণকে লইয়া যাইবেন, এখনও যান নাই, কিন্তু যাইবেন এই ভাবনাতেই বিরহের বেদনা আরম্ভ হইয়াছে—ইহা ভাবী বিরহ। অক্রুর লইয়া চলিয়া গিয়াছেন, দিনের পর দিন কৃষ্ণের বিয়োগ বেদনায় প্রাণ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। এই বিরহ হইল ভূত বিরহ। আর এই এখনই চক্ষের উপর দিয়া রথে তুলিয়া অক্রুর প্রাণকান্তকে প্রাণ হইতে ছিঁড়িয়া কাড়িয়া লইয়া যাইতেছেন—রথের চক্রের তলে প্রাণ দিতে গোপীরা লুটাইতেছেন, ইহা হইল ভবন্ বিরহ। ভবন্ বিরহের বেদনা তীব্রতম। ভাবী এবং ভূত ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া বেদনাময়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলন ভূমিকাতেও ঐরূপ ভাবী, ভূত ও ভবন্ এই ত্রৈবিধ্যের সম্ভাবনা আছে। যখন শ্রীরাধাগোবিন্দ দুই জনকে নিধুবনে মিলিত দর্শন করিতেছি তখন তাঁহাদের মিলনটি ভাবী অর্থাৎ পরে হইবে। যখন একাঙ্গে গৌরাঙ্গ দর্শন করিতেছি তখন তাঁহাদের মিলনটি ভূত অর্থাৎ হইয়া গিয়াছে।

এই দুই ভাবী ও ভূত মিলন রামানন্দ রায় পূর্ব্বেই দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দেখেন নাই ভবন্ মিলন। তাহাই প্রভু হাসিয়া দেখাইলেন। তাহা দেখিয়াই রামরায় মূর্চ্ছিত হইলেন।

ভবন্ মিলনটি হইল একটি অপূর্ব্ব দৃশ্য, রামরায়ের অনাস্বাদিতপূর্ব্ব ঘটনা। ভবন্ মিলনে মিলনটি ঘটমান। রসরাজ নন্দনন্দন মহাভাবময়ী ভানুনন্দিনীকে 'জতু'র মত গলাইয়া তাহার বক্ষ সম্পুটে—হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করিতেছেন। ইহা একটি অপরিকলিতপূর্ব্ব মনোরম দৃশ্যপট।

চাঁদের কিরণে ফুলফোটে, সবাই জানে। চাঁদ দেখি, চাঁপার কুড়ি দেখি, আর ফুটন্ত চম্পক পুষ্প দেখি। কেমন করিয়া যে নিশাকর কোমল করে চাঁপার পাপড়িগুলি খোলে তাহা কেহ কখনও দেখে নাই। আজ রামরায় দেখিলেন।

প্রভু দেখাইলেন। রামরায় দেখিলেন—শ্যাম শশধর আজ চম্পকবরণীর হৃদয় মধুকোষের পাপড়িগুলি খুলিয়া খুলিয়া কেমন ধীরে ধীরে কোমল কর্ণিকার ভূমিতে প্রবেশ করিতেছেন।

মিলন কালে বামা নায়িকা আদর পাইয়া শক্ত হইয়া পড়েন। তাই বিরহের তাপ দিয়া গলাইয়া বিরহ-প্রতাপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাভাবের কোষগুলিতে স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া শ্যামচাঁদ "নবরাগের হিঙ্গুলভরে" রাঙা হৃদয়-প্রেমসম্পুটে লুকাইয়া যান। আজ রামরায় লুকাইয়া যাইবার প্রক্রিয়াটি দেখিলেন—দেখিলেন, বিরহের মাদনে ও মিলনের মোহনে গৌরাঙ্গী কেমন করিয়া গৌরাঙ্গ হইয়া যাইতেছেন।

মধুর হাসিয়া প্রভু রামরায়কে এই ভবন্ মিলন দর্শন করাইলেন। শ্রীল রামানন্দ রায় ইহা দর্শন করিয়াই বিপুল আনন্দের আঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া ধুলায় লুটাইলেন।

মিলন আর বিরহ ছুইটি সমান্তরাল রেখা। উহারা কদাপি মিশে না। কিন্তু গণিতশাস্ত্র মতে অসীমে গিয়া উহারা মিশিয়া যায়। ইহা অঙ্ক করিয়া দেখান যায় না। কিন্তু প্রমাণ করা যায়।

সম্ভোগ বিপ্রলম্ভ ছুই রসের সমান্তরাল রেখা আজ গৌররস-মহাসিন্ধুর অসীম গভীরে আসিয়া একীভূত হইয়া গিয়াছে। ইহা যুক্তিদ্বারা স্থাপনীয় নহে। যখন স্বানুভাবে স্বয়ং আস্বাদন করেন তখন উহা তাঁহার কৃপা সংবেদ্য। যাহা লেখা হইল তাহার প্রতিটি অক্ষরই শ্রীশ্রীবন্ধুসুন্দরের কৃপার দান। আবার যাহা দিবেন পরম করুণায় তৃতীয় খণ্ডে তাহা আস্বাদনের সাধ রহিল। জয় শ্রীবন্ধুসুন্দর! জয় শ্রীগৌরসুন্দর!!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi